আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

সাপ্তাহিক

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৬ || সংখ্যা ১৮ || সোমবার || মাঘ ১৬ || ১৪২৮ || জমাদিউস সাঃ ২৮ || ১৪৪৩ || Vol. 26 || Issue 18 || 31 January || 2022 || USA. FREE in NY, Other State $1

সন্ত্রাসী অভিযোগ থেকে খালাস ব্রঙ্কসের হুমায়ূন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সন্ত্রাসীর কলঙ্ক থেকে মুক্তি পেলেন নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসের প্রবাসী (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

কূটনীতিক সানিউল কাদেরের প্রত্যাহার নিয়ে তোলপাড়

কারণ কি শুধুই সেক্স চ্যাটিং না তথ্যপাচার

বিশেষ সংবাদদাতা, কলকাতাঃ শুধুমাত্র সেক্স চ্যাটিং এর জন্যই কি কলকাতার বাংলাদেশ মিশনের ফার্স্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ সানিউল কাদেরকে ফিরিয়ে নিলো ঢাকা? এই কূটনীতিক যেমন আলিশা মেহমুদ নামে এক ভারতীয় তরুণীর সঙ্গে সেক্স চ্যাট এবং সেক্স ভিডিও কান্ডে জড়িয়েছিলেন ঠিক তেমনই কলকাতায় বসে তিনি কি বিদেশি কোনো রাষ্ট্রের কাছে তথ্য পাচার করার কাজে নিযুক্ত ছিলেন? ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে খবর, বাংলাদেশি ইন্টেলিজেন্স বিভাগ গত নভেম্বর থেকে সানিউল কাদেরকে মনিটরিং করছিলেন। তাদের মনিটরিংয়েই নাকি সেক্স চ্যাট এবং সেক্স ভিডিও ফাঁস হয়। এরপরই ২৫ জানুয়ারী এই ভিডিও (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

নিউইয়র্কের নতুন কনসাল জেনারেল মনিরুল ইসলাম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল অফিসে নতুন কনসাল জেনারেল হিসেবে যোগদান করেছেন মোহাম্মদ (বাকি অংশ ১২ পাতায়)

তুষার ঝড়ে লন্ডভন্ড লাখো মানুষের জীবন

বাংলা পত্রিকাডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকুলে বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রচন্ড ঝড় ও তুষারপাতে হাজার হাজার বাড়ি-ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা। শনিবার নরইস্টার নামের এ প্রবল তুষারপাত ও ঝড় শুরু হবার আগেই পাঁচটি উপকূলীয় অঙ্গরাজ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যের কিছু এলাকায় আড়াই ফুট পর্যন্ত বরফ জমেছে। শনিবার রাত নাগাদ এ রাজ্যের (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়

ছোট বস্তি থেকে মাইক্রোসফটের বড় কর্মকর্তা শাহিনা!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : নাম তার শাহিনা আত্তারওয়ালা। বড় হয়েছেন বস্তি এলাকায়। এক সময় ঘুমাতে হত রাস্তায়। দু'বেলা ঠিকমতো খাবারও জুটতো না। (বাকি অংশ ২০ পাতায়

আফগানিস্তানে অন্তঃসত্ত্বা সাংবাদিককে আশ্রয় দিলো তালেবান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাস সংক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে নিষেধাজ্ঞার কারণে নিজ দেশ নিউজিল্যান্ডে ঢুকতে পারেননি এক নারী সাংবাদিক। অন্তঃসত্ত্বা হয়ে এই নারী দেশে ফিরতে চাইলেও করোনায় কঠোর নিষেধাজ্ঞার কারণে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। শার্লট বেলিস নামের এই নারী সাংবাদিকের বর্তমানে তালেবান নিয়ন্ত্রণাধীন আফগানিস্তানে আশ্রয় হয়েছে। শনিবার নিউজিল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

করোনার দীর্ঘদিন উপসর্গে ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : করোনাভাইরাসের সংক্রমণে শারীরিক ক্ষতি প্রসঙ্গে নতুন তথ্য সামনে আনলেন বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বলছেন, করোনাভাইরাসের উপসর্গ দীর্ঘদিন রয়েছে, (বাকি অংশ ২০ পাতায়

সেনাবাহিনীতে হিজাব পরতে হবে!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : কুয়েতের যেসব নারীরা দেশটির সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চান, তাদের হিজার পরার পূর্বশর্ত পূরণ (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রে ৪১ লাখ ডলার খরচ করেছে বিএনপি-জামায়াত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:- আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিএনপি-জামায়াত ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আবদুল মোমেন। তিনি বলেন, (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

নিউইয়র্কে ফেডারেল কোর্টের বিচারক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত নুসরাত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : প্রথম বাংলাদেশি-আমেরিকান ও দ্বিতীয় মুসলিম আমেরিকান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের একটি ফেডারেল জেলা আদালতের বিচারক হিসেবে মনোনীত হয়েছেন নুসরাত জাহান চৌধুরী। (বাকি অংশ ২০ পাতায়)

www.banglapatrikausa.com

এনওয়াইপিডি'র দুই অফিসারের মৃত্যুতে

জ্যামাইকা জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কসে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে এনওয়াইপিডি'র দুই অফিসারের দূর্ভাগ্যজনক অকাল মৃত্যুতে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস এবং ব্রঙ্কসে প্রতিবাদ ও স্মরণ সভা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত পৃথক পৃথক পথসভায় মোমবাতি জালিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের হারলেমে গত ২১ জানুয়ারী শুক্রবার একটি পারিবারিক সংহিসতার খবর পেয়ে পুলিশ অফিসার জ্যাসন রিভেরা ও উইলবার্ট মোরাও দায়িত্ব পালনকালে দূর্বৃত্তের গুলিতে নিহত হন। উন্মাদ ক্যারিয়ারের দূর্বৃত্ত ল্যাশওয়ান ম্যাকনেইল-এর গুলিতে রিভেরা ঘটনারদিন মারা গেলেও উইলবার্ট পরবর্তীতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অবশ্য ঘটনার সময় পুলিশের গুলিতে ম্যাকনেইলও মারা যায়। খবর ইউএনএ'র।

গত ২৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার হি-লসাইড এভিনিউস্থ প্রিমিয়াম সুপার মার্কেটের সামনে আয়োজিত প্রতিবাদ ও স্মরণ সভার আয়োজন করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ রাব্বী। এসময় উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট রেজাইল করিম চৌধুরী, কামরুল ইসলাম সানি, সা-ংবাদিক বেলাল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে নিহত দুই পুলিশ কর্মকর্তা স্মরণে গত ২৬ জানুয়ারী বুধবার জ্যাকসন হাইটসে এক শোক সমাবেশের আয়োজন করে। স্থানীয় ডাইভারসিটি প্লাজার আয়োজিত স্মরণ সমাবেশে কুইন্সের উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে কমিউনিটি এ্যাফেয়ার্স বিষয়ক অফিসার ব্রায়ান হনজালো সহ জ্যাকসন হাইটস বাংলাদেশী বিজনেস এসোসিয়েশন-জেবিবিএ'র কর্মকর্তারা উপস্থিত হয়ে নিহতদের প্রতি শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। এছাড়াও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে নিহত দুই পুলিশ অফিসারের প্রতি সম্মান জানানো হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে কুইন্স ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিষ্ট্রিক এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী, জেবিবিএ'র একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ, অপরাংশের সভাপতি হারুন ভূইয়া ও সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, মোহাম্মদ আলম নমি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সমাবেশে স্থানীয় ১১৫ প্রিসিংক্টের কমান্ডিং অফিসার আল তাহেরী নিহত দুই পুলিশ অফিসারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, চলতি মাসে নিউইয়র্ক পুলিশকে চারবার বন্দুক হামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এসব ঘটনায় বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা হতাহত হয়েছেন। সর্বশেষ হারলেমের দুঃখজনক ঘটনায় আমাদের দুইজন পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হলেন। যা আমাদেরকে মর্মাহত করেছে। সব ঘটনার তদন্ত চলছে।

অপরদিকে, ব্রঙ্কসের বাংলাবাজার এলকায় গত ২৬ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় পুলিশ কর্মকর্তা জ্যাসন রিভেরা ও উইলবার্ট মোরা হত্যার প্রতিবাদে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় অন্যান্যের মধ্যে মূলধারার রাজনীতিক মোহাম্মদ এন মজুমদার, উইলিয়াম রিভেরা ও মির্জা মামুন রশিদ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, এমবি হোসেন তুষার, শেখ জামাল হুসেন, মঞ্জুর চৌধুরী জগলুল, এ ইসলাম মামুন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও প্রার্থনা পর্ব পরিচালনা করেন মাওলানা শহিদ উল্লাহ।

বাংলা পত্রিকা ৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // January 31 // 2022

সালেহ চৌধুরী ইন্টার ষ্টেট বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ইন্টার ষ্টেট বিএনপি ইউএসএ এর সভাপতি কাজী আজম ব্যক্তিগত কাজে বাংলাদেশে যাওয়ায় সংগঠনের সিনিয়র সহ সভাপতি সালেহ চৌধুরী ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ইন্টার স্টেট বিএনপির কার্যকরী কমিটির সকল কর্মকর্তার পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীরোত্তম-এর ৮৬তম জন্ম বার্ষিকীতে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়েছে বলে ইন্টারষ্টেট বিএনপি ইউএসএ এর সাধারণ সম্পাদক ফিরোজ আহমেদ জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, গত ১৯ জানুয়ারী ছিলো শহীদ জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী।

মিউজিক মাইন্ড আড্ডা

আশরাফুল হাবিব মিহির: পৃথিবীর বুকে উজান-ভাটার মতোই মানব জীবনে বয়ে চলে হাসি, আনন্দ, বিষাদ। ঠিক এমনই এক পরিক্রমায় নিউইয়র্কের কয়েকজন সঙ্গীতানুরাগী মিউজিশিয়ানের সাক্ষাৎ ঘটে এক সঙ্গীতায়োজনের আড্ডায়। এদের প্রত্যেকেরই কৈশোর, তারুণ্য কেটেছে সাংস্কৃতিক আবহে। জীবনের পরিক্রমায় তারা একেকজন ভিন্ন ভিন্ন বাঁকে ব্যস্ত জীবন কাটাচ্ছেন। এই ভিন্ন বয়েসী সবুজমনা আরমান, জাভেদ, সুমন ও শানু সঙ্গীতকে ঘিরে জমিয়ে আলাপ, আলোচনা ও আড্ডা চালাতে থাকেন.... গড়ে ওঠে সঙ্গীতপিয়াসী সখ্যতা। শুরু হয় পরিকল্পনা, ব্যস্ত হয়ে পড়ে জ্যামিং এ। সঙ্গীতকে ভালোবেসে তৈরী হয় নবীন তরু ভালোবাসার ব্যান্ড, নাম তার 'মিউজিক মাইন্ড'।

কর্মব্যস্ততার চাপে সুমন ব্যান্ড থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলে, দিনের পালাবদলে যুক্ত হয় সুদীপ। লাইন আপে আসে পরিবর্তন, শুরু হলো আবার নতুনভাবে, দলের বেজ গীটারে সুর তুলে আরমান, লিড গীটারে জাভেদ সুরের নান্দনিক মূর্চ্ছনা তোলেন, ১৯৯৫ সালে নতুন কুঁড়ির তবলা প্রতিযোগীতার তৃতীয় স্হান অধিকারী সুদীপের ড্রামের ঝংকার আর হৃদয়ের আনন্দী ভাবনার বহি:প্রকাশ দেখা যায় রিদম গিটারিস্ট শানুর গীটারে। এরা প্রত্যেকেই মিউজিশিয়ানের পাশাপাশি ভোকালিস্টও।

মিউজিক মাইন্ডের প্রতিটি আত্মা যেন সঙ্গীতের সুধা রসে সিক্ত একেকটি পাখী! তারা সঙ্গীত করেন তাদের আত্মার ভালো লাগার জন্য। মিউজিক মাইন্ডের কৈশোর, তারুণ্যের নস্টালজিক ভালোবাসা সঙ্গীতকে হৃদয়ে ধারণ করেই তাঁদের সাঙ্গীতিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরী হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবন, পেশা, সংসারের দায়দায়িত্ব, সামাজিকতা মিটিয়ে নানান প্রতিকূলতার মাঝেও জ্যামিং এ সময় দেন। ব্যস্ত জীবনের বাস্তবতার কারণে তারিখ মেলানো দায় হয়ে উঠলেও প্রত্যেকটি সঙ্গীতপিয়াসী সদস্য মিউজিক মাইন্ডকে সঞ্জীবিত করে রাখতে মিলিত হন প্রতি সপ্তাহের জ্যামিং সেশনে।

নিউইর্য়কে অনেক প্রোগ্রামে অংশগ্রহনের পাশাপাশি টিভি অনুষ্ঠানের রেকডিং ও বর্তমানে ব্যস্ত সময় পার করছে এই ব্যান্ডটি। প্রবাসের সকলের কাছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশের ব্যান্ডের স্বর্ণালী যুগের গানগুলোর কভার করার পাশাপাশি, ইংরেজী গান গুলোও কভার করছেন চমৎকারভাবে।

মিউজিক মাইন্ড বর্তমানে বিভিন্ন ব্যান্ডের শ্রুতিমধুর গানগুলোর কভার করলেও ভবিষ্যতে তাঁদের নিজস্ব গান পরিবেশন করার আশা নিয়ে স্বপ্নের শ্বেতশুভ্র ডানা মেলে উড়ে চলেছেন নীল আকাশে। অচিরেই শুনতে পাওয়া যাবে তাদের নিজস্ব গান, সেই সময়ের অপেক্ষায় সবাই।

ব্যান্ডের বর্তমান লাইন-আপ:
জাবেদ- লীড গীটার ও ভোকাল,
আরমান- বেজ গীটার ও ভোকাল,
সুদীপ- ড্রামার ও ভোকাল,
সানু- রিদম গীটার ও ভোকাল

ব্রঙ্কসে পিআইসি'র প্রতি শুক্রবার ১৫০০ লোকের খাদ্য বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

মসজিদের সামনে থেকে বিশাল লাইন এঁকে বেঁকে অনেকদূর চলে গেছে। সকল ধর্ম বর্নের কয়েকশো লোক লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। জুমার নামাজ শেষ হবার পর শুররু হবে খাদ্য বিতরণ। এজন্য লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় তাঁরা।

কথা হলো বাংলাদেশী মহিলা সাবিকুন্নাহারের সাথে। তিনি জানান গত ৬মাস মাস ধরে তিনি প্রতি শুক্রবার এখান থেকে ফলমুল, শাকশক্তি সহ নানা রকমের খাদ্য সামগ্রী নিচ্ছেন। এখানে যা পাওয়া যায় তাহলে হলো আপেল, কমলা, ক্যান্টালগ, আনারস সহ নানা রকমের ফলমুল। এছাড়াও আছে শাকসব্জির মাধে ফুল কপি, বাঁধা কপি, ব্রুকলি, আলু, টমেটো, শসা ইত্যাদি। তিনি জানান, শুক্রবার এখান থেকে যা খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করেন তা তাদের পরিবারের সারা সপ্তাহ চলে যায়।

কথা হলো কয়েকটি কৃষ্ণাঙ্গ এবং স্প্যানিশ পরিবারের সাথে। তারা প্রতি শুক্রবার এখান থেকে নিয়মিত খাবার সংগ্রহ করেন। তারা বলেন, এই মসজিদের কর্মকর্তাদেও প্রতি তারা বিশেষভাবেভাবে কৃতজ্ঞ। অন্য দেশী এবং অন্য ধর্মের সদস্য হওয়ার পরও তাদের এখান থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করতে তাদের কোন সমস্যা হচ্ছেনা। তাদের অনেক আত্মীয়স্বজন এখান থেকে প্রতি শুক্রবার নিয়মিত এসে নানা রকম ফলমুল খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করেন।

এই মসজিদের নিয়মিত মুসুল্লি, বিশিস্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী সালেহ উদ্দীন বলেন, এরা যা করছেন এক কথায় বলা যায় তা অনন্য। ধর্ম-বর্ণের কোন ভেদাভেদ না করেই প্রতি সপ্তাহে সবার মাঝে গত কয়েক মাস ধরে নিয়মিত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে যাচ্ছেন যার কোন তুলনা নেই। আমাদের কমিউনিটির অন্যান্য মসজিদেও যদি এধরনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো তাহলে সাধারণ মানুষ যেমন একদিকে উপকৃত হতো, তেমনি অন্যান্য কমিউনিটির কাছেও আমাদের ভাবমূর্তি উজ্জল হতো।

কথা হয় মসজিদের সভাপতি রাশেদ আহমেদের সাথে। তিনি জানান, গত ৬মাস ধরে তারা নিয়মিত এই ত্রাণ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতি সপ্তাহে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার পাউন্ড খাবার প্রায় ১৫০০ লোকের কাছে পৌছে দিচ্ছেন নিয়মিত। শুধু বাংলাদেশী বা মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন নয় এদের মাঝে রয়েছেন ৫০% নন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজন।

তিনি আরো জানান, নিউইয়র্ক সিটির সহযোগীতায় মুসলিম উম্মাহ (মুনা)-এর উদ্যোগে কুইন্স, ব্রঙ্কস এবং ব্রুকলীনের ১৪ টি স্পটে এই ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে গত ৬ মাস ধরে। নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এবং ব্রঙ্কস বরো প্রেসিডেন্ট তাদের এই কার্যক্রমের কথা অবগত। তারা এই কার্যক্রম সরেজমিনে দেখার জন্য এখানে আসবেন বলেও জানা গেছে।

রাশেদ আহমেদ বলেন, তারা সম্পতি আরো একটি নতুন কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। এতে ১০০ পরিবারের কাছে নিয়মিত শাকসব্জির সাথে চিকেন সরবরাহ করা হবে।

হাজী ওবায়দুল হকের ইন্তেকাল

(শেষের পাতার পর)

সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি হাজী ওবায়দুল হক ইন্তেকাল করেছেন। গত ২৫ জানুয়ারী মঙ্গলবার দিবাগত রাতে (বংলাদেশ সময় ৩:৩০ মিনিট) ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহ ওয়াইন্না ইলাইহি রাজেউন। জানা যায়, তিনি দীর্গদিন ধরে বাংলাদেশে নিজ বাড়ীতে বসবাস করছিলেন। তিনি ব্রুকলীনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এলাকার প্রগতি গ্রেসারীর কর্ণধার ছিলেন। জীবদ্দশায় তিনি ৩ বার পবিত্র ওমরা হজ্জ এবং ২ বার বড় হজ্জপালন করেন। তিনি চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশী ব্যবসায়ী এসোসিয়েশন (সিএমবিবিএ) এরও সভাপতি ছিলেন।

হাজী ওবাইদুল হকের ইন্তেকালে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি'র সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু সহ কমউনটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেছেন।

সাবেক মেয়র আবুল কালাম আজাদের মরদেহ সীতাকুন্ডে দাফন হবে

(শেষের পাতার পর)

সীতাকুন্ড সিটির সাবেক মেয়র আবুল কালাম আজাদ আর নেই। তিনি গত ২৮ জানুয়ারী শুক্রবার সকাল সোয়া ৯টার দিকে নিউইয়র্ক রাজ্যের বাফেলোতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। মৃত্যুকালে তিনি এক ছেলে ও মেয়ে এবং এক কন্যা ও জামাতা সহ বহু আত্নীয়-স্বজন ও গ্রণগ্রাহী রেখে যান। তার একমাত্র পুত্র বাংলাদেশ আর কন্যা নিউইয়র্কে বসবাস করেন। জানা গেছে, আবুল কালাম আজাদ দীর্ঘদিন বাফেলোতে একমাত্র কন্যার বাসায় অবস্থান করে ক্যান্সারের চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। পারিবারিক সিদ্ধান্তে মরহুমের মরদেহ নিজ এলাকায় দাফনের সিদ্ধান্ত হয়েছে এবং তা দেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। মরহুমের একমাত্র পুত্র চট্টগ্রামে বাস করছেন। উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর তার ক্যান্সার ধরা পড়ে। ফলে চিকিৎসার জন্য তিনি আর বাংলাদেশে ফিরতে পারেননি। সেই থেকে তিনি কন্যার বাসায় অবস্থান করেন। বীর মুক্তিযোদ্ধার বিদেহী আত্নার মাগফেরাত কামনায় তার কন্যা জামাতা আরিফুল ইসলাম পরিবারের পক্ষ থেকে সবার দোয়া চেয়েছেন। এদিকে মরহুম আবুল কালাম আজাদের নামাজে জানাজা রোববার (৩০ জানুয়ারী) বাদ আসর ব্রুকলীনস্থ বাংলাদেশ মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। অপরদিকে মরহুম আবুল কালাম আজাদের মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর ব্যাপারে সমন্বয় করছেন স্বাধীনতার সূবর্ণজয়ন্তী উদযাপন কমিটি, যুক্তরাষ্ট্রে-এর সদস্য সচিব মিজানুর রহমান ভূইয়া (মিল্টন ভূইয়া) ও যুক্তরাষ্ট্র জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী। পারিবারিক খরচেই তার মরদেহ রবিবার অথবা সোমবার দেশে পাঠানো হবে এবং সীতাকুন্ডে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

মানবপাচার রোধে ব্যবস্থা নিন সাত বাংলাদেশীর মৃত্যু

কিছুটা উন্নত জীবনের প্রত্যাশায় প্রতিবছর শত শত তরুণ অবৈধ পথে বিদেশে পাড়ি জমান। তাঁদের কেউ কেউ প্রচ- দুর্ভোগ মোকাবেলা করে শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে পৌঁছাতে পারলেও অনেকেই তা পারেন না। অনেককেই অত্যন্ত করুণ পরিণতির মুখোমুখি হতে হয়। সম্প্রতি এমনই করুণ পরিণতির শিকার হয়েছেন কিছু বাংলাদেশী।

ইতালীতে থাকা বাংলাদেশ দূতাবাস শুক্রবার জানিয়েছে, ২৫ জানুয়ারী তাঁরা জানতে পারেন নৌকায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে ইতালী যাওয়ার সময় সাত বাংলাদেশীর মৃত্যু হয়েছে। দীর্ঘ সময় তীব্র শীতের মধ্যে থাকার ফলে 'হাইপোথার্মিয়া' হয়ে তাঁরা মারা যান। যে নৌকাটিতে তাঁদের মৃত্যু হয় তাতে মোট ২৮৭ জন যাত্রী ছিলেন, যার মধ্যে ২৭৩ জনই ছিলেন বাংলাদেশী।

বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ থেকে মানবপাচার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়ে গেছে। এর আগেও ভূমধ্যসাগরে ঘটে যাওয়া বেশ কিছু দুর্ঘটনায় মৃত কিংবা উদ্ধার পাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অনেক বাংলাদেশির উপস্থিতি ছিল। ইউএনএইচসিআরের প্রতিবেদনেও দেখা যায়, পাচারের উৎস দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ রয়েছে শীর্ষস্থানে। অনেক বাংলাদেশিকে লিবিয়া বা অন্য কোনো দেশে নিয়ে জিম্মি করে অর্থ আদায় করার অনেক ঘটনাও খবরের কাগজে এসেছে। তার পরও এত বাংলাদেশী কেন এমন বিপজ্জনক পথে পা বাড়াচ্ছেন? সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, আন্তর্জাতিক মানবপাচারকারী চক্রগুলো বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে তাদের নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে। তারা লোভ-নীয় চাকরি বা উন্নত জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে তরুণদের প্রলুব্ধ করে এবং বিদেশে পাঠানোর নামে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেয়। জানা যায়, সাম্প্রতিক সময়ে নারীপাচারের ঘটনাও অনেক বেড়েছে। এরা ভালো চাকরির প্রলোভন দিয়ে নারীদের বিদেশে নিয়ে যৌনদাসী হিসেবে বিক্রি করে দেয়।

সাধারণত শীতের সময় ভূমধ্যসাগর দিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে পাঠানোর প্রক্রিয়াটি খুব কম থাকে। এ বছর তার ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। শুধু সমুদ্রে নয়, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সীমান্তে জঙ্গল বা জনমানবহীন এলাকায় তুলে দেওয়ার পরও অনেকে প্রচ- শীতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের তরুণরা এসব বিষয়ে অসচেতন বলেই পাচারকারীদের ফাঁদে বেশি করে পা দিচ্ছেন। ভূমধ্যসাগরের সাম্প্রতিক সময়ের ঘটনাটি তারই প্রমাণ। শুধু ইউরোপ নয়, সাম্প্রতিক সময়ে নৌকায় করে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া উপকূলে যাওয়ার ঘটনাও বেড়েছে। বেড়েছে ভারতে নারী ও শিশুপাচারের ঘটনা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, পাচার রোধে এখনই কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশ মানবপাচারের বড় উৎস হয়ে উঠুক এটা আমাদের কাম্য নয়, কিন্তু বাস্তবতা সেদিকেই যাচ্ছে। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা পাচারকারীদের সব নেটওয়ার্ক ভেঙে দিতে হবে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীগুলোর তৎপরতা আরো বাড়াতে হবে। আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ২০১২ সালে প্রণীত আইনে মানবপাচারের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদ- থাকলেও এই আইনে শাস্তির দৃষ্টান্ত খুবই কম। এ ক্ষেত্রে দ্রুত বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। একই সঙ্গে তরুণদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে এবং বৈধপথে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ সম্প্রসারিত করতে হবে।

ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে স্নায়ুযুদ্ধের প্রত্যাবর্তন?

মেহেদী হাসান

রুশ ফেডারশনের প্রথম প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন ১৯৯৩ সালে এক সম্মেলনে বলেছিলেন, বিদেশি সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কাছে র‍্যাশিয়া প্রত্যাশা করে, তারা যেন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর ওপর রাশিয়ার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ এবং তাদের নিরাপত্তার কর্ণধার হিসাবে মেনে নেয়। ইয়েলৎসিনের এ উক্তি থেকেই স্পষ্ট যে, রাশিয়া নিজেকে সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলোর অভিভাবক হিসাবে দেখতে চায়। সহজভাবে বললে, পূর্ব ইউরোপ, মধ্য ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলোকে রাশিয়া তার প্রভাব বলয়ে রাখতে চায়। বর্তমান রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এই রুশ নীতি বাস্তবায়ন করে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং রুশ সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছেন।

রাশিয়ার এই 'রুশিফাইড' নীতির আওতায় আমরা ২০০৮ সালে জর্জিয়ায় রুশ সামরিক হস্তক্ষেপ প্রত্যক্ষ করেছি, ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলে নেওয়ার সাক্ষী হয়েছি। রাশিয়ার বর্তমান লক্ষ্য ইউক্রেন, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের 'রুটির ঝুড়ি' নামে পরিচিত ছিল। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে ইউক্রেন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি আগে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১৭ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ইউক্রেন স্বল্পকালের জন্য স্বাধীন ছিল। ১৯২০ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ইউক্রেন সম্পূর্ণভাবে মস্কোর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া ও ইউক্রেন দুটিই স্লাভিক দেশ, যাদের রয়েছে যৌথ জাতীয় ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন। পাশাপাশি দুটি দেশই অর্থোডক্স সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবুও এ দুই স্লাভিক 'ব্রাদার' আজ পরস্পরের মুখোমুখি। ইউক্রেন সীমান্তে রাশিয়া মোতায়েন করেছে লাখ লাখ সৈন্য, ট্যাংক, আর্টিলারি। রাশিয়ার জেনারেলরা প্রস্তুত মেষশাবকতুল্য ইউক্রেনের ওপর ব্যাঘ্রতুল্য রুশ সমরযন্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে। শুধু ক্রেমলিন থেকে একটি আদেশের অপেক্ষা, সে আদেশটি দেবেন পুতিন, যিনি রাশিয়ার জনগণকে অতীত গৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেন আক্রমণের আদেশ আদৌ দেবেন কি না? আর রাশিয়ার এই সামরিক অভিযানের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যটাই বা কী? এ প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে ১৯৯৭ সালে। সে বছর প্যারিসে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ইয়েলৎসিন। এ চুক্তিতে

রাশিয়ার নিরাপত্তা ইস্যু এবং ইউক্রেনীয়দের জাতীয় মর্যাদা এক্ষেত্রে গভীরভাবে জড়িত। যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে যত জড়িত হবে, রাশিয়া তত আগ্রাসী হতে বাধ্য হবে। রাশিয়া যে কোনো মূল্যে তার সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। অতীতে ন্যাটোতে যোগ দিতে চাওয়ায় রাশিয়া জর্জিয়ার দুটি অঞ্চল আবখাজিয়া ও দক্ষিণ ওশেতিয়া দখল করে নিয়েছিল।

রাশিয়াকে ন্যাটোর অ্যাসোসিয়েটেড পার্টনারের মর্যাদার পাশাপাশি পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বন্ধের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ন্যাটোর পূর্বমুখী সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকরা ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে ন্যাটোভুক্ত করতে দুই দশক ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইউক্রেনকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ন্যাটো দেশটির সঙ্গে ২০০৮ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে; কিন্তু ২০০৯ সালে রুশপন্থি ভিক্টর ইয়ানোকোভিচ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তা বিলম্বিত হয়ে যায়। ২০১৪ সালে 'ময়দান বিপ্লবে' ইয়ানোকোভিচ ক্ষমতা হারান এবং কট্টর জাতীয়তাবাদী ও পশ্চিমাপন্থি পেত্র পোরোশেনকো ক্ষমতায় আসেন, যিনি পুনরায় ইউক্রেনকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর সদস্যভুক্ত করার উদ্যোগ নেন, যা বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনেস্কি অব্যাহত রেখেছেন। এটি রাশিয়ার জন্য সুখকর নয়। কারণ কনটেনমেন্ট থিওরির আওতায় রাশিয়াকে ঘিরে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছে ন্যাটো। ইউক্রেন যদি ন্যাটোতে যোগ দেয় সেক্ষেত্রে রুশ সীমান্তে উপস্থিত থাকবে মার্কিন সেনাবাহিনী এবং মার্কিন হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র, যা মস্কোতে আঘাত হানতে পারবে মাত্র চার মিনিটে! আর সেটা ক্রেমলিনে বসে নিশ্চয়ই মেনে নেবেন না পুতিন। তাই ইউক্রেন সীমান্তে পুতিনের এই সমরসজ্জা।

রাশিয়ার নিরাপত্তা ইস্যু এবং ইউক্রেনীয়দের জাতীয় মর্যাদা এক্ষেত্রে গভীরভাবে জড়িত। যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে যত জড়িত হবে, রাশিয়া তত আগ্রাসী হতে বাধ্য হবে। রাশিয়া যে কোনো মূল্যে তার সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। অতীতে ন্যাটোতে যোগ দিতে চাওয়ায় রাশিয়া জর্জিয়ার দুটি অঞ্চল আবখাজিয়া ও দক্ষিণ ওশেতিয়া দখল করে নিয়েছিল। পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার ঐতিহাসিক স্বার্থ রয়েছে। ন্যাটোর যে কোনো ধরনের আগ্রাসন রুশ সেনাবাহিনীকে উৎসাহিত করবে এসব অঞ্চল রুশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে। উল্লেখ্য, মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন তার বিখ্যাত 'ক্ল্যাশ অব সিভিলাইজেশন্স' বইয়ে ইউক্রেনকে একটি ছিন্ন রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং ইউক্রেনের বিভাজনের প্রবল সম্ভাবনার কথা বলেছেন, যা শুরু হবে ক্রিমিয়া দিয়ে। বস্তুত এটি ইতোমধ্যেই ঘটে গেছে!

তবে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়া এখন কোনো ধরনের আগ্রাসনে যাবে না, বরং সামরিক উপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে চাপ সৃষ্টি করে পশ্চিমাদের কাছ থেকে কিছু দাবি আদায় করে নেওয়ার চেষ্টা করবে। যেমন, পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণ রোধ করা, ইউক্রেনকে ন্যাটোভুক্ত না করা, পোল্যান্ড থেকে মিসাইল সিস্টেম সরিয়ে নেওয়া প্রভৃতি। তবে এই দাবিগুলো যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ন্যাটো সহজে মানবে না।

রাশিয়ার পক্ষে এ মুহূর্তে পূর্ণ আক্রমণে না যেতে পারার সবচেয়ে বড় কারণ হলো 'রক্তশূন্য' রুশ অর্থনীতি, যা ইতোমধ্যেই মার্কিন অবরোধে জর্জরিত। রাশিয়া সামরিক দিক থেকে পরাশক্তি হলেও অর্থনীতির দিক থেকে নয়। আর মার্কিন ও ইউরোপীয় নেতারা রাশিয়াকে ইউক্রেনের ওপর চালানো যে কোনো আগ্রাসনের জন্য কঠোর মূল্য দিতে হতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যার অর্থ হলো আরও কঠোর অর্থনৈতিক অবরোধ। প্রয়োজনে তারা রাশিয়াকে আন্তর্জাতিক অর্থঋণ পরিষদ ব্যবস্থা 'সুইফট' থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার **(বাকি অংশ ৫ পাতায়)**

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাধলে খাদ্যসংকটে পড়বে মধ্যপ্রাচ্য

নিকোলাই মিকোভিচ

ইউক্রেন সীমান্তে ক্রেমলিনের সমরসজ্জার প্রতিক্রিয়ায় ন্যাটোও বড় ধরনের সমর প্রস্তুতি নিয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে যদি নতুন একটা যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে কি খাদ্যঘাটতি দেখা দেবে? রাশিয়া ও ইউক্রেন বিশ্বের বড় দুটি শস্য রপ্তানিকারক দেশ। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, দেশ দুটি যে পরিমাণ গম রপ্তানি করে, তা বিশ্বের মোট উৎপাদিত গমের (২০৬ দশমিক ৯ মিলিয়ন মেগা টন) চার ভাগের একভাগ।

ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে যদি সত্যি সত্যি সংঘাত শুরু হয় এবং তাতে করে যদি বৈশ্বিক খাদ্য সরবরাহব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে বড় দুই গম আমদানিকারক দেশ তুরস্ক ও মিসরকে বড় ধরনের খাদ্যসংকটে পড়তে হবে।

২০১৪ সালের পর থেকে পূর্ব ইউরোপে স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করেছে। এরপরও ২০২১ সালে বিশ্বের খাদ্যপণ্যের দাম আগের বছরের চেয়ে ৩০ শতাংশ বেড়েছে। গত বছরের গ্রীষ্মে চাষ করা বেশির ভাগ খাদ্যশস্য এরই মধ্যে রপ্তানি করে ফেলেছে ইউক্রেন। রাশিয়ার আগ্রাসন শুরু হলে এ বছর চাষাবাদ মারাত্মক ক্ষতিগ্র¯Í হবে। জ্বালানিমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বাণিজ্য বিধিনিষেধের কারণে দেশ দুটির কৃষকেরা সারসংকটে পড়ায় এখনই বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন।

সামরিক আগ্রাসনের কারণে যদি যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় মিত্ররা রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়, তাহলে রাশিয়া থেকে পশ্চিম এশিয়ায় খাদ্য সরবরাহ সীমিত হয়ে আসবে। তখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোয় ইউক্রেনের গমের চাহিদা বাড়বে। ইউক্রেনের খাদ্যশস্যের বাজার সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রসারিত হয়েছে। খাদ্যশস্য উৎপাদনে ইউক্রেনের এ সক্ষমতা অবশ্য নতুন নয়। সোভিয়েত জমানায় অভ্যন্তরীণ শস্যের বড় সরবরাহকারী ছিল ইউক্রেন। এখন ব্ল্যাক সি অঞ্চলে আরেকটি যুদ্ধ বাধলে ইউক্রেনের শস্য উৎপাদনসক্ষমতাতেই শুধু প্রভাব ফেলবে না, তাদের গম ও খাদ্যশস্য সরবরাহের সামর্থ্যও কমবে। লেবানন, মিসর, ইয়েমেন, ইসরায়েল ও ওমান–যারা ইউক্রেনের খাদ্যশস্যের প্রধান ক্রেতা, তাদের ওপর এ ঘটনায় বড় প্রভাব পড়বে। লেবানন ও ইয়েমেন ইতিমধ্যে খাদ্যনিরাপত্তার ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। খাদ্য সরবরাহব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হলে দেশ দুটিতে বড় মানবিক বিপর্যয় হতে বাধ্য।

আরব উপসাগরীয় দেশগুলোতেও এর প্রভাব পড়বে। ২০২০ সালে ইউক্রেন থেকে মুরগি আমদানি করা দেশগুলোর শীর্ষ ১১টির মধ্যে ৫টিই ছিল মধ্যপ্রাচ্যের। ইউক্রেনের মুরগির মাংসনির্ভর খাদ্যপণ্যের প্রধান ক্রেতা কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব।

এর আগে, ২০১০ সালে খরার কারণে রাশিয়ায় গম উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল। মস্কো সে সময় অভ্যন্তরীণ খাদ্যনিরাপত্তার জন্য গম রপ্তানিতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। কিন্তু সেই খাদ্যসংকটের একটা অপরোক্ষ ফলাফল হচ্ছে আরব বসন্ত। বিশ্বে তখন গমের দাম বেড়েছিল। রাশিয়ার খাদ্যশস্যের বড় ক্রেতা ছিল মিসর। দেশটিতে রুটির দাম যাতে না বাড়ানো হয়, সেই দাবিতে মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন। মিসর, **(বাকি অংশ ৯ পাতায়)**

নামাজের সময়-সূচী

জানু/ফেব্রুয়ারি	৩১	১	২	৩	৪	৫	৬
ফজর	৫.৪৭	৫.৪৫	৫.৪৪	৫.৪৩	৫.৪২	৫.৪১	৫.৪০
সূর্যোদয়	৭.০৫	৭.০৪	৭.০২	৭.০১	৭.০০	৬.৫৯	৬.৫৮
জোহর	১২.০৯	১২.০৯	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০
আসর	৩.৩২	৩.৩২	৩.৩৫	৩.৩৭	৩.৩৮	৩.৩৯	৩.৪০
মাগরিব	৫.১৪	৫.১৫	৫.১৭	৫.১৯	৫.২০	৫.২১	৫.২২
এশা	৬.৩১	৬.৩২	৬.৩৪	৬.৩৫	৬.৩৬	৬.৩৭	৬.৩৮

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবতে হবে

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবতে হবে। এমন একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় সামনে চলে এসেছে শাবিপ্রবির ঘটনার সুবাদে। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ঘটনা পরম্পরা এখন উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশনে ঠেকেছে। অনশন এখন ভেঙেছে। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে, সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না; একটি জনবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম এখন শিক্ষার্থী বনাম উপাচার্য সংকটে অবরুদ্ধ।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবতে হবে। এমন একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় সামনে চলে এসেছে শাবিপ্রবির ঘটনার সুবাদে। ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ঘটনা পরম্পরা এখন উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আমরণ অনশনে ঠেকেছে। অনশন এখন ভেঙেছে। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে, সমস্যার সুরাহা হচ্ছে না; একটি জনবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম এখন শিক্ষার্থী বনাম উপাচার্য সংকটে অবরুদ্ধ।

সময়ের দাবি, উচ্চশিক্ষা মুক্তি চায়। শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলন এখন তো মনে হয়, বেশ যৌক্তিক। কারণ প্রাথমিক থেকে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত এদেশে এখন শিক্ষার সংখ্যা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাপ্তি নজরকাড়া; কিন্তু একই সমান্তরালে গুণবোধক গভীরতা উধাও।

যা হোক, এ মুহূর্তের কথা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে; বৃক্ষের একটি শাখা, গোটা বৃক্ষের বিবেচনা আপাতত থাক। শাবিপ্রবি বিশ্ববিদ্যালয়-ভাবনা উসকে দিয়েছে ঠিকই, তবে এটাই তো প্রথম ঘটনা নয়। এর আগেও অন্তত অর্ধডজন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য বনাম শিক্ষার্থী সংকট ক্যাম্পাসকে উত্তাল-অস্থির করেছে।

সংকট সামাল দিতে সরকারি পদক্ষেপ আশাজাগানিয়া নয়। ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে মাত্র; মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে শাবিপ্রবির ঘটনা ধারাবাহিকতায় সংযোজন, ভবিষ্যতের অশনিসংকেত রয়ে গেল। অবশ্য শাবিপ্রবির সংকটের দ্রুত ও সম্মানজনক সমাধান সরকার দিতে পারলে তা হবে আশাপ্রদ। স্মর্তব্য, তপ্ত ক্যাম্পাস কোনো সরকারের ভাবমূর্তির জন্য ইতিবাচক নয়; তপ্ত ক্যাম্পাস সরকার ও দেশের জন্য ভাবনা-মূর্তি।

জনবিশ্ববিদ্যালয়গুলোর এখন মূল সমস্যা উপাচার্য (ক'জন ব্যতিক্রম ছাড়া)। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী-প্রতিষ্ঠান প্রধান। বলা বাহুল্য, প্রতিষ্ঠান-প্রধানের যোগ্যতা ও দক্ষতা এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির ওপর প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নির্ভর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী যদি নানাভাবে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েও শুধু রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতায় দলান্ধ হয়ে ক্ষমতাসীন হন, তাহলে ক্ষমতাসীন দল আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুললেও বিশ্ববিদ্যালয় নামের প্রতিষ্ঠানটি অধঃপাতে যায়।

> **সংকট সামাল দিতে সরকারি পদক্ষেপ আশাজাগানিয়া নয়। ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে মাত্র; মূল সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে শাবিপ্রবির ঘটনা ধারাবাহিকতায় সংযোজন, ভবিষ্যতের অশনিসংকেত রয়ে গেল। অবশ্য শাবিপ্রবির সংকটের দ্রুত ও সম্মানজনক সমাধান সরকার দিতে পারলে তা হবে আশাপ্রদ। স্মর্তব্য, তপ্ত ক্যাম্পাস কোনো সরকারের ভাবমূর্তির জন্য ইতিবাচক।**

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাম্প্রতিক ভাবমূর্তি তা-ই বলে। এ কারণে রবীন্দ্রনাথ ১৯২১ সালে স্যার প্যাট্রিক গেডেসকে চিঠি লিখে বলেছিলেন, 'কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমার বিশ্বাস নেই; বিশ্বাস আছে সে মানুষগুলোর ওপর যাদের আছে সঠিক চিন্তা, মহান অনুভব আর সঠিক কর্ম।'

অনেকটা যেন অজান্তেই রবীন্দ্রনাথ নেতৃত্বের ভালো সংজ্ঞা দিয়েছেন। নেতৃত্ব শুধু দেশ-জনগণের জন্য নয়, প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকার। এমন গুণসম্পন্ন উপাচার্য দায়িত্ব পালন করেন, ক্ষমতা ভোগ করেন না। বিবেকসম্পন্ন মানুষের অভিধানে ক্ষমতা বলে কিছু নেই, আছে দায়িত্ব।

উপাচার্য নিয়োগ-পদ্ধতির রাজনীতিকরণ মূল সমস্যা। ১৯৭২-এর ডিসেম্বর মাসে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এই খাতে [শিক্ষা] রাজনীতি না হওয়াই ভালো।' এখন রাজনীতি, নোংরা রাজনীতি হয়। বঙ্গবন্ধু আরও বলেছিলেন, 'যারা যোগ্য ও সৎ তাদের অধ্যক্ষ, উপাচার্য করেছি।' এখন কাদের এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে? সবার জানা, প্রথম শিক্ষা কমিশনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জননন্দিত এবং বিশ্বস্বীকৃত বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-ই-খুদা। আমার বিবেচনায় একমাত্র শিক্ষানীতি তার হাত থেকেই পেয়েছিলাম; পরের শিক্ষা কমিশনগুলো লোক দেখানো সময় ও অর্থের অপচয় মাত্র। ড. খুদা পাকিস্তানে চাকরি করতেন। তিনি বাংলাদেশে ফিরেই বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে শিক্ষা কমিশনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু জহুরি, জহর চিনতেন। তিনি জানতেন কাকে কোন দায়িত্ব দিতে হবে। আর জানা কথা, বঙ্গবন্ধু ভালো মানুষ সন্ধান করতেন।

সিলেটের সুরমা আর ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদী দুটিতে ১৩ জানুয়ারির পর থেকে অনেক জল গড়ালো, কিন্তু শাবিপ্রবির সংকট কাটল না। ২৬ জানুয়ারি দুটি খবর পেয়ে একাধারে শঙ্কিত ও উল্লসিত হলাম। পত্রিকা থেকে জানলাম, সরকার 'হার্ডলাইনে'। সরকার বেলাইনে আছে, ঠিক লাইনে আসতে হবে; 'হার্ডলাইনে' পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে তাৎক্ষণিকভাবে, কিন্তু স্থায়ী কোনো সমাধান হবে না। একটি বাংলা দৈনিকে কর্মরত একজন স্নেহভাজন সাংবাদিক জানাল, আজ সকালে ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালের অনুরোধে শিক্ষার্থীদের অনশনের ইতি হয়েছে, তবে আন্দোলন চলমান থাকবে। অর্থাৎ ড. জাফর ইকবাল শিক্ষার্থীর কাছে গ্রহণযোগ্য, তার কথা শিক্ষার্থীরা শোনে; উপাচার্যের কথা শোনে না। উপরন্তু ড. জাফর ইকবাল যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন কেমন লোক উপাচার্য হওয়া উচিত। সরকার কী দেখল?

উপাচার্য নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিরাজনীতিকরণ কাম্য। ভারতের মতো একটি সন্ধান কমিটি (সার্চ কমিটি) যোগ্য উপাচার্য ঠিক করবে; সরকারি প্রক্রিয়ায় তার নিয়োগ হবে। সন্ধান কমিটি পাঁচ বছরের জন্য হবে। আপাতত সদস্য হওয়ার মতো গুণী মানুষ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, ড. আকবর আলি খান, ড. এটিএম শামসুল হুদা, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল। সাচিবিক সহায়তার দায়িত্বে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। সদস্য সচিব হবেন বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সচিব। কমিটি কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অনধিক তিনজনের তালিকা করবে, যা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হবে। এক মাস পর কমিটি তালিকা চূড়ান্ত করে সরকারকে দেবে; সরকার একজনকে নিয়োগ দেবে।

বর্তমান প্রক্রিয়ায় সরকার উপাচার্যের নির্বাচন ও নিয়োগ দুটিই করে, যা বাস্তবে প্রশ্নবিদ্ধ। প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে কমিটি উপাচার্য নির্বাচন করবে, সরকার নিয়োগ দেবে। উপাচার্যের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। আর তা করতে গিয়ে '৭৩-এর অধ্যাদেশে (যার অধীনে এখন চারটি বিশ্ববিদ্যালয়) কিছু সংশোধন করতে হবে। প্রথমত, এ অধ্যাদেশ সব জনবিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয়ত, সব জনবিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে সন্ধান কমিটির সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে; প্যানেল পদ্ধতি বিলুপ্ত হবে। তৃতীয়ত, সব জনবিশ্ববিদ্যালয়ের নৈমিত্তিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা থাকবে, এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করেই। স্মর্তব্য, প্রশাসনিক সব কাজের জন্য স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা গণতান্ত্রিক। চতুর্থত, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের নির্বাচনের সংখ্যা কমাতে হবে; শিক্ষার্থীদের কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচন নিয়মিত করা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

উল্লেখ্য, ড. কামাল হোসেনের ভাষ্য অনুযায়ী, বঙ্গবন্ধু শিক্ষকদের নির্বাচনের সংখ্যা কমাতে চেয়েছিলেন, সময় পাননি। এখন সোৎসাহে নিয়মিত শিক্ষকদের নির্বাচন হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর কেন্দ্রীয় সংসদের নির্বাচন উধাও, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। এ কারণে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অগণতান্ত্রিক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও এমন ভাবনা কাম্য; শিক্ষা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এগুলো রাষ্ট্রের ভেতর রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিমান হতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ভাবতে হবে; কারণ সুশাসনের অভাবে, অযোগ্য নির্বাহী প্রধানের অবিমৃষ্যকারিতায় এ খাতে এখন মাৎস্যন্যায় বিরাজমান, যার অবসান কাম্য। সুশিক্ষার সুবাতাস আমাদের কাম্য। সুবর্ণজয়ন্তীর এ সময়ে শিক্ষা বিবর্ণ হোক, তা আমরা চাই না।

পুনশ্চ : লেখাটি যখন শেষ করছি, তখন একটি বাংলা দৈনিকে খবর দেওয়া হলো যে, শাবিপ্রবিতে উপাচার্য পরিবর্তনের কথা ভাবছে সরকার। শেষমেশ তা হলে সরকারকে আগাম অভিনন্দন।

লেখক: বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস (বিইউপি)

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কমিউনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

Emirates QATAR AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

website: www.digitaltraveltour.com

We are on Facebook

ইভিএমে ভোট! ঘুঘুদের ফাঁদের চেয়েও ভয়ঙ্কর!

গোলাম মাওলা রনি

বাংলাদেশের ভোট-ব্যবস্থায় যখন ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন অর্থাৎ ইভিএম সংযুক্ত করার কথাবার্তা হচ্ছিল তখন অনেক ইতিবাচক চিন্তাচেতনার মানুষ এতে সায় দিয়েছিলেন। নির্বাচনে সহিংসতা-বালট বাক্স ছিনতাই, জাল ভোট এবং ফলাফল জালিয়াতি নিয়ে যারা আতঙ্কিত ছিলেন তাদের অনেকেই জানতেন না যে, ইভিএমের মাধ্যমে ভোটের ফলাফলে কর্তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কিন্তু গত কয়েক বছর বাংলাদেশের ভোট-ব্যবস্থায় ইভিএমের ব্যবহার, নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং ক্ষমতাধর রাজ-নীতিবিদদের ক্ষমতায় থাকার অভিলাষের রসায়ন এত শক্তিমত্তা নিয়ে নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর আঘাত হেনেছে, যার কারণে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক বোধ-বুদ্ধি-বিশ্বাস-আস্থা ইত্যাদি সব কিছু ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। বাংলাদেশে যারা ইভিএম চালুর পক্ষে কথা বলেন তাদের অনেকেই এই পদ্ধতিটিকে ভোট প্রদানের আধুনিক এবং কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বর্ণনা করতে চান; কিন্তু তারা এ কথা বলেন না কিংবা এ কথা জানেন না যে, উন্নত বিশ্বে ইভিএম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় সাহায্যকারী উপকরণ হিসেবে। মার্কিন মুলুকে ভোটের ফলাফল ত্রিমাত্রিক পদ্ধতিতে যাচাই-বাছাই করে তারপর ঘোষণা করা হয়। সে দেশে ইভিএমে যে ভোট প্রদান করা হয় সেটি যেমন ভোটিং মেশিনে সংরক্ষিত হয় তেমনি ইভিএম মেশিনের সাথে একটি প্রিন্টার থাকে, যেখানে ভোটারের প্রদেয় ভোটের ফলাফল সাথে সাথে প্রিন্ট আকারে বের হয়ে যায়। এরপর ভোটাররা সাধারণ ব্যালট পেপারে সনাতন পদ্ধতিতে ভোট দিয়ে তা ব্যালট বাক্সে পুরে দেন।

ভোট গণনার সময় ইভিএম মেশিনের ফলাফল, ইভিএম মেশিনের সাথে সংযুক্ত প্রিন্টারের ফলাফল এবং ব্যালট বাক্সে সংরক্ষিত ফলাফল- তিনটি গ্রুপ আলাদাভাবে কাউন্ট করে চতুর্থ গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এই চতুর্থ গ্রুপটি যদি দেখে যে, তিনটি ফলাফল যদি একই রকমের হয় তবে তারা ধরে নেন যে, ভোট সুষ্ঠু হয়েছে এবং সে মতে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করে। কিন্তু যদি দেখা যায়, ফলাফলে গরমিল দেখা দিয়েছে তবে ব্যালট পেপার গণনার ফলাফলকে চূড়ান্ত বলে বিবেচনা করা হয়। যদি ফলাফলের মধ্যে মারাত্মক গরমিল থাকে তবে সেই কেন্দ্রে পুনরায় ভোটের আয়োজন করা হয় এবং এসব কর্ম সুচারুরূপে করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল পেতে ভোটারদের বহু দিন অপেক্ষা করতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভোটিং পদ্ধতি এবং ফলাফল ঘোষণার বিড়ম্বনা নিয়ে আমাদের প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদাকে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন তখন তিনি যথেষ্ট আত্মপ্রত্যয় নিয়ে খোশ দিলে বলেছিলেন যে, সব ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র থেকে শিক্ষা নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমাদের থেকেও যুক্তরাষ্ট্র অনেক ব্যাপারে শিক্ষা নিতে পারে। উদাহরণ হিসেবে তিনি বাংলাদেশের ইভিএম পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ এবং ভোট শেষ হওয়ার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিস্ময়করভাবে ফলাফল ঘোষণার উদাহরণ টেনে বলেন, কিভাবে ভোটের ফলাফল ঘোষণা করতে হয় তা যদি শিখতে হয় তাহলে মআমেরিকানরা বাংলাদেশে এসে শিখে যেতে পারে।

সিইসি নুরুল হুদার উল্লিখিত বক্তব্যের পর সারা দেশে রীতিমতো রঙ্গ-তামাশার রোল পড়ে গিয়েছিল। মানুষ সিইসি হুদা সম্পর্কে কী ভাবেন অথবা নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে মানুষের কেমনতর আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে এবং সর্বোপরি নুরুল হুদার নিয়োগকর্তাদের দল ও ক্ষমতায় থাকা নিয়ে মানুষের অভিমত কী, তা নিয়ে হুদা সাহেবদের কোনো মাথাব্যথা না থাকার দরুন অনায়াসে বিগত দিনগুলোতে যা ইচ্ছে তা বলতে পেরেছেন এবং যা ইচ্ছে তা-ই করতে পেরেছেন। অন্য দিকে বাংলাদেশের কর্তৃত্ববাদী শাসন, রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন-গুম-হত্যা-জেল-জুলুমের বিরুদ্ধে আশ্রয় নেয়ার মতো রাষ্ট্রীয়

কোনো প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের নির্ভরতা, আস্থা ও বিশ্বাস শূন্যের কোঠায় থাকায় বেশির ভাগ মানুষ স্বেচ্ছায় জবানে তালা লাগিয়ে রেখেছে এবং কানের মধ্যে ভারী তুলো ঢুকিয়ে শ্রবণশক্তিকে ভোঁতা বানিয়ে রেখেছে। তা ছাড়া দৃষ্টিশক্তির ওপরও একধরনের সেন্সর বসিয়ে দেয়ার কারণে জনগণ জানতে পারেনি যে, জনগণের ট্যাক্সের টাকা থেকে মোট কত হাজার কোটি টাকা খরচ করে কতগুলো ইভিএম কেনা হয়েছে!

ইভিএম কেনার পর এই মেশিনের সাহায্যে কোথায় কিভাবে ভোট হয়েছে এবং মেশিনের ফলাফলে কী বিজয়ী হয়েছে ওসব নিয়ে জনগণের সামান্যতম আগ্রহ ছিল না। কারণ বেশির ভাগ নির্বাচন হয়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ক্ষেত্রবিশেষে যেসব স্থানে প্রতিযোগিতা হয়েছে সেখানেও নির্বাচন হয়েছে আওয়ামী লীগ বনাম তাদের দলের বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে। এ ক্ষেত্রে দু-একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিলে যেসব অভিযোগ বাজারে চাউর হয়েছে সেগুলো হলো, স্থানীয় সরকারের নির্বাচনে আওয়ামী মনোনয়ন লাভের জন্য অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থীকে কেবল দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার জন্য ১০ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে বলে সরকার সমর্থক নির্বাচনী পর্যবেক্ষক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

মনোনয়ন হাসিলের পর প্রার্থীরা ২০১৮ সালের রাতের ভোট কিংবা ২০১৪ সালের অটো পাসের তথাকথিত বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন স্তরে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢেলেছে; কিন্তু তারপরও অনেকের ভাগ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা নির্বাচনী সহিংসতা, দুর্ভোগ-দুর্দশা অনিবার্য হয়ে পড়ে। অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে সাম্প্রতিক চার ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে যে পরিমাণ লোক মারা গেছে তার নজির বাংলাদেশের শত বছরের ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। ফলে নির্বাচনকেন্দ্রিক একদলীয় তৎ-পরতা এবং আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সহিংসতার কারণে দেশের মানুষ ইভিএম কিংবা প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদার কথাবার্তা নিয়ে কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এ অবস্থায় সাম্প্রতিক নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে ইভিএমের ব্যবহার এবং ফলাফল নিয়ে সর্বপ্রথম জাতীয়ভাবে বিতর্ক পয়দা হয়, যখন সেই নির্বাচনের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং পরাজিত প্রার্থী অ্যাডভোকেট তৈমূর আলম খন্দকার অভিযোগ করেন যে, ইভিএম জালিয়াতির কারণে তিনি পরাজিত হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, 'অনাগত দিনে কোনো রাজনৈতিক দলেরই উচিত হবে না ইভিএম পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা।'

তৈমূর আলম খন্দকারের অভিযোগ এবং নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনের খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করলে নিবন্ধের পরিধি অনেক বড় হয়ে যাবে বিধায় ওদিকে না গিয়ে শুধু এ কথাই বলব যে, ডা: সেলিনা হায়াৎ আইভীর মতো জনপ্রিয় এবং যোগ্য প্রার্থীর ওপর কেন শাসকদল ভরসা করতে পারল না, সেটি কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না। নির্বাচনকালীন পুলিশের আচরণ এবং শাসকদলের বড় বড় নেতার নারায়ণগঞ্জ গমনের মাধ্যমে ভোটের মাঠে যে উত্তেজনা ছড়ানো হয়েছিল তার ফলে প্রথমত স্বতন্ত্র প্রার্থী জনাব খন্দকারের লোকজনের মনোবল ভেঙে গিয়েছিল। ২০১৮ সালের রাতের ভোটের এক সপ্তাহ আগের সময়কালে পুলিশ প্রশাসন-নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সারা দেশে একযোগে একই কায়দায় যে কান্ডকারখানা করেছিল- ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল নারায়ণগঞ্জ নির্বাচনের ক্ষেত্রে। ফলে তৈমূর আলম খন্দকার এবং তার সহযোগীদের অবস্থা হয়েছিল- ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি এবং সেই অবস্থায় ইভিএম-ফিভিএম নিয়ে তার চিন্তাভাবনা করার সময় ছিল না।

নির্বাচনের আগে জনাব খন্দকারের মাথায় কেবল একটা চিন্তাই হয়তো ঘুরপাক খাচ্ছিল আর সেটি হলো- ঘুঘু কোথায়? ঘুঘুর ফাঁদ কোথায়? অথবা ঘুঘু কে এবং ঘুঘুর ফাঁদ কেমন? কারণ আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর কবির নানক যখন নারায়ণগঞ্জ গিয়ে প্রকাশ্যে তৈমূর আলম খন্দকারের উদ্দেশে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন যে, আপনি ঘুঘু দেখেছেন; কিন্তু ঘুঘুর ফাঁদ দেখেননি; ফলে জনাব খন্দকার এ ধরনের হুমকি শোনার পর প্রচলিত নির্বাচনে-যেসব বাধাবিপত্তি থাকে সেগুলোর মধ্যে ঘুঘু এবং ঘুঘুর ফাঁদ খোঁজার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর তিনি জীবনে প্রথমবারের মতো অদ্ভুত এক নির্বাচনী ঘুঘুর ফাঁদ দেখতে পেয়েছিলেন।

আমরা আজকের আলোচনার একদম শেষপর্যায়ে চলে এসেছি। এখন বাংলাদেশী ইভিএম এবং আমেরিকার ইভিএম নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করে আজকের নিবন্ধের ইতি টানব। আমেরিকাতে যে প্রক্রিয়ায় ইভিএম ব্যবহার করা হয় ঠিক সেভাবে বাংলাদেশে ইভিএম ব্যবহৃত হয় না। দ্বিতীয়ত, আমেরিকার ইভিএমের সাথে যেভাবে প্রিন্টার সংযুক্ত থাকে বাংলাদেশের ইভিএমে সেই অপশনটিই নেই। এর পরের বিষয়টি হলো উদ্দেশ্য। সেখানে ব্যালটের গরমিল ঠেকানো এবং পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়ার ভোটের ফলাফল নির্ধারণে ত্রিমাত্রিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য ইভিএম ব্যবহার করা হয়। অথচ বাংলাদেশে কী উদ্দেশ্যে ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে বা আগামীতে ব্যবহার করা হবে- এ কথা যদি নীতিনির্ধারকরা কোনো পবিত্র গ্রন্থ স্পর্শ করে শপথ করে বলে অথবা নিজেদের স্ত্রী-পুত্র-স্বামী-কন্যার মাথায় হাত রেখে কসম কাটে তবুও হয়তো পাবলিক তাদের বিশ্বাস করবে না।

আমেরিকান ইভিএম এবং বাংলাদেশের ইভিএম সম্পর্কে আমার সর্বশেষ বক্তব্য হলো- কোনো মেশিনই ভালো ফলাফল দিতে পারে না, যতক্ষণ সেটি যে মানুষটি পরিচালনা করে সে মানুষটি যদি ভালো না হয়। এ জন্যই যেকোনো মেশিন সম্পর্কে সার্টিফিকেট দেয়ার আগে 'ম্যান বিহাইন্ড মেশিন' সূত্রটি পর্যালোচনা করা হয়ে থাকে। আমেরিকা-কানাডা-অস্ট্রেলিয়া অথবা ইংল্যান্ড-ফ্রান্স-জার্মানিতে যারা ইভিএম তৈরি করে, যারা ব্যবহার করে এবং যে কাজে সেটি ব্যবহৃত হয় তার সবকিছুর মধ্যেই সততা-দক্ষতা-ন্যায়পরায়ণতা-স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা ইত্যাদি থাকে। ফলে ওসব দেশের ভোট-াররা ইভিএমের মধ্যে ঘুঘুর ফাঁদ খোঁজে না অথবা ইভিএমে ভোট দিতে গিয়ে ঘুঘুর ফাঁদে পড়ে না। অন্য দিকে বাংলাদেশের ইভিএমে কী হচ্ছে বা কী হবে সেটির চেয়েও যখন মেশিনটির মধ্যে ঘুঘুর ফাঁদের গুজব ছড়িয়ে পড়ে তখন কোনো মানুষ সচেতনভাবে কেন সেই ফাঁদে পা দিতে যাবে?

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভেনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রেজেন্টেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law
IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH
State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)
Citizenship Without Exam N-648 Waiver
Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor
আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন
* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।
37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372
TEL: 718-701-2666

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বাধলে

(৫ পাতার পর)

তিউনিসিয়াসহ সেখানকার গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম কারণ ছিল বৈশ্বিক খাদ্যসংকট।

বিশ্বে রাশিয়া শুধু অস্ত্র ও জ্বালানি রপ্তানি করে, এমন একটা ধারণা সবার মধ্যে আছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে রাশিয়া এখন অনেক বড় খাদ্য রপ্তানিকারক দেশ। তবে মধ্যপ্রাচ্যই তাদের খাদ্যের একমাত্র ক্রেতা নয়।

যদি পশ্চিমারা রাশিয়ার খাদ্যপণ্য রপ্তানির ওপর নিষেধজ্ঞা দেয় কিংবা আন্তর্জাতিক লেনদেনব্যবস্থা সুইফট থেকে দেশটির ব্যাংকগুলোকে বাদ দিয়ে দেয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে খাদ্যের দাম রকেটগতিতে বাড়তে থাকবে। বিশ্বের ষষ্ঠ গম রপ্তানিকারক দেশ ইউক্রেন যদি তাদের দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন এবং সেগুলো রপ্তানি করতে না পারে, তাহলেও বিশ্ব খাদ্যনিরাপত্তায় হুমকি তৈরি হবে।

জাতিসংঘ খাদ্যনিরাপত্তার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে, তাতে বিশ্বের সর্বত্র ও সব মানুষের কাছে পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের জোগান ও প্রবেশগম্যতার কথা বলা হয়েছে। অতীতের আর সব যুদ্ধের ভীতিকর অভিজ্ঞতার মতো রাশিয়া-ইউক্রেন সামরিক সংঘাত বাধলে মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলো বিপন্ন হবে। খাদ্যের অভাবের একটা বড় কারণ যুদ্ধ। সংঘাতের কারণে অবধারিতভাবে খাদ্যের দাম বাড়ে। অচলাবস্থার মধ্যেও রাশিয়া ও পশ্চিমারা একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ খুঁজছে। মধ্যপ্রাচ্যের আসন্ন খাদ্যসংকটকেও এ ক্ষেত্রে কূটনৈতিক বিবেচনায় রাখতে হবে।

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত

● নিকোলাই মিকোভিচ সার্বিয়ার রাজনৈতিক বিশ্লেষক

ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে

(৫ পাতার পর)

পরিকল্পনা করছেন, যা রাশিয়ার অর্থনীতির জন্য ক্ষতির কারণ হবে। সব মিলে পুতিন আক্রমণের আদেশ দিয়ে তার দেশের অর্থনীতিকে নিশ্চয়ই ক্ষতির মুখে ঠেলে দিতে চাইবেন না। তবে ইউরোপের দেশগুলোও রাশিয়ার গ্যাসের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। তারাও চাইবে না জ্বালানি সংকট ডেকে এনে বিপদে পড়তে।

রাশিয়াকে বাদ দিয়ে ইউরোপের নিরাপত্তা অর্থহীন। রাশিয়া ফিরে পেতে চায় আগেকার পরাশক্তির মর্যাদা এবং তার নিরাপত্তা। রাশিয়াকে সঙ্গে নিয়েই ইউরোপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যা বলে গিয়েছিলেন সাবেক পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর উইলি ব্র্যান্ট। আর এসব সমস্যার সমাধান অস্ত্রের ঝনঝনানিতে নয়, বরং আলোচনার টেবিলে কূটনৈতিকভাবে হওয়াই শ্রেয়, নয়তো আমরা মুখোমুখি হব আরও একটি বিশ্বযুদ্ধ অথবা স্নায়ুযুদ্ধের, যার পরিণাম বিশ্বে নতুন করে অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হওয়া।

লেখক আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিশ্লেষক

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432
Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462
FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়
আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী
বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

NEW YORK LOTTERY
নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে
আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।
এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং
PARKCHESTER FAMILY PHARMACY
১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688
আমাদের অন্য কোন শাখা নেই
আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানোর চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

কুইন্স থেকে ফারুক হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি ইউএস সিটিজেন। আমি এখানে পরিবার নিয়ে বসবাস করি। আমার পরিবারে আমি একমাত্র উপার্জনকারি। সেকারণে আমাকে সংসার চালাতে খুব হিম-সিম খেতে হয় বলে আমি অন্য একজনের সাথে বাসা শেয়ার করে থাকি। কারণ আমি ছাড়া আমার পরিবারে আর কেউ কাজ করেনা। আমার এই কঠিন অবস্থা কাটাবার জন্যে আমার এক বন্ধু আমাকে ফুড স্ট্যাম্পের ব্যাপার পরামর্শ দিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি তেমন কিছুই জানিনা বলে আপনার কাছে এই চিঠি লিখছি। এই পরিস্থিতিতে আমি ফুড স্ট্যাম্প নিতে পারি কিনা? এবং আমাকে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে কিনা? হলে কি ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা আছে। আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হবো।

ফারুক হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি ফুড স্ট্যাম্প এর বিষয়ে জানতে চেয়েছেন। সংসারে আপানি একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি বলে অন্যের সাথে শেয়ার থাকেন। আপনার জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে উল্লেখ করছি প্রয়োজনে ইউএস সিটিজেনরা ফুড স্ট্যাম্পসহ অন্যান্য যেসব সুবিধার জন্যে উপযোগী সেসব গ্রহণ করতে পারেন। ফুড স্ট্যাম্প গ্রহণের অসুবিধা হচ্ছে এই ধরনের সুবিধা গ্রহণকারীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের এদেশে আনবার জন্যে আবেদন করতে পারেন না। আপনার যদি ভবিষ্যতে এ ধরনের কারো জন্যে আবেদন করার পরিকল্পনা থাকে তবে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে যোগাযোগ করে তার পরামর্শ নেয়া ভালো।

আপনি আরো একটি কাজ করতে পারেন আর তা হচ্ছে যে, স্টেটের বেনিফিট অফিস থেকে জেনে নিতে পারেন যে আপনি যেসব সুবিধা নিতে চাচ্ছেন সে বাপারে কোন সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে কিনা। আর সমস্যার সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকলে সেই সমস্যাগুলি কি কি হতে পারে।

স্টেটের পাবলিক এ্যাসিস্টেন্ট অফিসে ইমিগ্র্যান্ট এবং নন ইমিগ্র্যান্ট বেনিফিটের তালিকা রয়েছে। সেখান থেকেও প্রয়োজনে আপনি সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। তবে যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভালোভাবে জেনে নেবেন।

নিউইয়র্ক থেকে এম এন ভূইয়ার প্রশ্নঃ

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি আমার স্ত্রীর জন্যে আবেদন করেছি। আমার আবেদন গৃহিত হয়েছে। পার্ট ওয়ান ফর্ম পূরণ করে জমা দিয়েছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার উত্তর পাই নাই। আমি যুগ্ম স্পন্সরের খোঁজে আছি। কারণ আমার উপার্জন তেমন ভালো নয়। আমার এক বন্ধু যার উপার্জন যথেষ্ট। সে যুগ্ম স্পন্সরশীপের জন্য রাজি হয়েছে। আমি জানিনা যে কি পরিমান উপার্জন থাকতে হবে।

এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ পেলে উপকৃত হব এবং কৃতজ্ঞ থাকবো।

এম এন ভুইয়ার প্রশ্নের উত্তরঃ

আপনি একজন সিটিজেন পিটিশ-নার। সে কারণে আপনার স্ত্রী আবেদননের সাথে আপনার দেয়া এফিডেভিট অব সাপোর্ট লাগবে। আপনার স্ত্রীর আবেদনের জন্য অন্য কেউ যুগ্ম স্পন্সরকারী হতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনাকে আই-৮৬৪ ফর্ম পূরণ করতে হবে। আপনার যদি কোন রকম উপার্জন নাও থাকে তবুও আপনাকে এফিডেভিট অব সাপোর্টে সই দিতে হবে। অর্থাৎ আইন অনুযায়ী গ্রিনকার্ডের জন্য স্পন্সর করলে তাকে এফিডেভিড অব সাপোর্টের জন্যে ফাইল করতে হবে।

যুগ্ম স্পন্সরের কেন প্রয়োজন?

সাম্প্রতিক বছরে পোভার্টি গাইট লইন অনুযায়ী পরিবারের বার্ষিক উপার্জন থাকা দরকার। সহজ কথায় নির্ধারিত পরিমান এবং যথেষ্ট উপার্জন না থাকলে যুগ্ম স্পন্সরের প্রয়োজন হয়। আপনি তো ট্যাক্স ফাইল করেছেন। আপনাকে ট্যাক্স রিটার্নের ফাইল সংযোগ করে দিতে হবে। সেই সাথে জব লেটার এবং ব্যাংক স্টেটমেন্টও দেবেন।

আবারো উল্লেখ্য যে, আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনুযায়ী পোভার্টি গাইড লাইন অনুসারে আপনার উপার্জন থাকতে হবে এবং নির্ধারিত পরিমাণ উপার্জন থেকে সম উপার্জন থকলে যুগ্ম স্পন্সরকারীর প্রয়োজন নয়।

ব্রুকলীন থেকে আলী হোসেনের প্রশ্নঃ

আমি সম্প্রতি ইউএস সিটিজেনশীপ লাভ করেছি। এখন আমি বাংলাদেশে বসবাসকারী আমার একমাত্র বিবাহিত বোনের জন্যে আবেদন করতে চাই। আমার সিটিজেনশীপ লাভের কতদিন পর আমার বোনের জন্যে আবেদন করতে পারবো? কি কি তথ্যপত্র লাগবে? এ ব্যাপারে আপনার উত্তর অপেক্ষায় রইলাম। আশা করি এই বিভাগের মাধ্যমে আমার উত্তর পাব।

আলী হোসেনের প্রশ্নের উত্তরঃ

আমাদের প্রথমেই জানা দরকার একজন ইউএস সিটিজেন কাদের জন্য আবেদন করতে পারেন?

একজন ইউএস সিটিজেন তার স্পাউস, ২১ নিম্ন, ২১ উর্দ্ধ বিব-াহিত ও অবিবাহিত সন্তানের জন্য আবেদন করতে পারেন। সেই সাথে মা-বাবা এবং ভাই বোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন। আপনি একজন ইউএস সিটিজেন। আর আপনি একজন ইউএস সিটিজেন বলে নিয়ম অনু-যায়ী আপনার বিবাহিত ও অবিব-াহিত ভাই-বোনের জন্যে আবেদন করতে পারেন।

তবে আমাদের জানা থাকা দরকার একজন ইউএস সিটিজেনের স্পাউস, মাব-বাবা এবং ২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তানেরা প্রথম প্রেফারেন্সে পড়েন বলে এই ক্যাট-াগরির স্বজনদের অপেক্ষা করতে হয় না।

কিন্তু ইউএস সিটিজেনের বিবাহিত এবং অবিবাহিত ভাই-বোনেররা চতুর্থ প্রিফারেন্সে পড়েন। এই ক্যাটেগরির অপেক্ষার সময় আনুমানিক ১০ বছরের উর্ধে।

এই ক্যাগরির জন্য আবেদন করতে নিম্নের তথ্যপত্র প্রয়োজনঃ ফর্ম আই-১৩০, ২) পিটিশনারের ইউএস সিটিজেনশীপের সার্টিফিকেট ও পাসপোর্টের কপি, ৩) বাথ সার্টিফিকেটের কপি এবং ইমিগ্রেশনের যথাযথ ফিস।

আর বেনিফিসিয়ারীর জন্যে যার দরকারঃ

১) বার্থ সার্টিফিকেটের কপি, ২) বিবাহিত হলে ম্যারেজ সার্টিফিকেট, ৩) সন্তান থাকলে তাদের বার্থ সার্টিফিকেট, ৪) মা-বাবার বিয়ের সার্টিফিকেট, ৫) ডিভোর্স হয়ে থকলে তার সার্টিফিকেট।

তারপর আই-১৩০ গৃহিত হলে যা লাগবেঃ

কারেন্ট জব লেটার, ২) ট্যাক্স রিটার্ন এবং ৩) ব্যাংক স্টেটমেন্ট। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাইলে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে প্রয়োজনে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves

225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

* Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases
* Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আত্মস্বার্থ নয়, জনকল্যাণই হোক নেতার লক্ষ্য

মহিউদ্দিন খান মোহন

খবরটি বেরিয়েছিল ৩ জানুয়ারী সমকালের ভেতরের পৃষ্ঠায়। হয়তো খবরটি অনেকেরই নজরে পড়েনি। বিশ্বের শীর্ষ ধনী ও ইলেকট্রনিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলা এবং মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইলন মাস্ক বিশ্বের তরুণ সমাজকে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা গবেষক লেক্স ফ্রিডম্যান তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বড় কিছু করতে চান, এমন তরুণদের কী পরামর্শ দেবেন? উত্তরে ইলন মাস্ক বলেছেন, 'বেশি বেশি বই পড়তে হবে, আর নেতা হওয়ার প্রবণতা থেকে দূরে থাকতে হবে। মানুষের কাজে লাগে এমন কিছু করার চেষ্টা করতে হবে।' তবে তিনি এও বলেছেন, 'মানুষের কাজে লাগবে এমন কিছু করা অবশ্য খুব কঠিন'।

ইলন মাস্কের এ পরামর্শ বিশ্বের অন্য দেশের তরুণরা কীভাবে নেবে, জানা নেই। তবে আমাদের দেশের তরুণরা তা খুব একটা খুশি মনে গ্রহণ করবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে যারা ইতোমধ্যে নেতা হওয়ার বাসনায় জীবনের অন্য সব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছুড়ে ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করেছেন, তারা তো নয়ই। আমাদের দেশে নেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা কমবেশি প্রায় সবার মধ্যেই রয়েছে। তাই যে যেভাবে পারে নেতা হওয়ার ইঁদুর দৌড়ে শামিল হচ্ছে। সমাজের প্রায় সর্বক্ষেত্রে নেতা হওয়ার এ তীব্র প্রতিযোগিতা দৃশ্যমান। সে পাড়া-মহল্লার সংঘ-ক্লাব, স্কুল-কলেজ কিংবা অন্য কোনো পরিচালনা কমিটি যা-ই হোক, নেতৃস্থানীয় একটি পদ বাগিয়ে নেওয়ার জন্য এক শ্রেণির মানুষের পেরেশানির অন্ত নেই। 'পদ' যেন এক সোনার হরিণ। 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই'- কবিগুরুর কালজয়ী এ গানের কলি যেন আমাদের সমাজে কতিপয় মানুষের নেতা হওয়ার উদগ্র বাসনায় দেদীপ্যমান। যোগ্যতা থাক বা না থাক, পদ একটা বাগাতেই হবে। সে জন্য টাকা-পয়সা, ধনদৌলত যা কিছু দরকার; অকাতরে বিলিয়ে দিতে এমন ব্যক্তিরা কার্পণ্য করে না।

একটু চোখ খুলে যদি তাকাই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর দিকে, দেখব সেখানে নেতা হওয়ার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা। সমাজ বলুন আর রাজনৈতিক দল কিংবা রাষ্ট্র, এসব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যোগ্য নেতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যাবে না। যদি কেউ তা অস্বীকার করেন, তাহলে বলব, তিনি হয় সত্যকেই অস্বীকার করছেন অথবা রয়েছেন বাস্তবতা থেকে বহু ক্রোশ দূরে। সমাজে নেতার অবশ্যই দরকার আছে। নইলে সমাজ চলতে পারে না, এগোতে পারে না।

এই যে আমরা একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ পেয়েছি, তা প্রতিষ্ঠা করতে নেতার অবদান কি আমরা অস্বীকার করতে পারব? সেই ঔপনিবেশিক শাসনামল থেকে আমাদের স্বদেশভূমিকে স্বাধীন করার আন্দোলন-সংগ্রাম-লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছেন তো নেতারাই। এই ধারাবাহিক সংগ্রামের বাঁকে বাঁকে নেতৃত্বের বদল হয়েছে। একেকজন একেক সময় নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করে আমাদের অভীষ্টে পৌঁছে দিয়েছেন। তারা নেতা হতে পেরেছিলেন বলেই আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক। তাদের কাছে আমাদের ঋণের কোনো শেষ নেই। কিন্তু প্রশ্ন, তারা কি শুধু নেতা হওয়ার জন্যই রাজনীতিতে এসেছিলেন; আন্দোলন-সংগ্রামে শামিল হয়েছিলেন? নাকি দেশ ও জাতির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার প্রত্যয় নিয়ে রাজনীতিতে এসে এক পর্যায়ে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন? আমরা যদি উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকাই তাহলে যে সত্যটি প্রতিভাত হবে, তার সঙ্গে আজকের বাস্তবতা মিলবে না। ব্রিটিশ উপনিবেশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত যেসব প্রাতঃস্মরণীয় নেতার অবির্ভাব হয়েছে, তারা জীবনের শুরুতেই নেতা হওয়ার বাসনায় রাজনীতিতে নাম লেখাননি। সময় এবং প্রয়োজন তাদের নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করেছে। আর সাধারণ মানুষ তাদের নেতৃত্বকে গ্রহণ করেছে। কারণ তারা দেখেছে, যারা নেতৃত্বে আসীন হয়েছেন, তারা ব্যক্তিস্বার্থ নয়; দেশ ও জাতির কল্যাণচিন্তাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। শুধু তাই নয়; দেশের স্বাধীনতা, অধিকারহারা মানুষের অধিকার আদায় এবং নির্যাতিত মানুষের পক্ষে তারা রেখেছেন অসামান্য অবদান। আর তা করতে গিয়ে তারা শিকার হয়েছেন শাসক-শোষকের জুলুম-নির্যাতনের।

তরুণদের নেতা হওয়ার প্রবণতা থেকে দূরে থাকার যে পরামর্শ ইলন মাস্ক দিয়েছেন, তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত বা দ্বিমত পোষণের অবকাশ নেই। তরুণদের মধ্য থেকেই তো বেরিয়ে আসবে ভবিষ্যৎ নেতা, তবে সবাই নয়। নেতা তারাই হবেন, যারা এই যোগ্যতাকে ধারণ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে এখন যেসব তরুণ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের অধিকাংশই কর্মী থাকতে চান না; নেতা হতে চান। তারা হয়তো এটা বিস্মৃত- এই উপমহাদেশে যারা নেতা হয়েছেন, তারা কেউ এক লাফে গাছের মগডালে চড়ে বসেননি; গোড়া থেকে ধীরে ধীরে উঠেছেন ওপরে। তারা সবাই এক সময় কর্মী ছিলেন। তারা তাদের কর্মদক্ষতা আর যোগ্যতার বদৌলতে পরিণত হয়েছিলেন নেতায়। কিন্তু এখনকার তরুণরা সে পথে হাঁটতে নারাজ। তারা দ্রুত গতির কোনো যানে চড়ে পৌঁছে যেতে চায় সে মঞ্জিলে মকসুদে। এ জন্য বড় রাজনৈতিক দলগুলোতে চালু হয়েছে নানা পদ্ধতি। তারই একটি হলো 'পদ বাণিজ্য'। এ শব্দযুগল বাংলা ভাষায় অধুনা সংযোজিত হয়েছে। রাজনৈতিক দলের পদ নিয়েও যে বাণিজ্য চলে, তা আমাদের দেশের দলগুলোর কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ না করলে অনুমান করা কষ্ট।

ইলন মাস্ক তরুণদের বেশি বেশি বই পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তার এ পরামর্শের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশের কোনো অবকাশ নেই। জ্ঞান আহরণে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। বিশ্বখ্যাত রুশ সাহিত্যিক লেভ তলস্তয় বলেছেন, 'জীবনে শুধু তিনটি জিনিস প্রয়োজন- বই, বই আর বই।' এ উক্তি থেকে বই পাঠের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। উপমহাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলীও তার 'বই পড়া' প্রবন্ধে এর গুরুত্ব বর্ণনা করার পাশাপাশি আমাদের দেশের মানুষের বই পড়ার প্রতি অনাগ্রহের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। অবসরে একটি বইয়ের কয়েক পাতা ওল্টাতে আলস্যের সীমা নেই। রাজনীতি যারা করেন, পুস্তক পাঠ তাদের জন্য অপরিহার্য। আগে রাজনৈতিক দলগুলোতে নিয়মিত পাঠচক্রের আয়োজন হতো। রাজনীতির পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চাও ছিল দলগুলোতে। এখন আর তা নেই। এখন আমাদের দেশের রাজনৈতিক কর্মীদের বেশিরভাগ বই-পুস্তকের ধার ধারেন বলে মনে হয় না। অনেক নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীকে জিজ্ঞেস করে দেখেছি; উপমহাদেশের রাজনীতি তো দূরের কথা, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্বন্ধেও তারা সম্যক জ্ঞাত নন। নেতাদের বক্তৃতা-ভাষণে যেটুকু শোনেন, ততটুকু তাদের জ্ঞানের পরিধি। কেউ কেউ রুষ্ট হতে পারেন, তবে চরম সত্যি হলো, আজকের তরুণ অনেকেই মুখস্থ রাজনীতি করেন। তারা পড়াশোনার ধার ধারেন না। বই-পুস্তকের সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। ফলে ভবিষ্যতে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা ক্রমে সুদূর পরাহত হয়ে উঠছে।

নেতা হওয়ার প্রবণতা থকে তরুণদের দূরে থাকার যে পরামর্শ ইলন মাস্ক দিয়েছেন, তার সঙ্গে পুরো-পুরি একমত হওয়া যাচ্ছে না। তরুণদের মধ্যে নেতা হওয়ার প্রবণতা অবশ্যই থাকতে হবে। তবে তা যেন সমগ্র চিন্তা-চেতনাকে গ্রাস না করে। নেতা হওয়ার লক্ষ্য থাকবে মানুষের কল্যাণ। আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসে নেতা হওয়ার বাসনা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

লেখক: সাংবাদিক ও রাজনীতি বিশ্লেষক

রাশিয়া আদৌ ইউক্রেন আক্রমণ করবে কি?

একেএম শামসুদ্দিন

পূর্ব ইউরোপের দুটি অভিন্ন সীমান্তের দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা মার্কিন জোটভুক্ত দেশের নেতাদের ক্রমেই ভাবিয়ে তুলেছে। পূর্ব ইউরোপের দুটি অভিন্ন সীমান্তের দেশ রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা মার্কিন জোটভুক্ত দেশের নেতাদের ক্রমেই ভাবিয়ে তুলেছে। এ উত্তেজনা প্রশমনের জন্য রুশ ও আমেরিকান প্রেসিডেন্টের মধ্যে দু-দুবার আলোচনা হলেও কোনো ফল হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় বন্ধুরা মনে করছে, যে কোনো সময় ইউক্রেন দখল করে নিতে পারে রাশিয়া।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ও আরও বেশ কয়েকটি দেশ জাতিসংঘে রাশিয়াকে সতর্ক করে বলেছে, ইউক্রেনের সীমান্ত অতিক্রম করলে রাশিয়াকে চরম মূল্য দিতে হবে।

ওদিকে রাশিয়ার অভিযোগ, ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন সোভিয়েত নেতা মিখাইল গরবাচেভকে নিশ্চয়তা দিয়েছিল যে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন ন্যাটো জোট পূর্বদিকে আর সম্প্রসারণ করবে না, যুক্তরাষ্ট্র সেই অঙ্গীকার রক্ষা করেনি। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভাগ হওয়ার পর থেকে পূর্ব ইউরোপীয় অনেক দেশকে ন্যাটো জোটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়া ও এস্তোনিয়ার সরাসরি সীমান্ত রয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে। এর পর ইউক্রেনও যদি ন্যাটো জোটে যোগ দেয়, তাহলে ন্যাটো বাহিনীর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রের উপস্থিতি রাশিয়ার নিরাপত্তার জন্য সরাসরি হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ জন্য রাশিয়া চাচ্ছে, পূর্ব ইউরোপে ন্যাটোর সম্প্রসারণ বন্ধ করতে হবে।

জর্জিয়া ও ইউক্রেনকে ন্যাটোর সদস্যপদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকে পশ্চিমাদের সরে দাঁড়াতে হবে। ইউক্রেন ও জর্জিয়াসহ যেসব দেশ আগে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল অথচ এখনো ন্যাটোর সদস্য হয়নি, তাদের ভূখণ্ডে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবে না যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা। পরস্পরের ভূখণ্ডের লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করা যায় এমন অঞ্চল বা এলাকায় যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া যুদ্ধজাহাজ ও যুদ্ধবিমান পাঠাবে না। রাশিয়া চায় ন্যাটোভুক্ত পোল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়া থেকেও ন্যাটোর যুদ্ধ সরঞ্জামাদি সরিয়ে নেওয়া হোক। যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট যেন পোল্যান্ড, রোমানিয়া ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশে ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন না করে। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো যদি ইউক্রেনে সামরিক হস্তক্ষেপ করে, তাহলে ইউরোপে গ্যাস সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। উল্লেখ্য, ইউরোপিয়ান ইউ-নিয়ন জোটভুক্ত দেশগুলো তাদের চাহিদার এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি অর্থাৎ ৩৫ শতাংশ জ্বালানি রাশিয়ার কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

ইউক্রেনকে ঘিরে যে কোনো পরিস্থিতি রাশিয়া শক্ত হাতে যে মোকাবিলা করবে, তা পুতিনের সাম্প্রতিক আরও একটি বক্তব্যে বোঝা যায়। তিনি গত ২১ ডিসেম্বর তার উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেছেন, 'ইউক্রেন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভয়ে পিছু হটার সুযোগ নেই।' গত জুলাইয়ে পুতিন রাশিয়া ও ইউক্রেনকে এক জাতি বলেও ঘোষণা দেন। পুতিন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভক্তিকে 'ঐতিহাসিক রাশিয়া ভাঙন' হিসাবে দেখেন। সম্প্রতি স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ছবিতে দেখা গেছে, ক্রিমিয়া ও ইউক্রেন সীমান্তের রুশ সেনাঘাঁটিতে শত শত সাঁজোয়া গাড়ি, ট্যাঙ্ক, দূর ও মধ্যমপাল্লার আর্টিলারি গান, রকেট লাঞ্চার ও মিসাইল ডিফেন্স সিস্টেম মোতায়েন করা আছে। এ অঞ্চলে বর্তমানে লক্ষাধিক সেনা মোতায়েন রেখেছে মস্কো। এর মধ্যে ১ লাখ ৬ হাজারেরও বেশি গ্রাউন্ড ফোর্স।

নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্য মিলিয়ে এ সংখ্যা হবে ১ লাখ ২৭ হাজারের কাছাকাছি। রাশিয়া এরই মধ্যে ছয়টি যুদ্ধজাহাজ ভূমধ্যসাগরে পাঠিয়েছে, যা ধীরে ধীরে ইউক্রেন উপকূলের দিকে যাচ্ছে বলে দেখা গেছে। অপরদিকে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়িয়েছে এস্তোনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়া। ইউক্রেনের হাতে ট্যাঙ্কবিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র তুলে দিয়েছে বাল্টিক দেশগুলো। ইউক্রেনের নিজেদের সক্রিয় সৈন্য আছে ২ লাখের কাছাকাছি। তবে সামরিক সরঞ্জামাদি মোতায়েনে ইউক্রেন রাশিয়ার তুলনায় অনেক পিছিয়ে।

রাশিয়ার হুমকি মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই গত ডিসেম্বরে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ২০ কোটি ডলারের নতুন সামরিক সহায়তার অংশ হিসাবে ৯০ টন অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইউক্রেনে পাঠিয়েছে। পেন্টাগন সম্প্রতি সাড়ে ৮ হাজার সেনাকে জরুরি মোতায়েনের লক্ষ্যে হাই অ্যালার্টে রেখেছে।

পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স সক্রিয় হলে এ সৈন্য মোতায়েন করা হবে। পরিস্থিতির অবনতি হলে এ সৈন্যের সংখ্যা ৫০ হাজার পর্যন্ত বাড়ানোর পরিকল্পনাও আছে তাদের। ইউক্রেনে ৩০ জনের কমান্ডো বিশেষজ্ঞ দল পাঠিয়েছে ব্রিটেন। একইসঙ্গে ২ হাজার ট্যাঙ্কবিধ্বংসী গানও পাঠিয়েছে তারা। ভবিষ্যতে এ সহায়তা বাড়ানোর পরিকল্পনাও আছে তাদের।

ডেনমার্ক, স্পেন, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও ন্যাটোভুক্ত অন্যান্য দেশ পূর্ব ইউরোপের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদারের জন্য অঞ্চলটিতে যুদ্ধবিমান ও রণতরী পাঠানোর পরিকল্পনা করছে।

দিন যত গড়াচ্ছে ইউক্রেন ইস্যুতে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে ততই উত্তেজনা বাড়ছে। ইউক্রেন পূর্ব ইউরোপে রাশিয়ার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র। ইউক্রেনের পশ্চিমে অবস্থিত পোল্যান্ড, স্লোভাকিয়া ও হাঙ্গেরি। দক্ষিণ-পশ্চিমে রোমানিয়া ও মলদোভা, দক্ষিণে কৃষ্ণসাগর ও আজভ সাগর, পূর্বে ও উত্তর-পূর্বে রাশিয়া এবং উত্তরে বেলারুশ। ইউক্রেনের আয়তন ৬,০৩৫০০ বর্গকিলোমিটার।

জনসংখ্যা ৪,৪৪,২৯,৪৭১। ধর্মবিশ্বাসীদের অধিকাংশ খ্রিষ্টান। শতকরা ২২ ভাগ অধিবাসী ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। ইউক্রেনে ৫ লাখ মুসলিম ধর্মাবলম্বীও রয়েছে। ইউক্রেন ঐতিহ্যগতভাবে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ। ৩০ বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বন্দর ও সামরিক ইউনিট ইউক্রেনের অংশে চলে যায়। তবে ২০১৪ সাল পর্যন্ত রুশ সমর্থক ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল।

২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে পশ্চিমা প্রভাবিত গণঅভ্যুত্থানের জেরে প্রেসিডেন্ট ভিক্তর ইয়ানুকোভিচ পদত্যাগে বাধ্য হন। সেই অভ্যুত্থানের পেছনে প্রধান ইন্ধনদাতা ছিল যুক্তরাষ্ট্র। সে সময় বারাক ওবামা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। তখন জো বাইডেন ছিলেন তার রানিংমেট। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ এখনো প্রেসিডেন্ট ইয়ানুকোভিচের পদত্যাগের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেন। ইয়ানুকোভিচের পদত্যাগের কয়েক দিন পরই ইউক্রেনের কৃষ্ণসাগরীয় উপদ্বীপ ক্রিমিয়ায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তর দখল করে নেয় রুশপন্থি বন্দুকধারীরা।

সে বছর এপ্রিলে রুশপন্থি বিদ্রোহী আর সরকারি বাহিনীর মধ্যে বেঁধে যায় পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ। কয়েক মাস পর বিদ্রোহীদের সহায়তায় ইউক্রেনের পূর্বাংশে রুশ সেনারা প্রবেশ করে। যদিও রাশিয়া তখন তা অস্বীকার করেছিল। উল্লেখ্য, ১৭৮৩ থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত ক্রিমিয়া রাশিয়ারই অংশ ছিল।

১৯৫৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন ইউক্রেনীয় অধিবাসী প্রেসিডেন্ট নিকিতা ক্রুশ্চেভ রুশ ভাষাভাষী অধ্যুষিত ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে উপহার হিসাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। এ কারণেই সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের পর রাশিয়া বরাবরই ক্রিমিয়াকে নিজেদের করে নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিল।

২০১৪ সালে ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ক্রিমিয়া উপদ্বীপ দখল করে নেয় রাশিয়া। শুধু তাই নয়, একই বছর রুশপন্থি বিদ্রোহীদের সমর্থন দিয়ে ইউক্রেনের পূর্ব সীমান্তের দোনবাস অঞ্চল নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় রাশিয়া। ক্রিমিয়া দখলের পর ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার নৌবাহিনীর কৃষ্ণমহাসাগর বহরের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর ইউক্রেনের ইতিহাস থেকে সোভিয়েত ও রুশ সংস্কৃতি মুছে ফেলার চেষ্টা চলছিল বরাবর। ২০১৪ সালের পর তা যেন আরও বেগবান হয়। বর্তমানে বিভিন্ন পার্ক আর জাদুঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে সাবেক সোভিয়েত আমলের ইতিহাস সংবলিত বিভিন্ন উপকরণ।

ভেঙে ফেলা হচ্ছে লেনিন ও মার্কসের ভাস্কর্য। বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে রুশ সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনেক আনুষ্ঠানিকতা। তারা নিজস্ব ঐতিহ্য-সংস্কৃতিতে গড়ে তুলতে চায় ইউক্রেনের নতুন ইতিহাস। নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকছে দেশটির সাধারণ মানুষ, যেখানে শুধু ইউক্রেনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই আলোচনা হবে। এ কারণেই ইতিহাসের যেসব স্থানে সোভিয়েত ধারার চিন্তাভাবনা রয়েছে, সেগুলোকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে। ইউক্রেনের সাধারণ মানুষ বলছে, ইউক্রেনের নিজস্ব ভাষার বইয়ের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এটা সত্য, অনেক মানুষ এখনো রুশ ভাষাতেই অভ্যস্ত। তবে সেখানে ইউক্রেনের ভাষার বইয়ের চাহিদাই বেশি। বিশ্লেষকরা বলছেন, শুধু রাজনৈতিক বলয় নয়, ইতিহাস কিংবা সংস্কৃতি চর্চাতেও নিজস্বতা আনতে চাইছে ইউক্রেন। তারা মূলত ঝুঁকছে ইউরোপের দিকে।

রাশিয়ার আপত্তি সম্ভবত সেখানেই। রাশিয়া যে করেই হোক, ইউরোপীয় বলয় থেকে দূরে রাখার অংশ হিসাবে বিভিন্ন উপায়ে ইউক্রেনের ওপর চাপ প্রয়োগের চেষ্টা জারি রেখেছে। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য চাই তাদের মতাবলম্বীর কাউকে, যাকে ক্ষমতায় বসিয়ে তাদের উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। এদিকে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা ইউক্রেনের পশ্চিমাপন্থি দলগুলোর বিরোধিতাকারী ৪৫ বছর বয়সি সাবেক এমপি ইয়েভেন মুরায়েভকেই রাশিয়ার সম্ভাব্য পছন্দের লোক হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাদের ভাষ্য হলো, মুরায়েভ হরহামেশাই ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির সমালোচনা করে বলেন, 'জেলেনস্কি পশ্চিমা নিয়ন্ত্রিত একজন রুশবিরোধী প্রেসিডেন্ট।'

ইউক্রেনকে ঘিরে উত্তেজনার পারদ যেভাবে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, তাতে যুদ্ধের আশঙ্কাও ধীরে ধীরে ঘনীভূত হচ্ছে। রাশিয়া ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ করে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বকে কার্যত ব্যাকফুটে ফেলে দিয়েছে। পশ্চিমা নেতারা যতই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করুক না কেন, রাশিয়ার দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাব না মানলে মনে হয় না রাশিয়ার অবস্থানের পরিবর্তন হবে। ইউক্রেন ও জর্জিয়াকে ন্যাটোভুক্ত না করার রাশিয়ার প্রস্তাব ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পক্ষে মানা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি রাশিয়াও চাইবে না এ দুটি রাষ্ট্রকে ন্যাটোভুক্ত করে যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সামরিক বাহিনী তাদের ঘাড়ের ওপর এসে নিশ্বাস ফেলুক। ইউক্রেনে আক্রমণ করবে না বলে রাশিয়া যতই আশ্বাস দিক না কেন, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের পরবর্তী পদক্ষেপের ওপর নির্ভর করবে তারা ইউক্রেনে সৈন্য প্রবেশ করাবে কিনা। তবে শিগগিরই তা ঘটবে বলে মনে হয় না। যদিও ইউক্রেনের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে মস্কো হামলা চালাতে পারে।

জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে চীনের বিরুদ্ধে লেগেছে, তাতে এখন ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়ে চীন ও রাশিয়াকে আরও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগর ও তাইওয়ান নিয়ে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরিতা চীনকেও রাশিয়ার দিকে ঠেলে দিয়েছে। গত ২৩ জানুয়ারী তাইওয়ানের আকাশ প্রতিরক্ষা জোনে আবারও রেকর্ডসংখ্যক চীনের যুদ্ধবিমান অনুপ্রবেশ করেছে। এর মধ্যে বোমারু বিমানও ছিল। তাইওয়ান দাবি করেছে, তাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় আকাশ প্রতিরক্ষা জোনে ৩৯টি যুদ্ধবিমান তারা শনাক্ত করেছে। তাইওয়ান ইস্যুতে চীনও যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যস্ত রেখেছে। তবে চীন তাইওয়ান ইস্যু নিয়ে এখনই কিছু করবে না। আগামী ৪ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে শীতকালীন অলিম্পিক। এ সময় অলিম্পিক বয়কট এড়ানোর জন্য চীন ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। তারপর হয়তো তাইওয়ান ইস্যুতে তারা আরও বেশি সক্রিয় হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, রাশিয়াও কি তাহলে ইউক্রেন আক্রমণে সে সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, যাতে যুক্তরাষ্ট্র তাইওয়ান ও ইউক্রেন দুটি ফ্রন্টেই ব্যতিব্যস্ত থাকে? সেটি হয়তো নাও হতে পারে।

ইরাক ও আফগানিস্তানে একচেটিয়া যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমাদের পক্ষে যত সহজ ছিল, রাশিয়ার বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাদের পক্ষে তত সহজ হবে কিনা, সে প্রশ্ন তো রয়েই গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের 'আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা' গ্রহণের বিরুদ্ধে রাশিয়া 'উপযুক্ত প্রতিশোধমূলক সামরিক ব্যবস্থা' হয়তো নেবে। তবে সে ব্যবস্থা সীমিত সময়ের জন্যই হবে বলে মনে হয়।

লেখক: অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা

সন্ত্রাসী অভিযোগ থেকে খালাস ব্রঙ্কসের হুমায়ুন

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশি হুমায়ূন রশিদ। ব্রঙ্কস কাউন্টি ক্রিমিনাল কোর্টের বিজ্ঞ বিচারক তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে সম্প্রতি একটি রায় ঘোষণা করে মামলার কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন।

জানা যায়, গত বছরের ২১ মে নর্থ ব্রঙ্কস ইসলামিক সেন্টারে আসরের নামাজ শেষে ইমামতি বিষয়ে মসজিদ কমিটির কর্মকর্তার সঙ্গে তার এক বাগবিত-ার ঘটনার তিন দিন পর পুলিশ তার বাসায় হানা দেয়। তাকে বাসায় না পেয়ে তার মেয়েকে তারা বলে যায় তাকে পুলিশ প্রিসেঙ্কটে (পুলিশ স্টেশনে) যোগাযোগ করতে। পরে তিনি পুলিশ প্রিসেঙ্কটে যোগাযোগ করলে জানানো হয় তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসী হামলার অভিযোগ রয়েছে। গত বছর ১ জুন তিনি পুলিশ প্রিসেঙ্কটে যান এবং আইনজীবী নিয়োগ করেন। প্রিসেঙ্কটে যাওয়ার পর তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং কয়েক ঘন্টা পর তাকে কোর্টে হাজির করা হয়। আদালত তাকে জামিন দেন।

মামলাটি আট মাস চলার পর গত ১০ জানুয়ারি আদালত তাকে নির্দোষ ঘোষণা করে মামলাটি খারিজ করে কার্যক্রম বন্ধের নির্দেশ দেন।

নিউইয়র্কের নতুন কনসাল জেনারেল মনিরুল ইসলাম

(প্রথম পাতার পর)

মনিরুল ইসলাম। গত ২০ জানুয়ারি তিনি নতুন কনসাল জেনারেল যোগদান করেন। নিউইয়র্ক বাংলাদেশ কনস্যুলেটে যোগদানের আগে তিনি তুরস্কের ইস্তাম্বুলের বাংলাদেশ কনসুলেটে কনসাল জেনারেল হিসেবে কর্মরত ছিলেন। মনিরুল ইসলাম নিউইয়র্কের সাবেক কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুন্নেসার স্থলাভিষিক্ত হলেন। সাদিয়া ফয়জুন্নেসা রাষ্ট্রদূত হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে গত বছর ব্রাজিলে যোগদান করেন। মনিরুল ইসলাম নিউইয়র্ক কনস্যুলেট অফিসে বাংলাদেশ সরকারের ১৬তম কনসাল জেনারেল।

কূটনীতিক মনিরুল ইসলামের জন্ম মাদারীপুর জেলায়। শিক্ষাগত জীবনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। পাশ করার পর কিছুদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মেসী বিভাগে শিক্ষকতাও করেন মনিরুল ইসলাম। পরবর্তীতে তিনি ২০০১ সালে ২০তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে সহকারী সচিব হিসেবে যোগদান করেন। ইতোপূর্বে ইস্তাম্বুল ছাড়াও তিনি দেশের বাইরে জাপান ও নয়া দিল্লী দূতাবাসে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৭ সালে ইস্তাম্বুলে যোগদানের আগে মনিরুল ইসলাম ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রালয়ে ইকোনোমিক এ্যাফেয়ার্সের মহাপরিচালক হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর কনসাল জেনারেল মনিরুল ইসলাম কমিউনিটির সকল শ্রেণী-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার

আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Call Today:

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office
37-05 74st, 2nd Fl
Jackson Heights, NY 11372
917-744-7308, 718-457-0813

Jamaica Office
87-54 168th Street, 2nd Fl
Jamaica, NY 11432
718-406-5549

Long Island Office
1 Blacksmith Lane
Dix Hill, NY 11731
718-406-5549

Bronx Office
2148 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
718-406-5549

Ozone Park Office
175 B Forbell Street
Brooklyn, NY 11208
718-406-5549

Buffalo Office
859 Fillmore Ave
Buffalo, NY 14212
718-406-5549

জনগণের জন্য রাজনীতি

হায়দার মোহাম্মদ জিতু

বাঙালীর গ্রামীণ সংস্কৃতি যতটা সমৃদ্ধ, যতটা প্রশান্তির, ততটা বিশ্বের আর কোথাও কোনো স্থানে নেই। এই গ্রামীণ সংস্কৃতির একটা বিশেষ আঙিনাজুড়ে আছে চায়ের দোকান, পিঠা বিক্রির উনুন, রোদ পোহাবার খোলা জায়গা। এসব স্থানে আজও খুনসুটি হয়, তর্ক হয়, রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশে গ্রামীণ জনপদের জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের পাল্লা নির্ধারিত হয়। যদিও গ্রামীণ আবহ বলতে আগে যে বিদ্যুৎ, ইন্টারনেট, চিকিৎসাসহ নানা স্বল্পতার কথা চোখে ভাসত, তা এখন আর নেই।

বাঙালী বহুকালের সংঘাতসম রাজনৈতিক সংস্কৃতি হটিয়ে রাজনীতিকে উন্নয়ন এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার কাতারে নিয়ে এসেছে। যদিও এ কারণে সুযোগসন্ধানী রাজনৈতিক কারবারিরা বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছেন। কারণ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সমস্যা জিইয়ে মুনাফা লাভের রাজনীতি এবং জনগণকে জিম্মি করার রাজনীতিকে নির্বাসিত করেছেন। এ জন্য অবশ্যই মূল কৃতিত্ব বাংলার জনগণের। কারণ তারা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতি থেকে সরে উন্নয়নের রাজনীতিকে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নতুনেরে ভালোবেসেছেন।

এই নতুনেরে ভালোবাসার ফলস্বরূপ বিশ্ব উন্নয়নসূচকসহ জনগণের স্বপ্নযাত্রায় দেশ এগিয়েছে দুর্দান্ত প্রতাপের সঙ্গে। দেশের মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বেড়ে দুই হাজার ৫৫৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। বৈশ্বিক ষড়যন্ত্রের ঝোড়ো হাওয়ার ভেতরেও গেল অর্থবছরে বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছিল। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরির বিষয়টিও ধরে রেখেছে। শুধু তা-ই নয়, বিদেশি সাহায্য অর্থাৎ অনুদান এবং ঋণের ওপর দেশের নির্ভরশীলতা কমিয়েছে। দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ায় বিদেশি সহায়তায় অনুদানের পরিমাণ কমে ৫.৯৮ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ১৯৭১-৭২ অর্থবছরটিতে ছিল সর্বোচ্চ প্রায় ৮৪ থেকে ৮৬ শতাংশ।

দেশ সমুদ্রসীমা জয়, ছিটমহলের মতো গভীর অথচ সাংঘর্ষিক সমস্যাকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সমাধান করেছেন। মাথাপিছু আয় ৭১০ মার্কিন ডলার থেকে দুই হাজার ৫৫৪ ডলারে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এক বিলিয়ন ডলার থেকে প্রায় ৪৬ বিলিয়নে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র্যের হার ৩৪

> **বিস্তৃত অর্থে বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলো যেখানে এই পরিস্থিতিতে জীবন এবং অর্থনীতি সামাল দিতে টালমাটাল হয়েছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে, জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, সেখানেও শেখ হাসিনা বিস্ময়করভাবে সফলতা দেখিয়েছেন। বৈশ্বিকভাবে সাফল্যের উদাহরণ রচনা করেছেন।**

এর বাইরে রেমিট্যান্সকেন্দ্রিক যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সেটাতেও উন্নতি করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব মতে, ২০২০-২১ অর্থবছরটিতে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ২৪.৭২ বিলিয়ন ইউএস ডলার। বিদ্যুত্ব্যবস্থাকে উন্নীত করে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে আগামী দিনে দেশ বিদ্যুৎ রপ্তানির দিকে যাবে। এ ছাড়া এই ১৩ বছরে থেকে ২০.৫ শতাংশে নামিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দারিদ্র্যের বিষয়ে ব্যক্ত করেছেন আগামী ১০ বছর দেশ নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে বিশ্ব শক্তি আমেরিকার চেয়েও তা কমিয়ে আনবেন। আর এটা ভীষণ দুঃসাধ্য কিছুও নয়। কারণ তাদের দারিদ্র্যের হার প্রায় ১৮ শতাংশ।

আনন্দের বিষয় হলো, এমন অর্থনৈতিক উন্নয়ন যুদ্ধের পরও দেশ গবেষণা, উদ্ভাবন এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধরে রাখার লড়াইও জারি রেখেছে। পাশাপাশি বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতিও মোকাবেলা করেছে। বৈশ্বিক ইতিহাসে ডিজিটাইজেশনের কল্যাণে মানুষকে ঘরে রেখেই খাবার, ওষুধসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা করেছে। শুধু মুঠোফোনে এক বার্তা পাঠিয়েই খাবার পেয়েছে খেটে খাওয়া ও শ্রমজীবী জনগণ, যা করোনা পরিস্থিতিতে বিশ্ব ইতিহাসে দেশের জন্য গৌরবের, মানুষের জন্য আত্মবিশ্বাসের।

বিস্তৃত অর্থে বিশ্বের পরাশক্তিধর দেশগুলো যেখানে এই পরিস্থিতিতে জীবন এবং অর্থনীতি সামাল দিতে টালমাটাল হয়েছে, খেই হারিয়ে ফেলেছে, জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে, সেখানেও শেখ হাসিনা বিস্ময়করভাবে সফলতা দেখিয়েছেন। বৈশ্বিকভাবে সাফল্যের উদাহরণ রচনা করেছেন।

দিন দিন আরেকটি নির্বাচনের আবহ আসতে শুরু করেছে এবং সেটাকে সামনে রেখে এরই মধ্যে অনেকেই ইনিয়ে-বিনিয়ে অপতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এ ক্ষেত্রে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। বাঙালি যে উন্নয়নের রাজনীতি এবং জনগণের জন্য নিবেদনের রাজনীতি চর্চা শুরু করেছে, সেটাকে কেউ যেন নষ্ট করতে না পারে। এ ক্ষেত্রে সবার ঐক্যবদ্ধ আচরণ আবশ্যক। কারণ ভৌগোলিক সীমানার ক্ষেত্রেও এ দেশের অবস্থান মারাত্মক অবস্থানে। এ জন্য ষড়যন্ত্রের সীমানাও অজস্র। তাই এখন প্রয়োজন প্রবল জাতীয়তাবোধ এবং জাত্যভিমানের চর্চা।

লেখক: প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদ

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে

বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র

বাফেলো বাংলা

পড়ুন

www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, **Autism, Autistic,** শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন *premature Ejaculation *Low Libido * Impotence *পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা	আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেট ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

NEW ADDRESS
72-08 Broadway
Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS

Saturday	11:30 PM - 8PM
Sunday	11:30 PM - 8PM
Monday	11:30 PM - 8PM
Tuesday	11:30 PM - 8PM
Wednesday	11:30 PM - 8PM
Thursday	11:30 PM - 8PM
Friday	CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)	ডা. মঞ্জিলা রহমান গাইনোকলজিষ্ট

TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

MLS
Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine | সীমিত সময়ের জন্য 15% Off | Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY	JACKSON HEIGHTS PHARMACY	LONG ISLAND CITY CHEMISTS	OPEN
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102 Ph: 718-278-3772 e-mail: rph@astoriapharmacy.com www.astoriapharmacy.com	71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372 Ph: 718-779-1444 e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com www.jacksonheightspharmacy.com	30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106 Ph: 718-392-8049 e-mail: licchem@yahoo.com www.drugcabinet.com	10 am - 10 pm Monday to Friday Saturday 10 am - 5 pm

কভিড-পরবর্তী বিশ্ব যৌথভাবে গড়ে তুলতে এগিয়ে চলি

শি জিনপিং

চান্দ্র নববর্ষে বসন্তের আগমন উদযাপন করতে যাচ্ছে চীন। চীনা পঞ্জিকা অনুসারে এটি 'বাঘবর্ষ্র'। চীনা সংস্কৃতিতে বাঘ সাহসিকতা ও শক্তির প্রতীক। চীনা জনগণ প্রায়ই তেজস্বী ড্রাগন ও গতিশীল বাঘ কিংবা উঁচুতে ওড়া ড্রাগন ও লাফানো বাঘের উল্লেখ করে। মানবতা যে গুরুতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, তা মোকাবিলায় আমাদের অবশ্যই 'বাঘের সঙ্গে ডানা যুক্ত করতে হবে'। এগিয়ে যাওয়ার পথে সব বাধা অতিক্রম করতে বাঘের মতো সাহস ও শক্তি নিয়ে কাজ করতে হবে। মহামারির ছায়া মুছে ফেলতে এবং আর্থসামাজিক পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন জোরদারে আমাদের অবশ্যই প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে হবে, যাতে আশার সূর্যালোক মানবতার ভবিষ্যৎকে আলোকিত করতে পারে।

এক শতাব্দীতে কখনও দেখা যায়নি, বিশ্ব আজ এমন অনেক বড় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়, ঘটনা, দেশ বা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়; বরং আমাদের সময়ের সুগভীর এবং ব্যাপক পরিবর্তনগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে। কীভাবে মহামারিকে পরাস্ত করা যায় এবং কীভাবে কভিড-পরবর্তী বিশ্ব গড়ে তোলা যায়? এখন বিশ্বজুড়ে বড় এই ইস্যুগুলো মানুষের সাধারণ উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়া এগুলো প্রধান ও জরুরি প্রশ্ন, যার উত্তর আমাদের অবশ্যই দিতে হবে।

একটি চীনা প্রবাদে বলা হয়- 'পৃথিবীর গতিবেগ হয় বিকাশ লাভ করে বা হ্রাস পায়; বিশ্বের অবস্থা হয় অগ্রগতি লাভ করে অথবা পশ্চাদপসরণ করে।' বিশ্ব সব সময় বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে বিকশিত হচ্ছে। বৈপরীত্য ছাড়া কিছুই থাকবে না। মানবতার ইতিহাস হলো বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের এবং বিভিন্ন সংকটকে অতিক্রম করে উন্নয়নের ইতিহাস। ঐতিহাসিক অগ্রগতির যুক্তি অনুসরণ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং উন্নয়ন করতে হবে। সব উত্থান-পতন সত্ত্বেও মানবতা এগিয়ে যাবে। আমাদের দীর্ঘ ইতিহাসচক্রের তুলনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো কিছুর মধ্যে সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র পরিবর্তনও প্রত্যক্ষ করতে হবে। আমাদের সংকটের মধ্যে নতুন সুযোগ তৈরি করতে হবে; পরিবর্তনশীল দৃশ্যপটে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে হবে এবং অসুবিধা ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দুর্দান্ত শক্তি যোগ করতে হবে।

প্রথমত, আমাদের সহযোগিতার পথে যেতে হবে এবং যৌথভাবে মহামারিকে পরাস্ত করতে হবে। এক শতাব্দীতে একবারের মহামারির মুখোমুখি হয়ে, যা মানবতার ভবিষ্যৎকে প্রভাবিত করবে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি দৃঢ় যুদ্ধ করেছে। বাস্তবিক ঘটনাগুলো আবারও প্রমাণ করেছে- বিশ্বব্যাপী সংকটের প্রবল স্রোতের মধ্যেও দেশগুলো প্রায় ১৯০টি ছোট নৌকায় আলাদাভাবে উঠছে না, বরং সবাই এক বিশাল জাহাজে রয়েছে, যার ওপর আমাদের সমন্বিত ভাগ্য নির্ভর করে। ছোট নৌকাগুলো ঝড় থেকে বাঁচতে পারে না, কিন্তু একটি বিশাল জাহাজ ঝড়কে মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমন্বিত প্রচেষ্টাগুলোকে ধন্যবাদ, মহামারির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী লড়াইয়ে বড় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এটি একটি প্রলম্বিত মহামারি হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে; ভিন্ন ভিন্ন ধরন নিয়ে পুনরুত্থিত হচ্ছে; আগের চেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। এটি মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের জন্য গুরুতর হুমকি সৃষ্টি করছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলছে।

দৃঢ় আত্মবিশ্বাস এবং সহযোগিতা মহামারিকে পরাস্ত করার একমাত্র সঠিক উপায় হিসেবে প্রতিভাত। একে অপরকে পেছনে টেনে ধরা বা দোষারোপ করা এই মহামারি মোকাবিলায় কেবলই অপ্রয়োজনীয় বিলম্বের কারণ হবে এবং সামগ্রিক লক্ষ্যবস্তু থেকে আমাদের মনোযোগ ভিন্নমুখী করবে। কভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদার করতে হবে; ওষুধের গবেষণা ও উন্নয়নে সক্রিয় সহযোগিতা চালাতে হবে; করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে যৌথভাবে বহুবিধ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে এবং সবার জন্য স্বাস্থ্যের একটি বৈশ্বিক সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করতে হবে। বিশেষ গুরুত্বের বিষয় হলো- লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসেবে টিকার পূর্ণ ব্যবহার; এর সুষম বণ্টন নিশ্চিত; দ্রুত টিকা প্রদান এবং বিশ্বব্যাপী টিকাদানের বৈষম্য দূর করা; যাতে সত্যিকার অর্থে মানুষের জীবন, স্বাস্থ্য ও জীবিকা রক্ষা করা যায়।

চীন এমন একটি দেশ, যে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। চীন এরই মধ্যে ১২০টির বেশি দেশে এবং আন্তর্জাতিক সংস্থায় দুই বিলিয়ন ডোজ টিকা পাঠিয়েছে। এর পরও চীন আফ্রিকান দেশগুলোকে আরও এক বিলিয়ন ডোজ দেবে, যার মধ্যে ৬০০ মিলিয়ন ডোজ দেওয়া হবে অনুদান হিসেবে। এ ছাড়া চীন ১৫০ মিলিয়ন ডোজ টিকা আসিয়ানভুক্ত দেশগুলোকে দান করবে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের বিভিন্ন ঝুঁকির সমাধান করতে হবে এবং বিশ্ব অর্থনীতির স্থিতিশীল পুনরুদ্ধার কার্যক্রমকে উৎসাহিত করতে হবে। বিশ্ব অর্থনীতি খাদ থেকে উঠে এলেও এখনও অনেক প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি। বিশ্বব্যাপী শিল্প ও সরবরাহ চেইন ব্যাহত হয়েছে। দ্রব্যমূল্য অব্যাহতভাবে বেড়ে চলেছে। জ্বালানি সরবরাহ টানটান। এই ঝুঁকিগুলো একটি অন্যটিকে জটিল করে তোলে এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে অনিশ্চয়তা বাড়ায়। বিশ্বব্যাপী নিম্ন মুদ্রাস্ফীতির পরিবেশ উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং একাধিক কারণে মুদ্রাস্ফীতির ঝুঁকি দেখা যাচ্ছে। বৃহৎ অর্থনীতিগুলো যদি তাদের মুদ্রানীতি কঠোর করে কিংবা উল্টো পথে চলে, তাহলে গুরুতর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। তারা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক স্থিতিশীলতার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো এর আসল অভিঘাত বহন করবে। চলমান কভিড-১৯ প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির নতুন চালক, সামাজিক জীবনের নতুন পদ্ধতি এবং মানুষে মানুষে বিনিময়ে নতুন পথগুলো অন্বেষণ করতে হবে, যাতে আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্য সহজতর করা যায়; শিল্প ও সরবরাহ চেইন সুরক্ষিত ও মসৃণ রাখা যায় এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের স্থির ও দৃঢ় অগ্রগতি বৃদ্ধি করা যায়।

অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন সময়ের প্রবণতা। যদিও নদীতে বিপরীত স্রোতের অস্তিত্ব নিশ্চিত, তবে কেউই এটিকে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হতে বাধা দিতে পারেনি। চালিকাশক্তিগুলো নদীর গতিকে শক্তিশালী করে, অন্যদিকে প্রতিরোধ এর প্রবাহকে বাড়িয়েও তুলতে পারে। ঠিক নদীর মতোই পথের বিপরীত স্রোত এবং বিপজ্জনক মাছের ঝাঁক সত্ত্বেও অর্থনৈতিক বিশ্বায়ন কখনোই পথভ্রষ্ট হয়নি এবং হবেও না। বিশ্বব্যাপী দেশগুলোর উচিত সত্যিকারের বহুপাক্ষিকতাবাদ বহাল রাখা। আমাদের বাধাগুলো অপসারণ করা উচিত; দেয়াল খাড়া করা নয়। আমাদের উচিত উন্মুক্ত করা; বন্ধ করা নয়। আমাদের চাওয়া উচিত সংহতি; বিচ্ছেদ নয়। এটি একটি উন্মুক্ত বিশ্ব অর্থনীতি গড়ে তোলার উপায়। আমাদের উচিত বিশ্বব্যাপী শাসনব্যবস্থার সংস্কারকে ন্যায্যতা ও ন্যায়বিচারের নীতিতে পরিচালিত করা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাকে কেন্দ্রে রেখে বহুপক্ষীয় বাণিজ্য ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখা। আমাদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য পূর্ণ পরামর্শের ভিত্তিতে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য এবং কার্যকর নিয়ম তৈরি করা উচিত এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের জন্য একটি উন্মুক্ত, ন্যায়সংগত ও বৈষম্যহীন পরিবেশ তৈরি করা উচিত। এটি অর্থনৈতিক বিশ্বায়নকে আরও উন্মুক্ত, অন্তর্ভুক্তিমূলক, ভারসাম্যপূর্ণ এবং সবার জন্য কল্যাণকর করা এবং বিশ্ব অর্থনীতির প্রাণশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করার উপায়।

আমাদের মধ্যে একটি সাধারণ বোঝাপড়া হলো, বিশ্ব অর্থনীতিকে সংকট থেকে পুনরুদ্ধারের দিকে নিয়ে যেতে সামষ্টিক-নীতি সমন্বয় জোরদার করা অপরিহার্য। প্রধান অর্থনীতিগুলোর উচিত বিশ্বকে এক সম্প্রদায় হিসেবে দেখা; আরও নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে চিন্তা করা; নীতির স্বচ্ছতা এবং তথ্য আদান-প্রদান বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক ও মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য, তীব্রতা এবং গতির সমন্বয় করা, যাতে বিশ্ব অর্থনীতির পুনরায় ধস রোধ করা যায়। প্রধান উন্নত দেশগুলোর উচিত হবে দায়িত্বশীল অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ; নীতির প্রসারণ পরিচালনা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর ওপর মারাত্মক প্রভাব এড়ানো। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে বৈশ্বিক ঐকমত্য তৈরি করতে; নীতিগত সমন্বয় বাড়াতে এবং পদ্ধতিগত ঝুঁকি প্রতিরোধ করতে।

মানবতার জন্য এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ হলো শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য সমানভাবে লাভজনক সহযোগিতা। বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একসঙ্গে সমৃদ্ধ হতে পারে এবং পার্থক্যগুলো দূরে সরিয়ে রেখে সাধারণ ভিত্তি এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য সমান ফলাফলের সন্ধান করতে পারে।

তৃতীয়ত, আমাদের উন্নয়ন বিভাজন দূর এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। বৈশ্বিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে, উত্তর-দক্ষিণ ব্যবধান বাড়ছে, পুনরুদ্ধারের গতিপথ বিচ্ছিন্ন হচ্ছে, উন্নয়ন চ্যুতিরেখা এবং প্রযুক্তিগত বিভাজনের মতো আরও অভিনব সমস্যা তৈরি করছে। গত ৩০ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো মানব উন্নয়ন সূচক কমেছে। বিশ্বের দরিদ্র জনসংখ্যা ১০০ মিলিয়নেরও বেশি বেড়েছে। প্রায় ৮০০ মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধার্ত থাকছে। খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, ওষুধ, স্বাস্থ্য এবং জনগণের জীবিকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য ক্ষেত্রে অসুবিধা বাড়ছে। কিছু উন্নয়নশীল দেশ মহামারির কারণে দারিদ্র্য ও অস্থিতিশীলতার মধ্যে পতিত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোও অনেক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে দিনযাপন করছে।

পথে যত বাধাই আসুক না কেন, আমাদের অবশ্যই একটি জনকেন্দ্রিক উন্নয়নের দর্শন মেনে চলতে হবে; বিশ্বব্যাপী সামষ্টিক-নীতিতে উন্নয়ন এবং জীবিকাকে সামনে ও কেন্দ্রে রাখতে হবে; টেকসই উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে হবে এবং বিশ্বব্যাপী ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়নের জন্য আমাদের উন্নয়ন সহযোগিতার বিদ্যমান প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে। আমাদের সাধারণ কিন্তু ভিন্নধর্মী দায়িত্বের নীতিকে সমুন্নত রাখতে হবে; উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে উন্নীত করতে হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনে কপ২৬-এর ফলাফল বাস্তবায়ন করতে হবে। উন্নত অর্থনীতিগুলোর উচিত তাদের নির্গমন হ্রাসের দায়িত্ব পালনে নেতৃত্ব দেওয়া; তাদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও টেকসই উন্নয়ন অর্জনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা।

গত বছর আমি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে একটি বৈশ্বিক উন্নয়ন উদ্যোগ পেশ করেছিলাম, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে জরুরি চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি, তার প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। উদ্যোগটি সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণকর, যা সমগ্র বিশ্বের জন্য উন্মুক্ত। যার লক্ষ্য হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ এজেন্ডার সঙ্গে সমন্বয় সাধন এবং সারাবিশ্বে সাধারণ উন্নয়নকে জোরদার করা। চীন সব অংশীদারের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্যোগকে বাস্তব রূপ দিতে এবং এ প্রক্রিয়ায় কোনো দেশ যাতে পিছিয়ে না থাকে, তা নিশ্চিত করতে প্রস্তুত।

চতুর্থত, আমাদের শীতল যুদ্ধের মানসিকতা পরিত্যাগ এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান-সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য লাভজনক ফলাফল অনুসন্ধান করতে হবে। আমাদের পৃথিবী আজ শান্তিপূর্ণ হওয়া থেকে অনেক দূরে; বিদ্বেষ ও পক্ষপাত উদ্রেককারী আড়ম্বরপূর্ণ ভাষার ব্যবহার প্রচুর। নিয়ন্ত্রণ, দমন বা সংঘাতের মতো কাজগুলো বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সর্বৈব ক্ষতি বয়ে আনে, যা সামান্যতম কল্যাণকর নয়। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে- সংঘর্ষ সমস্যার সমাধান করে না; এটা কেবল বিপর্যয়কর পরিণতিকে আমন্ত্রণ জানায়। সুরক্ষাবাদ ও একতরফাবাদ কাউকে রক্ষা করতে পারে না; তারা শেষ পর্যন্ত অন্যদের পাশাপাশি নিজের স্বার্থকেও আঘাত করে। আধিপত্য এবং উৎপীড়নের অনুশীলনগুলো আরও খারাপ, যা ইতিহাসের গতিধারার বিপরীতে চলে। স্বভাবতই দেশগুলোর মধ্যে ভিন্নতা ও মতানৈক্য রয়েছে। তবুও একটি শূন্য-সমষ্টি পদ্ধতি, যা অন্যের ব্যয়ে নিজের লাভকে প্রসারিত করে তা সাহায্য করবে না। অন্যান্য দেশের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি আটকে রাখতে জাতীয় নিরাপত্তার ধারণা প্রসার এবং বিশ্বকে মেরুকরণের মাধ্যমে ছোট বৃত্ত বা ব্লককে উৎসাহের সঙ্গে একত্র করে 'উচ্চ প্রাচীরসহ একচেটিয়া অঙ্গন' বা 'সমান্তরাল ব্যবস্থা' নির্মাণের কাজ; মতাদর্শগত বৈরিতাকে উস্কে দেওয়া এবং অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিষয়গুলোর রাজনৈতিকীকরণ সাধারণ চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে গুরুতরভাবে দুর্বল করবে।

মানবতার জন্য এগিয়ে যাওয়ার সঠিক পথ হলো শান্তিপূর্ণ উন্নয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য সমানভাবে লাভজনক সহযোগিতা। বিভিন্ন দেশ ও সভ্যতা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধার ভিত্তিতে একসঙ্গে সমৃদ্ধ হতে পারে এবং পার্থক্যগুলো দূরে সরিয়ে রেখে সাধারণ ভিত্তি এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য সমান ফলাফলের সন্ধান করতে পারে।

আমাদের উচিত ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করা; একটি স্থিতিশীল আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার জন্য কাজ করা; মানবতার সাধারণ মূল্যবোধগুলো সমর্থন করা এবং মানব জাতির সমন্বিত ভবিষ্যতের জন্য একটি সম্প্রদায় গড়ে তোলা। আমাদের উচিত সংঘাতের পরিবর্তে সংলাপ বেছে নেওয়া; বাদ দেওয়ার পরিবর্তে অন্তর্ভুক্তি এবং সব ধরনের একতরফাবাদ, সুরক্ষাবাদ, আধিপত্য বা ক্ষমতার রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো।

গত বছর চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিসি) তার প্রতিষ্ঠার ১০০তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে। এক শতাব্দীর কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সিপিসি দেশের অগ্রগতি ও জনগণের জীবনযাত্রার উন্নতিতে সাফল্য অর্জনে চীনা জনগণকে একতাবদ্ধ করেছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে। আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী সব দিক দিয়ে একটি মাঝারি মানের সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছি ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হয়েছি এবং চরম দারিদ্র্য অবসানের ঐতিহাসিক সমাধান খুঁজে পেয়েছি। এখন চীন সর্বক্ষেত্রে একটি আধুনিক সমাজতান্ত্রিক দেশ গড়ার পথে নতুন যাত্রা শুরু করছে।

চীন উচ্চমানের উন্নয়ন অন্বেষণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। চীনের অর্থনীতি সামগ্রিকভাবে ভালো গতিপথে রয়েছে। গত বছর চমৎকার উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং তুলনামূলক কম মুদ্রাস্ফীতির দ্বৈত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে আমাদের জিডিপি প্রায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনগুলো প্রচন্ড চাপ নিয়ে এসেছে, তবে শক্তিশালী স্থিতিস্থাপকতা, বিপুল সম্ভাবনা এবং দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বেও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত চীনা অর্থনীতির মৌলিক বিষয়গুলো অপরিবর্তিত রয়েছে। চীনের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে আমরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসী।

'একটি দেশের সম্পদ তার জনগণের প্রাচুর্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়।' উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ধন্যবাদ, চীনা জনগণ অনেক উন্নত জীবনযাপন করছে। তা সত্ত্বেও আমরা গভীরভাবে সচেতন যে আরও উন্নত জীবনের জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের এখনও অনেক কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। চীন স্পষ্ট করেছে- আমরা ব্যক্তিবিশেষের সার্বিক উন্নয়ন এবং সমগ্র জনসংখ্যার সাধারণ সমৃদ্ধির জন্য আরও দৃশ্যমান ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির চেষ্টা করছি। এ লক্ষ্য পূরণে আমরা সর্বক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রম করছি। আমরা যে সাধারণ সমৃদ্ধি কামনা করি, তা সমতাবাদ নয়। উপমা দিয়ে বলা যায়, আমরা প্রথমে পাইটি বড় করব এবং তার পরে যুক্তিসংগত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি সঠিকভাবে ভাগ করব। একটি ক্রমবর্ধমান জোয়ার যেমন সমস্ত নৌকাকে ভাসিয়ে তোলে, তেমনি সবাই উন্নয়ন থেকে ন্যায্য অংশ পাবে এবং উন্নয়নের প্রাপ্তি আমাদের জনগণকে আরও উল্লেখযোগ্য এবং ন্যায়সংগত উপায়ে উপকৃত করবে।

চীন সংস্কার ও উন্মুক্তকরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। চীনের জন্য সংস্কার ও উন্মুক্তকরণ সব সময় প্রক্রিয়াধীন কাজ। আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে যে পরিবর্তনই হোক না কেন, চীন সর্বদা সংস্কার ও উন্মুক্তকরণের ব্যানার উঁচু করে রাখবে। চীন বাজারকে সম্পদ বরাদ্দের ক্ষেত্রে একটি নির্ধারক ভূমিকা পালন করতে দেবে এবং সরকার যাতে তার ভূমিকা আরও ভালোভাবে পালন করে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। আমরা সরকারি খাতকে একত্রীকরণ ও উন্নয়নে অবিচল থাকব, ঠিক যেমন আমরা বেসরকারি খাতের উন্নয়নকে উৎসাহিত, সমর্থন এবং পথনির্দেশনায় অবিচল। আমরা একটি একীভূত, উন্মুক্ত, প্রতিযোগিতামূলক এবং সুশৃঙ্খল বাজার ব্যবস্থা গড়ে তুলব, যেখানে সব ব্যবসা আইনের সামনে সমান মর্যাদা ভোগ করবে এবং বাজারে সমান সুযোগ পাবে। চীনে আইন ও প্রবিধান মেনে কাজ করার জন্য এবং দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের জন্য সব ধরনের পুঁজিকে স্বাগত জানানো হয়। চীন উচ্চমানের উন্মুক্তকরণের সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখবে; নিয়ম, ব্যবস্থাপনা এবং মান পূর্ণ করে এমন প্রাতিষ্ঠানিক উন্মুক্তকরণ ক্রমাগতভাবে এগিয়ে নেবে; বিদেশি ব্যবসায়ের প্রতি জাতীয়ের মতো আচরণ করবে এবং উচ্চমানের বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতার প্রচার করবে। এই বছরের ১ জানুয়ারি রিজিওনাল কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক পার্টনারশিপ (আরসিইপি) চুক্তি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চীন বিশ্বস্ততার সঙ্গে তার বাধ্যবাধক তা পূরণ করবে এবং অন্যান্য আরসিইপি পক্ষের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক গভীর করবে। চীন আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক অর্থনীতিতে আরও একীভূতকরণ এবং পারস্পরিক সুবিধা অর্জন ও সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জন্য লাভজনক ফলাফলের লক্ষ্যে কম্প্রিহেনসিভ অ্যান্ড প্রগ্রেসিভ এগ্রিমেন্ট ফর ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ (সিপিটিপিপি) এবং ডিজিটাল ইকোনমি পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্টে (ডিইপিএ) যোগদানের জন্য কাজ চালিয়ে যাবে।

চীন পরিবেশগত সংরক্ষণের প্রচারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে। যেমনটি বহুবার বলেছি, সম্পদের ক্ষয় এবং পরিবেশগত অবনতির মূল্যে আমাদের কখনোই অর্থনীতির বিকাশ করা উচিত নয়, যা মাছ পাওয়ার জন্য পুকুর নিস্কাশনের মতো বা পরিবেশ রক্ষার জন্য আমাদের প্রবৃদ্ধিকে বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়, যা মাছ ধরার জন্য গাছে আরোহণের মতো। আমাদের দর্শন বলে- পরিস্কার পানি এবং সবুজ পর্বতগুলো সোনা ও রৌপ্যের মতোই মূল্যবান। চীন তার পাহাড়, নদী, বন, কৃষিভূমি, হ্রদ, তৃণভূমি ও মরুভূমিগুলোর সামগ্রিক সংরক্ষণ করেছে এবং নিয়মতান্ত্রিক শাসন চালিয়েছে। আমরা বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থা সংরক্ষণ, দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকে তীব্রতর করতে এবং আমাদের জনগণের জীবনযাত্রা ও কাজের পরিবেশ উন্নত করতে যা যা করা যায়, তা করি। চীন এখন বিশ্বের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যান ব্যবস্থাপনা স্থাপন করছে। গত বছর আমরা সফলভাবে জীববৈচিত্র্য কনভেনশন কপ১৫ আয়োজন করেছি এবং একটি পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর বিশ্ব গড়তে চীনের অংশের অবদান রেখেছি।

কার্বন নির্গমন সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছানো এবং কার্বন নিরপেক্ষতা চীনের নিজস্ব উচ্চমানের উন্নয়নের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনীয়তা ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অঙ্গীকার। চীন প্রতিশ্রুতিকে সম্মান করবে এবং তার লক্ষ্যে কাজ করে যাবে। আমরা ২০৩০ সালের আগে কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের সর্বোচ্চ মাত্রা সম্পন্ন করতে একটি কর্মপরিকল্পনা উন্মোচন করেছি, যা জ্বালানি, শিল্প এবং নির্মাণের মতো নির্দিষ্ট খাতের জন্য বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অনুসরণ করে। চীনে এখন বিশ্বের বৃহত্তম কার্বন বাজার এবং বৃহত্তম পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা রয়েছে: চীনের নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ক্ষমতা এক বিলিয়ন কিলোওয়াট ছাড়িয়ে গেছে এবং ১০০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বায়ু এবং ফটোভোলটাইক (সৌর) বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। কার্বনের সর্বোচ্চ নির্গমন এবং কার্বন নিরপেক্ষতা রাতারাতি বাস্তবায়ন করা যায় না। দৃঢ় এবং স্থির পদক্ষেপের মাধ্যমে চীন নতুন জ্বালানির নির্ভরযোগ্য প্রতিস্থাপনের জন্য চিরাচরিত জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে বন্ধে একটি সুশৃঙ্খল পন্থা অনুসরণ করবে। এই পন্থা, যা পুরাতনকে পর্যায়ক্রমে বিলুপ্ত করে এবং নতুনকে আনার সমন্বয় করে, তা স্থির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করবে। চীন জলবায়ু-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকবে এবং একটি সবুজতর অর্থনীতি ও সমাজে সম্পূর্ণ রূপান্তরের জন্য যৌথভাবে কাজ করবে।

বেইজিং অলিম্পিক এবং প্যারা-অলিম্পিক শীতকালীন গেমস শিগগিরই শুরু হবে। আমরা আত্মবিশ্বাসী- চীন বিশ্বকে একটি সুবিন্যস্ত, নিরাপদ এবং জাঁকজমকপূর্ণ গেমস উপহার দেবে। বেইজিং ২০২২-এর দাপ্তরিক স্লোগান- 'একসঙ্গে একটি সমন্বিত ভবিষ্যতের জন্য'। আসুন, আমরা পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হাত মেলাই এবং একটি সমন্বিত ভবিষ্যতের জন্য একসঙ্গে কাজ করি।

লেখক: গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রেসিডেন্ট; নিবন্ধটির বঙ্গানুবাদ ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস সূত্রে প্রাপ্ত

সাউথ ইষ্ট ইউএসএ গ্রুপ
দিচ্ছে নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলের নিশ্চয়তা

আপনি অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার দ্বারা আপনার ট্যাক্স ফাইল করুন

অন্যথায় সামান্য ভুলের কারণে আপনি পেতে পারেন আইআরএস নোটিশ!

আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপেয়ার।
যারা নির্ভূল ট্যাক্স ফাইল করতে সম্পুর্ণ অভিজ্ঞ।

মনে রাখবেন এবারের ট্যাক্স ফাইল হবে খুবই জটিল

কারণ এসবিএ লোন, পিপি লোন, আনএমপ্লয়মেন্ট,
স্টিমুলাস রিকভারি রিবেট, এবং চাইল্ড ক্রেডিট।

tax time!

ক্রেডিট লাইন ভাল হলে সহজেই বাড়ি গাড়ি ফার্নিচার
ইত্যাদি কিনতে পারবেন। জীবনযাপন মসৃন হবে।

আপনার ক্রেডিট সমস্যার সমাধান করতে চাইলে
আজই যোগাযোগ করুন।

Confidential & safe

SOUTHEST USA GROUP, INC.

Debt Settlement and Credit Repair

74-09 37th Avenue, 2nd FL, Room# 206, Jackson heights, NY 11372

Phone: 718-639-6207 Cell: 917-566-1612

Email: usa.bd54@gmail.com

অগ্রগতির অন্তরায় দুর্নীতি

এ কে এম আতিকুর রহমান

বিশ্বের ১৮০টি দেশের তথ্য নিয়ে বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) কর্তৃক পরিচালিত 'দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই)-২০২১' অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়েছে। গত বছর বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১২তম। এবার ১৩তম হয়েছে। তবে করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্স (সিপিআই) বা দুর্নীতির ধারণা সূচকে আগের তিন বছরের মতো বাংলাদেশের স্কোর ২৬।

এর আগে ২০২০, ২০১৯ ও ২০১৮ সালেও একই স্কোর ছিল।

এই প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেছেন, বাংলাদেশের অনেক সম্ভাবনা আছে। দেশের অর্থনীতির অনেক অগ্রগতি হয়েছে। দুর্নীতির পেছনে ক্ষমতার অপব্যবহার, বিচারহীনতা, মত প্রকাশ ও জবাবদিহির অভাবকে অন্যতম কারণ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

গত ২৬ জানুয়ারী বুধবার বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ বাংলাদেশ ব্যবসায় পরিবেশ-২০২১ : উদ্যোক্তা জরিপের যে ফল প্রকাশ করেছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ৬৮ শতাংশ ব্যবসায়ী মনে করেন দুর্নীতি ব্যবসার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। দুর্নীতির পাশাপাশি অদক্ষ আমলাতন্ত্রও একটি সীমাবদ্ধতা বলে মনে করে সিপিডি।

প্রশ্ন হচ্ছে, দুর্নীতি দূর করা যাচ্ছে না কেন?

১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই বঙ্গভবনে নবনিযুক্ত জেলা গভর্নরদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দেওয়া ভাষণটি সম্প্রতি নজরে এলো। নির্দেশনামূলক অনেক কথাই উঠে এসেছিল তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায়। বঙ্গবন্ধু খুব ভালোভাবেই জানতেন বাংলার সাধারণ মানুষের মনের কথা, সরকারি অফিস-আদালতে গিয়ে তাদের অসহায়ত্বের কথা, তাদের প্রাত্যহিক জীবনের সুবিধা-অসুবিধার কথা। আর সে কারণেই তিনি ওসব বিষয়কে প্রাধান্য দিতে ভুল করেননি।

সেটি ছিল দেশের সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ অর্থাৎ মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করার পথপরিক্রমায় গৃহীত প্রাথমিক পদক্ষেপ। জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আলোকে দেশকে উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই সেদিন বঙ্গবন্ধু প্রশাসনকে ওভাবে সাজাতে চেয়েছিলেন। তিনি শোষণের জাঁতাকল থেকে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করার জন্য ওই চিন্তা করেছিলেন।

দেশের রাজনৈতিক আর আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট যে ধারায়ই প্রবাহিত হোক না কেন, বিদ্যমান দুর্নীতি বাস্তব অর্থে যেকোনো পদ্ধতির প্রশাসনের জন্যই যে এক বড় অন্তরায়, তা কোনো রাখঢাক ছাড়াই বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে। দুর্নীতি প্রসঙ্গে কথা বলার শুরুতেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'বড় জিনিস হলো, একটা লাস্ট কথা, যেটা আমি বারবার বলি, করাপশন। আমি আমার সহকর্মীদের ভেতর থেকে যাদের দিচ্ছি এবং এ পর্যন্ত যাদের আমি গভর্নর করেছি, তাদের প্রতি সরকারি কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে সবার প্রতি আমার আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি, তারা করাপশনের ঊর্ধ্বে থাকবে। কিন্তু শুধু নিজেরা ঘুষ খাওয়াই করাপশন নয়। এ সম্পর্কে আমার কথা হলো করাপ্ট পিপলকে সাহায্য করাও করাপশন। নেপোটিজমও কিন্তু এ টাইপ অব করাপশন। স্বজনপ্রীতিও করাপশন। আপনারা এসব বন্ধ করুন। কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই। কারো ভয় নেই। আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করবেন না। আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি।'

এ কথা সত্য, প্রশাসনিক ওই কাঠামোতে বাংলাদেশ আর হাঁটতে পারেনি। ফলে দুর্নীতির সেই যে মহামুক্তি ঘটল, বোধ হয় সেই গতি আর থামানো যায়নি। নির্মূল হওয়া তো দূরের কথা, বিন্দুমাত্র কমেনি, আরো বেগবান হয়ে পাকাপোক্ত হয়ে গেড়ে বসে। অনুকূল পরিবেশ আর আন্তরিক পরিচর্যায় বরং বিস্তারিত নতুন নতুন ডালাপালা আর ফুলে-ফলে ভরে দুর্নীতি নামের বৃক্ষটি আজ এক বিস্ময়কর মহীরুহে পরিণত হয়েছে। তার সেই ছায়া-সুনিবিড় ছত্রচ্ছায়ায় মহাধুমধামে চলছে হাজার মানুষের আরাম-আয়েশের মহাকীর্তন। অন্যদিকে দেশের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন আর সাধারণ মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন মরীচিকার মতো দূর থেকে দূরে, দৃষ্টির সীমানা পেরিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে গেল।

> **পৃথিবীর অনেক দেশেই দুর্নীতি রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মতো খুব কম দেশেই দুর্নীতিবাজদের এমন বেপরোয়া ও নির্লজ্জ হতে দেখা যায়। অথচ লাখো শহীদের রক্তে এ দেশের জন্ম। কোথায় আমাদের সেই অঙ্গীকার আর দেশপ্রেম? আমরা কি বাংলাদেশকে একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশে পরিণত করতে পারি না? দুর্নীতিকে এ দেশের মাটি থেকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করার আরেকটি মুক্তিসংগ্রামে আমরা কি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি না?**

বঙ্গবন্ধুর ওই ভাষণে আমরা দুর্নীতির যে প্রকারগুলোর উল্লেখ পাই তা হলো, সরাসরি ঘুষ খাওয়া, দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে দুর্নীতিতে সাহায্য করা এবং স্বজনপ্রীতি। স্বজনপ্রীতি আর ঘুষখোরদের সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'আর আজ আমার কাছে আপনারা তওবা করে যান যে স্বজনপ্রীতি করবেন না। ঘুষখোরদের সাহায্য করবেন না। মাত্র কয়েকটি লোকের জন্যই বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ দূর করা যায় না—আমি এর প্রতিকার দেখতে চাই।'

১৯৭৫ থেকে ২০২২। সময়ের এ ব্যাপ্তিতে দুর্নীতির প্রকারভেদে কোনো হেরফের ঘটেছে বলে মনে হয় না। সেই সময় হয়তো গুটিকয়েক লোকের সরাসরি ঘুষ খাওয়ার বা দুর্নীতির সঙ্গে ওঠাবসার অভ্যাস ছিল। তখন তার প্রতিকার করা যায়নি বলেই আজকে আমাদের প্রতিটি পদে খেসারত দিতে হচ্ছে। দুর্নীতির মাত্রা ও ব্যাপ্তি যে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। দুর্নীতির বীজ যখন রয়ে গেছে এবং দেশের অর্থনীতির আকার যখন অনেকটাই বেড়ে গেছে, তখন দুর্নীতির বীজের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে চারদিকে তো ছড়াবেই। কারণ ক্ষেতে নিড়ানি না পড়লে ঘাসেই একদিন ফসল খেয়ে ফেলে—এটাই বাংলার কৃষক এত দিন দেখে আসছেন। আমরাও যে দেখি না তা কিন্তু নয়, তবে কিছু বলি না বা কিছু করার ক্ষমতাই আমাদের নেই।

স্বজনপ্রীতি দুর্নীতিরই আরেকটি রূপ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। স্বজনকে সুবিধা প্রদান বা নিজস্ব দুর্নীতিকে ঢেকে রাখার জন্য স্বজনকে ব্যবহার করা—সব দুর্নীতিরই নামান্তর। স্বজনপ্রীতি শুধু অন্যায়ই নয়, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা। স্বজনপ্রীতি সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে দুর্বল করে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মেরুদণ্ডে আঘাত হানে। আর সেই দুর্বল মেরুদণ্ডের ওপর রাষ্ট্র কখনো ভর করে দাঁড়াতে পারে না। এ অবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়নেরই ব্যাঘাত ঘটে না, অস্তিত্বের হুমকিতে উপনীত হয়। স্বজনপ্রীতি রাষ্ট্রযন্ত্রটাকে একদিন বিকল করে দেয়। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, স্বজনপ্রীতিকে উৎসাহিত করার অর্থ দেশকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেওয়া, সমাজে অন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করা।

দুর্নীতির হাতে বন্দি সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কথা বঙ্গবন্ধুর অজানা ছিল না বলেই তিনি সেদিন বলেছিলেন, 'মাঝে মাঝে আমার অসহ্য লাগে, যখন ভাবি, কেন এই করাপশন সমাজের মধ্যে ঢুকেছে?' দুর্নীতির থাবা থেকে তাঁর প্রিয় দেশবাসীকে রক্ষা করার জন্য তিনি দুর্নীতি বন্ধ করাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তিনি আশা করে বলেছেন, 'অন্য কাজ করুন বা না করুন, এটা করবেন। দুর্নীতি যেন আর না থাকে।'

দুর্নীতি একটি সমাজ বা দেশের জন্য কতটা ভয়াবহ তা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন ছিল না। কারণ তিনি যে এই মানুষের মধ্যে, বাংলার এই আলো-বাতাস-মাটি-জলেই বড় হয়েছেন। তাইতো বঙ্গবন্ধু সব কিছুর ঊর্ধ্বে দুর্নীতি বন্ধ করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সমাজ থেকে দুর্নীতি তাড়াতে না পারলে যে দেশ থেকে দুর্নীতি তাড়ানো যাবে না। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে সমাজের প্রত্যেক মানুষই জানে ও চেনে। যখন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তির অঙ্গুলি হেলনে সমাজের শ্বাস-প্রশ্বাস চলে, তখন সেই সমাজব্যবস্থায় ন্যায়, সততা ও আইনের শাসনের মৃত্যু ঘটে। একদিন সেই সমাজ তথা দেশ দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়। সমাজ থেকে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, মনুষ্যত্ব ও ধর্মীয় অনুশাসনের বিলুপ্তি ঘটে। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের দাপটে সৎ মানুষগুলো বেঁচে থাকার ন্যূনতম সুযোগও খুঁজে পায় না।

সরকারি অফিস-আদালতে কোনো সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষকে ঘুষ দিতে হয়, না হলে কোনো সেবাই পাওয়া যায় না। এই ঘুষের জন্য তাদের যেভাবে হেনস্তার শিকার হতে হয় তা বঙ্গবন্ধু জানতেন। কারণ তিনি ছিলেন এ দেশের মাটি ও মানুষের অতি কাছের জন, আপন মানুষ। বঙ্গবন্ধু ছিলেন ওই অবহেলিত মানুষেরই নেতা। তিনি বলতে ভুলে যাননি, 'আর একটি কথা আমি আজ আপনাদের বলে দিতে চাই। থানায় এসে যেন মানুষ বসতে পারে, তাদের যেন পয়সা দিতে না হয়। সাবরেজিস্ট্রার অফিসে এসে তাদের যেন পয়সা দিতে না হয়। সিও অফিসে যেন পয়সা দিতে না হয়। কোর্টে এসে যেন পয়সা না দিতে হয় এবং তাদের যেন হয়রানি করা না হয়।'

তখন হয়তো কিছু অফিসে ঘুষের ব্যবসা চলত। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে দুর্নীতির শিকড় এতটাই গভীরে প্রোথিত হয়েছে যে মূলোৎপাটন করা বড়ই কঠিন। সমাজের এমন কোনো ক্ষেত্র নেই, যেখানে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেনি। মানুষ গড়ার বা মানুষের জীবন রক্ষা করার কাজে যাঁরা নিয়োজিত সেই শিক্ষক ও ডাক্তার, অর্থাৎ শিক্ষা আর স্বাস্থ্য ক্ষেত্রও আজ দুর্নীতির ছোবলে কুপোকাত। 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, উভয়েই সমান অপরাধী'—নীতিবাক্যটি এখন বড়ই পুরনো। বর্তমানে 'ঘুষ যে খায় আর যে দেয়, উভয়েই সমান উপকৃত হয়' ধারায়ই যেন দেশ চলছে।

পৃথিবীর অনেক দেশেই দুর্নীতি রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশের মতো খুব কম দেশেই দুর্নীতিবাজদের এমন বেপরোয়া ও নির্লজ্জ হতে দেখা যায়। অথচ লাখো শহীদের রক্তে এ দেশের জন্ম। কোথায় আমাদের সেই অঙ্গীকার আর দেশপ্রেম? আমরা কি বাংলাদেশকে একটি দুর্নীতিমুক্ত দেশে পরিণত করতে পারি না? দুর্নীতিকে এ দেশের মাটি থেকে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করার আরেকটি মুক্তিসংগ্রামে আমরা কি ঝাঁপিয়ে পড়তে পারি না? আমরা আর কতকাল সেই নেতৃত্বের অপেক্ষায় থাকব, যিনি আমাদের এমন সংগ্রামের জন্য ডাক দেবেন? আমি বিশ্বাস করি, দেশের ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ সেই নেতৃত্বের পাশে দাঁড়াতে সামান্যতম বিলম্ব করবে না। শুধু একটি বজ্রকণ্ঠের অপেক্ষায় সব দেশবাসী।

বঙ্গবন্ধুর কথাগুলোর প্রতিধ্বনি করেই লেখাটি শেষ করতে চাই—অন্য কাজ করুন বা না করুন, দুর্নীতি বন্ধ করুন। তবেই দেখবেন সমাজের সব কলুষতা কেটে গিয়ে দেশে ন্যায়বিচার, সততা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের উন্নয়ন তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে। মানুষের উন্নয়ন তথা দেশের উন্নয়ন গতিধারাকে নিশ্চিত করতে হলে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ যে আমাদের সামনে খোলা নেই। এ কথা সত্য যে এ কাজটি খুবই কঠিন ও জটিল, তবে সাধ্যাতীত নয়। দেশপ্রেম, শক্তিশালী মনোবল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্ব এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বাংলাদেশে অবশ্যই দুর্নীতির গতিকে অনেকটাই নামিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। আর তাহলেই বঙ্গবন্ধুর সেদিনের আহ্বানের ইতিবাচক সমাপ্তি সম্ভব হবে।

লেখক: সাবেক রাষ্ট্রদূত ও সচিব

শতবর্ষে সলঙ্গা বিদ্রোহ : বিস্মৃত ইতিহাস

মো: আসাদ উদ্দিন

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের ঘটনা থেকে সূত্রপাত হয় ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিলে পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ঘটেছিল ইতিহাসের এক নৃশংস গণহত্যা। দিবসটি ছিল শিখদের উৎসবের দিন। ব্রিটিশ সরকার সেই দিন ১৪৪ ধারা জারি করেছিল। তবু বিভিন্ন ধর্মের ২০ সহস্রাধিক মানুষ সেখানে মিলিত হয়েছিল। সেখানে দু'টি সাঁজোয়া যানসহ এক শ' গুর্খা সৈন্যের আগমন ঘটে। পরক্ষণেই জেনারেল রেজিনাল্ড ডায়ারের নির্দেশে ১৬৫০ রাউন্ড গুলি চালানো হয় সমবেত জনতার ওপর। ঔপনিবেশিকতার পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞে দেয়ালঘেরা সে ময়দান মুহূর্তেই রক্তে লাল হয়ে যায়। নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় দেড় হাজার। নারকীয় এ হত্যাযজ্ঞে মর্মাহত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিত্যাগ করেন ব্রিটিশের দেয়া 'নাইট' উপাধি। দিল্লির হাকিম আজমল খান তার 'মসিহ-উল-মূলক' উপাধি এবং প্রথম শ্রেণীর 'কাইসার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক ব্রিটিশ সরকারকে ফিরিয়ে দেন। এ হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে পুরো ভারত ক্ষোভে ফেটে পড়ে। সারা দেশে প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ নগ্ন হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে।

জালিয়ানওয়ালাবাগের পথ ধরে ব্রিটিশ বেনিয়াদের নৃশংসতার আরেক রক্তাক্ত অধ্যায় রচিত হয় সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায়। দিনটি ছিল ১৯২২ সালের ২৭ জানুয়ারী। এলাকার সবচেয়ে বড় হাটের দিন। এ দিন সেখানে হাজার হাজার মানুষের সমাগম ঘটে। সমগ্র ভারতবাসীর জন্য রক্তাক্ত বিদ্রোহের ঐতিহাসিক এক দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছিল সে দিন। ব্রিটিশ সৈন্যদের গুলিতে রক্তের বন্যা বয়েছিল সলঙ্গার মাটিতে। অগণিত মানুষের রোনাজারি আর মর্মভেদী আর্তচিৎকারে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। সলঙ্গার নির্মম এ ঘটনাকে কেউ কেউ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ডের চেয়েও ভয়ঙ্কর ও হৃদয়বিদারক বলে উল্লেখ করেছেন। ইতিহাস দিনটিকে 'রক্তাক্ত সলঙ্গা বিদ্রোহ দিবস' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সলঙ্গা বিদ্রোহের বয়স এক শ' বছর পূর্ণ করেছে। এক শ' বছরে অর্জন বলতে দিবসের স্বীকৃতি মাত্র! কিন্তু সলঙ্গা বিস্মৃতির আড়ালে হারাতে বসেছে।

সলঙ্গা বিদ্রোহের নেপথ্য নায়ক ছিলেন মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশ। ১৯২২ সালের ২৭ জানুয়ারি শুক্রবার এলাকার বড় হাট। সলঙ্গায় যুবক আব্দুর রশিদের নেতৃত্বে চলতে থাকে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের প্রচারাভিযান। 'বিলেতি পণ্য বর্জন কর, এদেশ থেকে বৃটিশ হটাও'- স্লোগানে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচারাভিযান যখন তুঙ্গে, তখনই ছুটে আসে পাবনার ম্যাজিস্ট্রেট মি. আর. এন দাস। সাথে আসেন সিরাজগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক মি. এস. কে সিনহা ও ৪০ জন সশস্ত্র পুলিশ। আসেন পাবনা জেলার পুলিশ সুপারও। এর ক'দিন আগে সলঙ্গার পার্শ্ববর্তী চান্দাইকোনা হাটে ঘটেছিল আরেক ঘটনা। সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের ব্রিটিশ পণ্যবিরোধী প্রচারাভিযানে পুলিশ বাধা দেয়। ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশের রাইফেল কেড়ে নিয়ে তারা 'ফুলজোড়' নদীতে ফেলে দেয়। ওই ঘটনার প্রতিশোধ নিতেই তারা সেই দিন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সলঙ্গার হাটে আসে। তাদের সদম্ভ ও মারমুখী উপস্থিতি স্বেচ্ছাসেবক ও জনতার মাঝে ত্রাস সৃষ্টি করে। একটা অশুভ কিছু ঘটার আশঙ্কায় চার দিকে তখন থমথমে অবস্থা। হঠাৎই পুলিশ কংগ্রেস অফিস থেকে প্রচারাভিযানের নেতা আব্দুর রশিদকে গ্রেফতার করে। তাকে নিয়ে আসে গরুহাটে অবস্থানরত পুলিশ সুপারের কাছে। শুরু করে অকথ্য শারীরিক নির্যাতন। নাক, কান ফেটে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থান ক্ষত-বিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরতে থাকে আব্দুর রশিদের। সব হাটে এ খবর ছড়িয়ে পড়ে ঝড়ের গতিতে। আব্দুর রশিদের পীর পিতার অসংখ্য মুরিদ এবং সাধারণ জনগণ জড়ো হয়ে যায় মুহূর্তেই। সবাই মিলে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীকে ঘিরে ধরে। উদ্দেশ্য আব্দুর দকে মুক্ত করা। হঠাৎ করেই উত্তেজিত জনতার মধ্যে থেকে একজন লাঠি (গরু তাড়ানো নড়ি) দিয়ে পুলিশ সুপারের মাথায় আঘাত করে বসে। ফলে ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ওঠে সে। আহত ও রক্তাক্ত আব্দুর দকে টেনেহিঁচড়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে নিয়ে আসে। জনগণও ইতোমধ্যে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। মারমুখী জনতাকে প্রতিহত করতে ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে পরামর্শ করে পুলিশ সুপার নির্দেশ দেয়- 'ফায়ার'। সাথে সাথে গর্জে ওঠে ৩৯টি রাইফেল। রচিত হয় বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের মর্মান্তিক কাহিনী। পাখির মতো গুলি খেয়ে মরতে থাকে মানুষ। এমনকি মানুষের সাথে হাটে আনা গরু, ছাগল, ভেড়া। কিন্তু কতক্ষণ? হাটে আসা পঞ্চাশ হাজার প্রতিবাদী মানুষের বিরুদ্ধে ৩৯টি রাইফেল শেষতক টিকতে পারেনি। এক সময় শেষ হয়ে যায় পুলিশের বুলেট। হাজার হাজার মানুষ চার দিক থেকে লাঠিসোটা, শ, বল্লম, হলঙ্গা, ফালা ইত্যাদি দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ছুটে আসে। ঘিরে ফেলে লাল টুপিওয়ালা ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনীকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে তারা আব্দুর দকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এতে জনরোষ কিছুটা স্তিমিত হয়। কিন্তু তারা এগিয়ে যায় নির্মম এ হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নিতে। বাইশ বছর বয়সের যুবক আব্দুর দ ছিলেন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি জানতেন, জনতাকে না থামালে পুলিশসহ ব্রিটিশের কেউ বেঁচে ফিরবে না। কিন্তু পরিণতি হিসেবে পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ বেনিয়াদের জিঘাংসা ও প্রতিশোধের শিকার হতে হবে নিরীহ মানুষদের। আশু ভয়াবহ পরিণতি থেকে এতদঞ্চলের মানুষকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বিক্ষুব্ধ জনতাকে থামিয়ে দেন আব্দুর দ। সে দিনের সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে সলঙ্গার মাটি নিহত ও আহত মানুষ এবং গৃহপালিত পশুর লাল রক্তে ভেসে গিয়েছিল। ব্রিটিশ পেটোয়াদের নিষ্ঠুরতা সেখানেই শেষ হয়নি। আহতদের চিকিৎসার নাম করে নিয়ে যাওয়া হয় সিরাজগঞ্জে। কিন্তু তাদের চিকিৎসার ন্যূনতম ব্যবস্থাটিও করা হয়নি। আর নিহতদের লাশ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় সিরাজগঞ্জের রহমতগঞ্জে। সেখানে তৈরি করা হয় এ অঞ্চলের প্রথম 'গণকবর'। আজো সে 'গণকবর' সলঙ্গার নৃশংস হত্যাকান্ডের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। একই সাথে হোসেনপুর, বাসুদেবকোলসহ সলঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় নিহতদের কবরস্থ করা হয়। সরকারি হিসাবে এ ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা দেখানো হয় সাড়ে চার হাজার। কিন্তু বেসরকারি তথ্য মতে এ সংখ্যা দশ সহস্রাধিক বলে জানা যায়। এ হলো সলঙ্গার রক্ত ভেজা ইতিহাসের কাগুজে বর্ণনা। যার প্রকৃত চিত্র ছিল আরো নির্মম, ভয়াবহ ও করুণ। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী 'বর্ণনাতীত'।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড ভারতের ইতিহাসের বিশাল জায়গাজুড়ে আছে। জাতীয়ভাবে দিবসটি পালিত হয়। অত্যন্ত মর্যাদা ও গুরুত্বের সাথে স্মরণ করা হয় আত্মাহুতি দেয়া ব্যক্তিদের। এমনকি এক শতাব্দী পর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন ভারতে এসে সে ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে গেছেন। ২০১৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তিনি হত্যাকান্ডের স্মৃতিস্তম্ভে গিয়ে নীরবতা পালন করে শোক জানিয়েছেন। তিনি বলে গেছেন, 'এ ঘটনা ব্রিটেনের ইতিহাসে সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা।'

রক্তাক্ত ইতিহাস বুকে নিয়ে সলঙ্গাও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। সলঙ্গার রক্তাক্ত হত্যাকান্ডকে জালিয়ানওয়ালাবাগ গণহত্যার চেয়েও বেশি ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক বলেছেন কোনো কোনো ইতিহাসবিদ। কিন্তু দুর্ভাগ্য, অবহেলিত ও উপেক্ষিত রয়ে গেছে সে ইতিহাস। সেখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ পর্যন্ত নির্মিত হয়নি আজো। হাজার হাজার শহীদকে স্মরণ করার অবসর পর্যন্ত নেই সংশ্লিষ্টদের। শুধু দিবসের তকমা দিয়ে কী হবে? এমনকি সে দিবসটাও জাতীয়ভাবে পালন করার নজির নেই। স্থানীয়ভাবে দায়সারা গোছের কিছু কর্মসূচির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। আগামী প্রজন্মের কাছে হয়তো অজানাই থেকে যাবে এ রক্তস্নাত ইতিহাস।

সলঙ্গা থানা ঘোষণা হয় ২০০০ সালে। সেই থেকে কর্তাব্যক্তিরা 'উপজেলা'র মুলো ঝুলিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সেটি বাস্তবায়নেও সরকারের আন্তরিকতা বরাবরই অনুপস্থিত। উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয়, ভৌগোলিকভাবেও সলঙ্গা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বটে। রাজধানীর সাথে যোগাযোগে সলঙ্গা হলো গোটা উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের একাংশের প্রবেশদ্বার। ব্যবসা, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতিসহ সব দিক দিয়েই অনেক এগিয়ে। সলঙ্গার অর্থনৈতিক গুরুত্বও এখন অনস্বীকার্য। উপজেলায় রূপান্তরিত হওয়ার ঐতিহাসিক, বাস্তবিক ও আইনগত সব কিছুরই অধিকারী বিদ্রোহী সলঙ্গা। দাবি আদায়ে সোচ্চার হয়ে অপেক্ষমাণ প্রায় তিন লাখ সলঙ্গাবাসী। ছোট্ট দু'টি দাবি, বিদ্রোহের স্মৃতিস্তম্ভ আর উপজেলার স্বীকৃতি। রক্তাক্ত বিদ্রোহের এক শ' বছর পূর্তিতে এটুকু দাবি বেশি নয় নিশ্চয়ই।

লেখক: আইনজীবী, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

অর্থবহ নির্বাচনের জন্য আইনই যথেষ্ট নয়

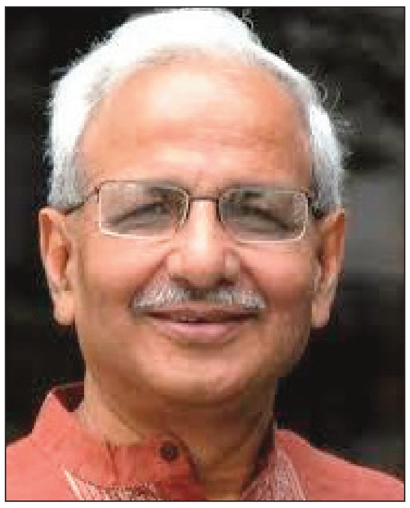

ড.

বদিউল আলম মজুমদার

গত ১৭ জানুয়ারী অনেকটা আকস্মিকভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে জাতীয় সংসদ ভবনে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন, ২০২২'-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়। এরপর ২৩ জানুয়ারী খসড়াটি বিল আকারে সংসদে উত্থাপন করা হয় এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য আইন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়।

গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, সংসদীয় কমিটি এক দিনের মধ্যেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দুটি বিষয়ে পরিবর্তন এনে জাতীয় সংসদে পাঠানোর জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। কমিশনারদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে সরকারি, বিচার বিভাগীয়, আধাসরকারি বা বেসরকারি পদের পাশাপাশি 'স্বায়ত্তশাসিত ও অন্যান্য পেশা' যুক্ত করা হয়েছে।

আর কমিশনারদের অযোগ্যতার ক্ষেত্রে নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছরের কারাদ- দ-িত হওয়ার স্থলে 'যেকোনো মেয়াদে সাজা হলেই তিনি সিইসি এবং ইসি হওয়ার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তবে দ- বলতে কারাদ- হতে হবে'–এই ধারা যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নামমাত্র দুটি বিষয় পরিবর্তন করে প্রস্তাবিত খসড়ার পুরোটাই আইন আকারে পাস করেছে সরকার।

বহুল প্রতীক্ষিত ইসি নিয়োগের আইন প্রণয়ন আশাব্যঞ্জক হলেও সব অংশীজনের মতামত গ্রহণ ব্যতীত এ রকম জনগুরুত্বপূর্ণ একটি আইন পাস কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মাননীয় মন্ত্রী নিজেও বলেছেন: 'এই আইনটা এমন একটি আইন হওয়া উচিত, যেটা গ্রহণযোগ্য হবে সবার কাছে। শুধু এক দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হলে তো এটা সর্বজনীন আইন হলো না।' তাই হঠাৎ করে এভাবে আইনের অনুমোদনকে আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে পঞ্চাশ বছরে প্রথমবারের মতো আইন প্রণয়নের কৃতিত্ব নেওয়ার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে বলে অনেকে মনে করেন।

অনুমোদিত খসড়া বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, খসড়া আইনটির সঙ্গে অনুসন্ধান কমিটির জন্য ২০১৭ সালের ২৫ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির জারি করা প্রজ্ঞাপনের পার্থক্য নেই বললেই চলে। কত সদস্যের কমিটি গঠিত হবে, কমিটির সদস্য কারা হবেন, কমিটির ওপর অর্পিত দায়িত্ব, কমিটির কার্যদিবস, কমিটির কোরাম গঠন, প্রতি পদের বিপরীতে সুপারিশকৃত নামের সংখ্যা, সাচিবিক সহায়তা–এই বিষয়গুলো পাস হওয়া আইনে এবং ২০১৭ সালের প্রজ্ঞাপনে অভিন্ন। কমিটির কার্যাবলির ক্ষেত্রে নাম আহ্বানের বিষয়টি যোগ হয়েছে।

২০১৭ সালের প্রজ্ঞাপন এবং সংসদে পাস হওয়া আইন তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এটি নির্বাচন কমিশন গঠনের নয়, অনুসন্ধান কমিটি গঠনের আইন। অনুসন্ধান কমিটি গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতির জারি করা নির্দেশনাকে আইনি মোড়ক দেওয়াই যেন এর উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে গঠিত দুটি কমিশনের অভিজ্ঞতা দেশবাসীর জন্য মোটেও সুখকর ছিল না। তাই নতুন মোড়কে পুরনো রীতির প্রচলন কোনো সুফল বয়ে আনবে বলে মনে হয় না। পুরনো পথে হেঁটে নতুন গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

হলে অনুসন্ধান কমিটির কার্যাবলিকে অনেক চুলচেরা বিশ্লেষণ ও নজরদারির মধ্য দিয়ে যেতে হবে। সত্যিকারের অনুসন্ধান চালিয়ে স্বচ্ছতার সঙ্গে সৎ, যোগ্য, নিরপেক্ষ ও সাহসী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করে আনতে হবে, যাতে তাঁরা আইনি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নৈতিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

জাতীয় সংসদে পাস হওয়া আইনে অনুসন্ধান কমিটিকে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে দায়িত্ব পালনের কথা বলেও এই নীতি বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতের ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ। বরাবরের মতো কমিটি কাদের নাম সুপারিশ করছে, কিভাবে সেসব নাম বাছাই করা হয়েছে–তা জনসমক্ষে প্রকাশের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। ফলে নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণ অন্ধকারেই থেকে যাবে, যা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য কাম্য নয়।

জাতীয় সংসদে পাস হওয়া আইনে অনুসন্ধান কমিটিকে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করে দায়িত্ব পালনের কথা বলেও এই নীতি বাস্তবায়ন ও নিশ্চিতের ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ। বরাবরের মতো কমিটি কাদের নাম সুপারিশ করছে, কিভাবে সেসব নাম বাছাই করা হয়েছে–তা জনসমক্ষে প্রকাশের কোনো আইনি বাধ্যবাধকতা রাখা হয়নি। ফলে নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে জনগণ অন্ধকারেই থেকে যাবে, যা একটি গণতান্ত্রিক সমাজের জন্য কাম্য নয়।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিয়োগের জন্য গঠিত অনুসন্ধান কমিটি কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে সম্প্রতি দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বিচারপতি আব্দুল মতিন কিছুটা আলোকপাত করেছেন। তিনিই প্রথম দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়োগের সার্চ কমিটিতে সদস্য এবং পরবর্তী মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন নিয়োগসংক্রান্ত সার্চ কমিটিতে চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর অভিজ্ঞতা হলো : 'এ ব্যবস্থায় চেয়ারম্যান বা সদস্যদের করার তেমন কিছুই থাকে না। কয়েকটি খামের মধ্যে ক্যাবিনেট ডিভিশন দ্বারা সরকার-পছন্দ কিছু ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত ধরিয়ে দেওয়া হয়। এর বাইরে যাচাই-বাছাই করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না'।

নির্বাচন কমিশন একটি স্বাধীন ও সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান। নির্বাচনের মতো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল প্রক্রিয়া তদারকির দায়িত্ব সংবিধান এই প্রতিষ্ঠানটির ওপর ন্যস্ত করেছে। তাই কমিশনে সৎ, যোগ্য ও সাহসী ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার আইনি কাঠামো তৈরিই নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, যাতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যেকোনো পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য অটল থাকেন। আর এই উদ্দেশ্য পূরণ করতে প্রস্তাবিত খসড়ায় কমিশনারদের যোগ্যতা-অযোগ্যতার যে মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়েছে তা সবই দালিলিক প্রমাণের বিষয়। কেউ বাংলাদেশের নাগরিক কি না, বয়স ৫০ বছর হয়েছে কি না, ২০ বছর কাজের অভিজ্ঞতা আছে কি না কিংবা খসড়ায় উল্লিখিত অযোগ্যতার আওতায় পড়েন কি না–তা কিছু দালিলিক কাগজপত্র পরীক্ষা করলেই যাচাই করা সম্ভব। কিন্তু একজন ব্যক্তি যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠিতে উতরে যাওয়ার পরও কমিশনার হওয়ার জন্য তিনি কী কী বিশেষ যোগ্যতা বা গুণের অধিকারী–এটাই মূল বিচার্য বিষয়।

নির্বাচন কমিশনার হিসেবে অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশাসনিক দক্ষতার চেয়েও বেশি প্রাসঙ্গিক যোগ্যতা হলো ব্যাবহারিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা বা ফ্রোনেসিস (চযৎড়হবংরং)। গ্রিক শব্দ 'ফ্রোনেসিস' বলতে রাষ্ট্রীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা, ব্যাবহারিক বোঝাপড়া, দূরদর্শিতা এবং সঠিক বিচারের যথাযথ প্রয়োগ করে উদ্ভূত পরিস্থিতিকে মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে সামাল দেওয়ার যোগ্যতাকে বোঝায়। নির্বাচনের মতো এত বড় একটি কার্যক্রম পরিচালনা করতে গেলে নির্বাচন কমিশনারদের প্রতিনিয়ত এই যোগ্যতার পরীক্ষা দিতে হয়। এসব গুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে হলে শুধু দালিলিক প্রমাণাদি পরীক্ষা করলেই হবে না, অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে যাচাই-বাছাই করতে হবে। জনগণ ও অংশীজনদের অন্ধকারে রেখে যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হলে নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাস থেকেই যাবে। কারণ নাম সুপারিশের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সঠিক ব্যক্তিদের অনুসন্ধান ও যাচাই-বাছাই করা হয়েছে, নাকি সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর সুপারিশেই নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে সে সম্পর্কে নাগরিকরা অন্ধকারে থেকে যাবে। তাই নিয়োগপ্রক্রিয়া নিয়ে সন্দেহ ও অবিশ্বাস যথাসম্ভব কমিয়ে এনে সবার জন্য কল্যাণকর একটা সর্বজনীন সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যই কমিটির কার্যাবলিকে স্বচ্ছ রাখাসহ যাচাই প্রক্রিয়ায় নাগরিক ও রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা জরুরি।

নতুন আইনে অনুসন্ধান কমিটির কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে অনুসন্ধান কমিটির সদস্য সাতজন রাখা যেত। যাচাই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা রাখার জন্য কমিটিতে তিনজন সংসদ সদস্য রাখা যেত। এ ছাড়া নাগরিক সমাজের একজন এবং গণমাধ্যমের একজন প্রতিনিধিও রাখা যেত।

জাতীয় সংসদে পাস হওয়া আইনের সঙ্গে সুজন প্রস্তাবিত খসড়ার বড় পার্থক্য হলো–সুজন প্রস্তাবিত খসড়ায় কমিটির কার্যাবলির স্বচ্ছতা নিশ্চিতের জন্য নামের তালিকা প্রকাশ এবং যাচাই প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতের জন্য গণশুনানির বিধান রাখা ছিল। কমিটির নাম যাচাই প্রক্রিয়াকে আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ করার লক্ষ্যে দুই ধাপে নামের তালিকা প্রকাশের বিধান রাখা হয়েছে–১৫ থেকে ২০ জনের একটি প্রাথমিক তালিকা এবং সাতজনের চূড়ান্ত তালিকা। শুধু তা-ই নয়, সুজন প্রস্তাবিত খসড়ায় যাচাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশের বাধ্যবাধকতাও রাখা হয়েছে। রাখা হয়েছে কমিটির সভার পূর্ণাঙ্গ কার্যবিবরণী এবং সদস্যদের ভোট প্রদানের তথ্য লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণের বিধান। কোনো নাগরিক যদি কমিটির সভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি পাওয়ার জন্য আবেদন করেন, তবে অনতিবিলম্বে তা প্রদান করার বিধান রাখা হয়েছে, যাতে নাগরিকদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়।

আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দায় না নেওয়া এবং দায় থেকে মুক্তি লাভের দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক ও সুশাসনের ভিত্তির ওপর শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হলে দায়মুক্তি দেওয়ার এই ধারা থেকে বেরিয়ে এসে জবাবদিহিমূলক একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হবে।

নির্বাচন কমিশন গঠনের প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব বিতর্কমুক্ত রাখা এবং স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্যই নাগরিক সমাজ দীর্ঘদিন ধরে কমিশনার নিয়োগের আইন প্রণয়নের দাবি করে এসেছে, যাতে ভবিষ্যতে অনুষ্ঠেয় সব নির্বাচন সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। একটি আইন করে পুরনো প্রক্রিয়াকে নতুন মোড়ক দিলে সে উদ্দেশ্য তো পূরণ হবেই না, উল্টো বিতর্ক সৃষ্টি করবে।

অবাধ, নিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ ও একটি অর্থবহ নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন নিয়োগ আইনই যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন আইনি ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে নৈতিকতা ও সাহসিকতার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের কাজ করা; সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের সদিচ্ছা ও নির্বাচনসংশ্লিষ্ট সব অংশীজনকে নিজ নিজ অবস্থানে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করা।

লেখক: সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)

কাশ্মিরে মিডিয়ার ওপর খড়্গ

হামিদ মীর

চলতি মাসে ভারত শাসিত রাজ্য জম্মু-কাশ্মিরের সাংবাদিকদের ছাতা সংগঠন কাশ্মির প্রেস ক্লাব সাজ্জাদ গুল নামে এক তরুণ প্রশিক্ষণার্থী রিপোর্টারকে গ্রেফতারের নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করে। তিনি ৫ জানুয়ারি ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। স্থানীয় আদালত প্রাথমিকভাবে জামিন দিলেও, তাৎক্ষণিকভাবে তাকে আবারো বিভিন্ন অভিযোগে আটক করা হয়। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারস, প্যারিসভিত্তিক সাংবাদিকতা ওকালতি সংস্থা সতর্ক করেছে যে, গুলকে এখন ছয় বছরের কারাদ- প্রদানের সম্ভাবনা রয়েছে। তার বাহ্যিক অপরাধ? একটি একক টুইট, যেখানে একটি ভিডিও ক্লিপের লিংক ছিল, যে ভিডিওতে এক স্বাধীনতাকামী সদস্যকে হত্যার প্রতিবাদ দেখানো হয়েছে।

গুলকে সমর্থন করে সাহসী বক্তব্য প্রদানের জন্য কাশ্মির প্রেস ক্লাবকে ভারী মূল্য দিতে হয়েছে। পুলিশ প্রথমে সংগঠনটির ভবনে অভিযান চালায়। এরপর সম্পূর্ণরূপে ক্লাবকে বিলুপ্ত করে দেয়। ১৭ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ ভবনটি দখলে নেয়। নিউ ইয়র্কভিত্তিক কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট কয়েক বছর ধরে কাশ্মিরে সাংবাদিকদের প্রতি কঠোর আচরণের অসংখ্য ঘটনা নথিভুক্ত করেছে। কিন্তু এই প্রেস ক্লাবের ওপর ক্র্যাকডাউনের ঘটনাটি নজিরবিহীন। ভারত সরকার কেন নির্মমভাবে কাশ্মিরি মিডিয়াকে নীরব করার চেষ্টা করছে? সহজ উত্তর হলো যে, দিল্লি এ অঞ্চলের ওপর বৃহত্তর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করার জন্য একটি নতুন প্রচেষ্টা শুরু করেছে। সাংবাদিকরা (এবং মানবাধিকার কর্মীরা) এই পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

জম্মু-কাশ্মির একটি বিরোধপূর্ণ অঞ্চল। এই সাবেক রাজকীয় রাজ্যটি তিনটি পারমাণবিক শক্তি- ভারত, পাকিস্তান ও চীন দ্বারা বেষ্টিত। এই তিন শক্তি রাজ্যের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে এবং ভারত ও পাকিস্তান এর ভূখ- অন্তত তিনটি যুদ্ধ করেছে। কাশ্মিরকে দক্ষিণ এশিয়ায় এক ধরনের 'বিরোধপূর্ণ ফিলিস্তিন' হিসেবে দেখা যেতে পারে। ২০১৮ সাল থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজ্যটিকে নির্বাচিত বিধানসভা ছাড়াই ছেড়ে দিয়েছে। এর দ্বারা এ রাজ্য শুধু দিল্লি থেকে সরাসরি শাসনের অধীনতা ও ভারতীয় সংসদে সীমিত প্রতিনিধিত্ব অর্জন করেছে। আগস্ট ২০১৯ সালে ভারত সরকার তার অংশের জম্মু-কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর কাশ্মিরের শীর্ষ নেতাদের গ্রেফতার করা হয়। তাদের কয়েকজনকে পরে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তারা মুক্তির পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ চান, রাজ্যের বিশেষ মর্যাদা দিল্লি পুনর্বহাল করুক। এটি কাশ্মিরিদের জনপ্রিয় দাবি। তবে নরেন্দ্র মোদির মনে ভিন্ন পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি এ অঞ্চলে নতুন করে নির্বাচনী মানচিত্র আঁকতে চান। এতে রাজ্য বিধানসভায় হিন্দু অধ্যুষিত জম্মু অঞ্চলের আসন সংখ্যা বাড়তে পারে।

জম্মু-কাশ্মির ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। কিন্তু মোদি সরকার সেখানে তাদের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জন্য নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টা করছে। এ কথা আর গোপন নেই যে, মোদি কাশ্মিরে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী বসানোর পরিকল্পনা করছেন। যেসব মুসলিম নেতা ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা বিশ্বাসঘাতকতা টের পেয়েছেন। তারা সদস্য আসন পুনর্বণ্টনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে আবার আটক করা হয়েছিল। এই বিজেপিবিরোধী রাজনীতিবিদরাই শুধু মোদির পরিকল্পনার পথে বাধা নন। আরো রয়েছে স্বাধীন কাশ্মিরি মিডিয়ার কণ্ঠ।

ভারতের ভিন্নমতের কণ্ঠের বিরুদ্ধে একটি নিয়মতান্ত্রিক ক্র্যাকডাউন তো আছেই, তবে এটি জম্মু-কাশ্মিরে বিশেষ করে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। সেখানে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সাংবাদিকদের তলব করা এবং তাদের বাড়িতে অভিযান চালানো নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাজ্জাদ গুল, যার গ্রেফতার সদ্য সঙ্কটের সৃষ্টি করেছে, সম্প্রতি স্মৃতিচারণ করেছেন ২০২১ সালের অক্টোবরে পুলিশ তার বাড়িতে কিভাবে ঝড়ো অভিযান চালিয়েছিল। তিনি কূটনীতিকের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'অভিযানের পর থেকে আমি নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছি'। তিনি বলেন, 'আমার শুধু মনে হয়, পুলিশ আবার আমার বাড়িতে অভিযান চালাতে পারে।' তিনি সঠিক ছিলেন। তার ভবিষ্যদ্বাণী চলতি বছর সত্য হয়েছে, যখন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র তার কঠোর নিরাপত্তা আইনের সাহায্যে তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। গুলই কাশ্মিরে একমাত্র বন্দী সাংবাদিক নন। তার সহকর্মী আসিফ সুলতান, যিনি ২০১৯ সালে আমেরিকান পুরস্কার জিতেছিলেন, একজন স্বাধীনতাকামীর প্রোফাইল লেখার পর তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের সাথে সহযোগিতা করার অভিযোগ আনা হয়। তবে পুলিশ তার বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ হাজির করতে সমর্থ হয়নি। শ্রীনগর ও জম্মুতে অনেক সাংবাদিকের সাথে কথা বলেছি। তাদের অনেকেই আমাকে বলেছেন, পুলিশ কর্মকর্তারা প্রায়ই তাদের ফোন করে এবং তাদের সুলতানের মতো একইভাবে নির্বিচারে গ্রেফতারের হুমকি দেয়। কাশ্মিরে মহিলা সাংবাদিকরাও ভারতীয় কর্তৃপক্ষের রোষের সম্মুখীন হচ্ছেন। প্রতিভাবান ফটোসাংবাদিক মুসরাত জাহরা অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছেন। ২০২০ সালের এপ্রিলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। তিনি সাত বছর পর্যন্ত কারাদ-ের সম্মুখীন হচ্ছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু ছবি পোস্ট করার জন্য তার এই দ-। সম্প্রতি অপর এক তরুণ কাশ্মিরি মহিলা সাংবাদিক পুলিশ ও সেনাবাহিনী কর্তৃক তাকে জিজ্ঞাসাবাদের বিষয়ে লিখেছেন, তিনি অনলাইন হয়রানির এক ভয়ঙ্কর কর্মসূচির শিকার হতে দেখেছেন নিজেকে। এই হুমকি মুসলিম সাংবাদিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অনুরাধা ভাসিন নামে এক হিন্দু সাংবাদিক তার স্বাধীন অবস্থানের কারণে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছেন। তিনি প্রাচীনতম ইংরেজি পত্রিকা দৈনিক টাইমসের সম্পাদক। তার সংবাদপত্র ও অপর আরো কিছু সংবাদপত্রকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা হয়রানির শিকার হতে হয়, কারণ তারা নিরাপত্তা বাহিনীকে অস্বীকার করে।

জম্মু-কাশ্মির ভারতের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল। কিন্তু মোদি সরকার সেখানে তাদের ক্ষমতাসীন দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জন্য নির্বাচনী সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টা করছে। এ কথা আর গোপন নেই যে, মোদি কাশ্মিরে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী বসানোর পরিকল্পনা করছেন। যেসব মুসলিম নেতা ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তারা বিশ্বাসঘাতকতা টের পেয়েছেন। তারা সদস্য আসন পুনর্বণ্টনের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ২০২১ সালের ডিসেম্বরে আবার আটক করা হয়েছিল।

২০২০ সালে কর্মকর্তারা ১৩টি সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেয় এবং আরো ১৭টি সংবাদপত্রকে 'অসৎকর্মে যুক্ত'-এর তকমা লাগিয়ে দেয়। কাশ্মির প্রেস ক্লাবের বিরুদ্ধে সর্বশেষ পদক্ষেপটি সব কাশ্মিরি সাংবাদিকের কাছে তাদের স্বাধীনতা সমর্পণের একটি বার্তা। ক্র্যাকডাউন শুধু আরো উত্তেজনা ও আরো ঘৃণা সৃষ্টি করবে।

মুসলিম কাশ্মিরিরা এরই মধ্যে হিন্দু চরমপন্থীদের কাছ থেকে সম্মিলিত মৃত্যুর হুমকির প্রচারণার সম্মুখীন হতে শুরু করেছেন। এ পদক্ষেপটি তাদের উৎসাহিত করবে, যারা প্রকাশ্যে ভিন্নমতের কণ্ঠস্বরকে শাস্তি হিসেবে থামিয়ে দেয়ার কথা বলছেন। মোদি কাশ্মির প্রেস ক্লাব বন্ধ করে দিতে পারেন, কিন্তু কাশ্মিরিদের মনকে তালাবদ্ধ করতে পারেন না।

লেখক: পাকিস্তানের প্রখ্যাত সাংবাদিক

ওয়াশিংটন পোস্ট থেকে ভাষান্তর ইমতিয়াজ বিন মাহতাব

যুক্তরাষ্ট্রে ৪১ লাখ ডলার খরচ করেছে বিএনপি-জামায়াত

(প্রথম পাতার পর)

কয়েক বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে ষড়যন্ত্র হয়েছে। ষড়যন্ত্র যারা করে, তাদের জন্মই হয়েছিল ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। তারা সেই ষড়যন্ত্র থেকে দূরে আসতে পারেনি। তারা সব সময় একটা না একটা ষড়যন্ত্র করেছে। সম্প্রতি যে ষড়যন্ত্র করেছে, তারা ও তাদের সহোদর জামায়াতে ইসলামী শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই লবিস্ট নিয়োগে ৪ দশমিক ১৩২ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে। এর মধ্যে জামায়াত ৩.৮২ মিলিয়ন এবং বিএনপি ৩.৭৫ ডলার খরচ করেছে।

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের এক আলোচনা সভায় শনিবার তিনি এসব কথা বলেন।

বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে লবিস্ট ষড়যন্ত্র এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের করণীয়' শীর্ষক এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ আইনবিরোধী নয়। বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান লবিস্ট নিয়োগ করে। ব্যবসার জন্য ও রাজনৈতিক কারণে লবিস্ট নিয়োগ করা হয়। কিন্তু পৃথিবীতে কোনো দেশ নেই, কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, একটা বিরোধী দল যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ করার কাহিনী। এটা আমরা প্রথম জানলাম। অন্য কোনো দেশের বিরোধী দল দেশের বিরুদ্ধে লবিস্ট নিয়োগ করে, এটা আগে দেখিনি।

এ সময় ড. মোমেন বলেন, আমরা বলতে চাই বিএনপি-জামায়াত লবিস্ট নিয়োগের হিসাব-নিকাশ দেখিয়েছে কিনা। এই টাকা কীভাবে বিদেশে পাঠাল। ট্যাক্স দিয়েছে কিনা। আইনের ব্যত্যয় হয়েছে কিনা। এসব আমাদের জানার বিষয়। তিনি বলেন, বিএনপি লবিস্ট নিয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি বলেছে, বাংলাদেশে কোনো সহায়তা দেবেন না।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক। তারা এখানে অনেক বিনিয়োগ করেছে। এতে আমাদের উন্নয়ন হয়েছে। তবে এই বিনিয়োগ যেন না করে, সেজন্য লবিং হয়েছে। যারা এসব করেছে, তারা বাংলাদেশের মানুষের মঙ্গল চায় না। এটা নিয়ে দেশবাসীর প্রশ্ন করা উচিত। ড. মোমেন বলেন, বিএনপি যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের কাছে ১৮টি চিঠি দিয়েছে। এসব চিঠিতে অসত্য প্রচারণা চালানো হয়েছে। এসব মানুষকে জানানো দরকার।

ড. মোমেন বলেন, র‌্যাবের কারণেই সন্ত্রাস কমেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় তারা কাজ করছেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন। তবে র‌্যাবের বিরুদ্ধেই এখন ষড়যন্ত্র চলছে। তিনি বলেন, বিদেশে আমাদের লবিস্ট আমাদের দূতাবাস। তারা আমাদের এক নম্বর লবিস্ট। তবে দেশের জন্য নিজের পয়সায় অনেকেই লবিস্টের কাজ করেন। আমিও দেশের জন্য লবিস্টের কাজ করেছি। কিন্তু কোনোদিন পয়সা নেইনি। অনেক প্রবাসী বিনা পয়সায় দেশের জন্য, দেশের ভালোর জন্য লবি করে। তিনি বলেন, বিএনপি কত নিচে নামতে পারে তার একটি উদাহরণ দিতে চাই। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পুত্র শেখ সজীব ওয়াজেদ জয়ের পরিবারকে তারা কিডন্যাপ করতে চেয়েছিল। তবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। সবাইকে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আমার মনে হয় আগামী দুই বছর এ রকম আরও অনেক ষড়যন্ত্র হবে। এজন্য আমাদের বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সতর্ক থাকতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক ছিলেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সদস্য ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম ঠান্ডু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সভাপতি অ্যাডভোকেট মশিউর মালেক।

করোনার দীর্ঘদিন উপসর্গে ফুসফুসের ক্ষতি হতে পারে)

(প্রথম পাতার পর)

এমন ব্যক্তিদের অনেকের ফুসফুসের ক্ষতি হচ্ছে। তবে এই ক্ষতি প্রচলিত পরীক্ষায় শনাক্ত হচ্ছে না।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, এ নিয়ে যুক্তরাজ্যে একটি প্রাথমিক গবেষণা হয়েছে।

গবেষকেরা বলছেন, সাধারণ যেসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়, তাতে ফুসফুসের এই ক্ষতির বিষয়টি জানা যায় না। গবেষকেরা এ জন্য জেনন গ্যাসের পরীক্ষা চালিয়েছেন। এই গবেষণার জন্য ১১ জন করোনাজয়ীকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এই ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যেতে হয়নি। তবে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর দীর্ঘদিন তাঁরা শ্বাসকষ্টে ভুগেছেন। এ ছাড়া করোনায় আক্রান্ত হয়ে যাঁরা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কিন্তু দ্রুত সেরে উঠেছেন, এমন ১২ জনকে এবং পুরোপুরি সুস্থ ১৩ জনকেও এই গবেষণার জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল।

গবেষকেরা জানিয়েছেন, এ নিয়ে বড় পরিসরে গবেষণা চলছে। প্রাথমিক গবেষণার বরাত দিয়ে গবেষকেরা বলেছেন, দীর্ঘদিন করোনায় ভুগলে কেন শ্বাসকষ্টজনিত জটিলতা হচ্ছে, সে বিষয়টি সামনে এসেছে। যদিও শ্বাসকষ্ট-সংক্রান্ত জটিলতার পেছনে আরও অনেক ও জটিল কারণ রয়েছে।

এই গবেষণার জন্য ইউনিভার্সিটি অব শেফিল্ডের বিজ্ঞানীরা একটি নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন। যাঁদের ওপর এই পর্যবেক্ষণ চালানো হয়েছে, তাঁদের জেনন গ্যাস দিয়ে শ্বাসের ব্যবস্থা করা হয়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই গ্যাস অক্সিজেনের মতোই আচরণ করে। কিন্তু এমআরআই স্ক্যানে এই গ্যাসের গতিবিধি ধরা পড়ে। ফলে এ থেকে বোঝা গেছে জেনন গ্যাস ফুসফুসের কোন কোন অংশে চলাচল করছে। এর মাধ্যমেই ফুসফুসের ক্ষতির বিষয়টি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

নিউইয়র্কে ফেডারেল কোর্টের বিচারক বাংলাদেশি

(প্রথম পাতার পর)

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ৪৪ বছর বয়সী এ আইনজীবীকে মনোনয়ন দেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বুধবার ৮ নতুন বিচারক মনোনয়ন দিয়েছেন। তাদের মধ্যে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নুসরাত চৌধুরী আছেন।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে- বাইডেন ৮ নতুন বিচারক মনোনয়ন দিয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন নুসরাত জাহান চৌধুরী যিনি আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন অব ইলিনয়ের লিগ্যাল ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছেন বর্তমানে। ২০০৮ থেকে তিনি আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নে কাজ করেছেন। সেখানে তিনি রেসিয়াল জাস্টিস প্রোগ্রামের (জাতিগত বিচার কর্মসূচি) উপপরিচালক পদে ছিলেন।

ফেডারেল সরকারের নো ফ্লাই লিস্ট এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের ওপর নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের নজরদারি চ্যালেঞ্জ করার মামলাসহ অসংখ্য নাগরিক অধিকারের মামলায় সংযুক্ত ছিলেন নুসরাত জাহান।

এর আগে ২০২১ সালের আগস্টে নুসরাতকে নিয়োগ দিতে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের কাছে সুপারিশ করেন সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠদের নেতা চাক শুমার।

নুসরাত জাহান চৌধুরী বিশ্বখ্যাত ইয়েল ল' স্কুল থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়নে যোগদানের আগে তিনি নিউইয়র্ক সাউদার্ন ডিসট্রিক্ট কোর্টের ক্লার্ক এবং সেকেন্ড সার্কিট ইউএস কোর্ট অব আপিলের জজ ব্যারিঙ্গটন পার্কারের সঙ্গেও কাজ করেছেন।

সেনাবাহিনীতে হিজাব

(প্রথম পাতার পর)

করতে হবে। কুয়েতের সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে গালফ নিউজ শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

কুয়েতের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শেখ হামাদ জাবের আল আলী এই সিদ্ধান্ত জারি করেছেন। এদিকে তার এই সিদ্ধান্ত নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে বিতর্কের। এ ব্যাপারে সাংবিধানিক, আইনি এবং একাডেমিক বিশেষজ্ঞরা বলেন, এই সিদ্ধান্ত বৈষম্যমূলক ও অসাংবিধানিক।

কুয়েতের আল কাবাস পত্রিকায় দেওয়া এক বিবৃতিতে সাংবিধানিক ও একাডেমিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, জনসাধারণের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের হিজাব পরার প্রয়োজনীয়তা কুয়েতের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। শর্তটির কোনো আইনি ভিত্তি নেই বলেও বিবৃতিতে জানিয়েছেন তারা।

এছাড়া সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য নারীদের অবশ্যই অভিভাবক বা স্বামীর অনুমোদন থাকতে হবে এমন সিদ্ধান্তেরও সমালোচনা করেছেন তারা। ওই সিদ্ধান্ত আওকাফ মন্ত্রকের ফতোয়া কর্তৃপক্ষের একটি ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে বলে গালফ নিউজ জানিয়েছে।

এই সিদ্ধান্তকে ত্রুটিপূর্ণ উল্লেখ করে আদালত বাতিল করার আগেই এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন তারা।

ছোট বস্তি থেকে মাইক্রোসফটের বড় কর্মকর্তা শাহিনা!)

(প্রথম পাতার পর)

নিজের একটি কম্পিউটার কেনা? সে তো ছিল স্বপ্নাতীত! সেই তরুণী এখন বিশ্বের অন্যতম বড় সফটওয়্যার কোম্পানি মাইক্রোসফটের ডিজাইন বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা।

সম্প্রতি টুইটারে তার জীবন কাহিনি তুলে ধরা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। এ যেন স্লামডগ বিলিওনিয়ার্সের গল্প! ভিডিওতে শাহিনা নিজের মুখে তার জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের সঙ্গে লড়াই করে উঠে দাঁড়ানোর কাহিনি জানিয়েছেন।

সম্প্রতি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সের 'ব্যাড বয় বিলিওনিয়ার্স: ইন্ডিয়া' ওয়েবসিরিজে ভারতের মুম্বাইয়ের বস্তি এলাকার একটি দৃশ্যে নিজের পুরনো বাড়ি দেখার পরে আপ্লুত হয়ে তিনি টুইট করেন।

শাহিনা লেখেন, "ওই ওয়েবসিরিজে মুম্বাইয়ের বস্তি এলাকার যে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে একটি বাড়ি আমার। আমি ২০১৫ সাল পর্যন্ত ওই বাড়িতেই ছিলাম।"

বান্দ্রা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে দরগা গলি বস্তিতে থাকতেন শাহিনা। তার বাবা বাড়িতে বানানো তেল ফেরি করে বিক্রি করতেন। তার পরিবার উত্তরপ্রদেশ থেকে মুম্বাই পাড়ি জমায়।

প্রথমবার স্কুলে কম্পিউটার দেখার পর থেকেই কম্পিউটার নিয়ে তার আগ্রহ জন্মায়। আগ্রহ দেখে, বাবা টাকা ধার করে মেয়েকে স্থানীয় কম্পিউটার ক্লাসে ভর্তি করেন।

নিজের কম্পিউটার কিনতে শাহিনা না খেয়ে দুপুরের খাবারের টাকা জমাতে শুরু করেন। এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্কুলছাত্রীকে।

এক সাক্ষাত্কারে শাহিনা বলেন, "বস্তির জীবন খুব কঠিন ছিল এবং আমাকে যৌন হয়রানির মুখোমুখিও হতে হয়েছিল।"

শাহিনার কথায়, "১৫ বছর বয়সের মধ্যেই আমার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি আমার চারপাশে অনেক নারীকে অসহায়ভাবে নির্যাতিত হতে দেখেছি। বেশিরভাগ বিষয়েই স্বাধীনতা ছিল না।"

তবে এই জীবন মেনে নিতে চাননি শাহিনা। সেই জেদ সম্বল করেই এগিয়ে যেতে থাকা। শেষে মাইক্রোসফটে চাকরি হয়।

তবে নিজের সাফল্যের জন্য বরাবর বাবাকেই ধন্যবাদ জানান শাহিনা।

মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথমে বি.কম-এ স্নাতক পাস করেন শাহিনা। পরে তিনি এনআইআইটি থেকে ভিজ্যুয়াল কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাইনে ডিপ্লোমা করেন।

ডিজাইন নিয়ে পড়াশোনো শেষ করে তিনি বিভিন্ন সংস্থার পণ্যের ডিজাইন শুরু করেন।

এরপরই গত বছর অর্থাৎ ২০২১ সালে তার ঝুলিতে আসে মাইক্রোসফটের চাকরি। ধীরে ধীরে ডিজাইন বিভাগের প্রধান হন।

নিম্নবিত্ত বা বস্তি এলাকার নারী, যারা জীবনের প্রতিকূলতাকে হার মানাতে চান, সেই মেয়েদের অনুপ্রেরণা জোগাবে শাহিনার জীবনের গল্প।

সম্প্রতি শাহিনা বলেছেন, "ভারতে লাখ লাখ পরিবার আমারই মতো দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে। যে দারিদ্র আপনাদের চোখে পড়ে না। আশার আলো এটাই যে, ক্ষমতায় যারা রয়েছেন, তাদেরকে একজন গড়পড়তা শিক্ষিত ভারতবাসীও প্রশ্ন করতে পারেন এবং এর ফলে তাদের জীবনে পরিবর্তন আসতে পারে।"

শাহিনা বিয়ে করেছেন। গোছানো সংসার। সঙ্গী, স্বামী এবং বছর খানেকের এক সন্তান।

পানামা পেপারসে অভিযুক্তদের তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশে কোর্টের নির্দেশ গোপণ সম্পদশালীদের মধ্যে আঁতংক

ঢাকা ডেস্কঃ-অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িতের অভিযোগে প্যারাডাইস ও পানামা পেপারসে নাম আসা ৬১ বাংলাদেশি ও সাতটি কোম্পানির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও তদন্তের সর্বশেষ অবস্থা জানতে চেয়েছে হাইকোর্ট। আগামী ৬ মার্চের মধ্যে এই অবস্থা প্রতিবেদন আকারে হাইকোর্টকে অবহিত করতে দুদক ও সিআইডিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোর্টের এই নির্দেশের পর যুক্তরাষ্ট্র সহ বিভিন্ন দেশের ব্যাংকে যাদের অবৈধ সম্পদ ও অর্থের সন্ধান রয়েছে তারা সবাই আতংকে ভুগছে বলে জানা গেছে। এরই মধ্যে অনেকেই অর্থ সরিয়ে ফেলারও উদ্যোগ নিয়েছে। সন্দেভাজন রাঘববোয়ালদের অনেকেই দেশ ছেড়ে সাময়িক পালানোর চেষ্টা করছেন বলে বিশ্বস্থ সূত্র জানিয়েছে। এরমধ্যে নিউ ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকের সম্পদ ও অর্থ রয়েছে বলেও জানা গেছে।

এ সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষে বিচারপতি মো. নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি মো. মোস্তাফিজুর রহমানের দ্বৈত বেঞ্চ রবিবার এই আদেশ দেন। এছাড়া সুইস ব্যাংকসহ বিদেশের ব্যাংকে কোন কোন বাংলাদেশীর অর্থ রয়েছে তার তালিকাও দাখিল করতে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে (বিএফআইইউ) নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। এক মাসের মধ্যে এই তালিকা দাখিল করতে বলা হয়েছে। আদালত বলেছে, আমরা দেশ ও জনগণের জন্য কাজ করছি। এখানে আমাদের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ নেই।

এর আগে সকালে বিএফআইইউ ও দুদকের দাখিল করা ৬১ ব্যক্তি ও সাতটি কোম্পানির নামের তালিকার ওপর শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানিতে দুদক কৌঁসুলি খুরশীদ আলম খান ও রাষ্ট্রপক্ষে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিনউদ্দিন মানিক প্যারাডাইস ও পানামা পেপারসে আসা বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামের তালিকা তুলে ধরেন। এ সময় অফশোর কোম্পানির তালিকাও আদালতে তুলে ধরেন দুদক কৌঁসুলি।

দাম বৃদ্ধির সর্বোচ্চ সীমা ৮ কোম্পানির

জবাবে রিট আবেদনকারী কৌঁসুলি আব্দুল কাইয়ুম খান বলেন, পানামা ও প্যারাডাইস পেপারসে বাংলাদেশিদের নামের তালিকা ২০১৬ ও ১৭ সালে প্রকাশ করা হয়। এই তালিকা বিশ্বের বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশ পায়। সেই পুরনো তালিকাই পাঁচ বছর পর হাইকোর্টে দাখিল করেছে দুদক ও বিএফআইইউ। কিন্তু বিএফআইইউ ও দুদক নিজস্ব অনুসন্ধানে কাদের নাম পেয়েছে সেটা কোর্টকে আজও জানায়নি। এমনকি পানামা ও প্যারাডাইস পেপারসে যাদের নাম এসেছে তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের কী অবস্থা সেটাও আদালতকে জানানো হয়নি। এ পর্যায়ে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ কে এম আমিনউদ্দিন মানিক বলেন, তদন্ত চলমান। আব্দুল কাইয়ুম বলেন, এই তদন্ত কি আদৌও শেষ হবে, না অনন্তকাল চলবে।

এ পর্যায়ে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর উদ্দেশ্যে হাইকোর্ট বলেন, মিউচুয়াল লিগ্যাল অ্যাসিসটেন্স রিকোয়েস্ট (এমএলএআর) তৈরি করা হয়েছে বিদেশে অর্থ পাচারকারীদের তথ্য আদান প্রদান করতে। এমএলএআরের অধীনে এখন পর্যন্ত কি তথ্য বিদেশে দিয়েছেন আর সেখান থেকে কি তথ্য পেয়েছেন সেটা আদালতকে জানান। এর পরই হাইকোর্ট উপরোক্ত আদেশ দেন। এ সময় রিটকারী আরেক আইনজীবী সুবীর নন্দী রুল শুনানিতে অংশ নেন।

ভোটের দিন আমার কাছে চুমু চেয়েছিলেন পীরজাদা: নিপুণ

ঢাকা ডেস্কঃ সদ্য সমাপ্ত চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন ঘিরে উত্তাল যেন থামছেই না। আসছে নতুন নতুন অভিযোগ। রোববার (৩০ জানুয়ারী) নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেছেন কাঞ্চন-নিপুণ পরিষদ। সেখানে নানা অভিযোগের কথা তুলেন নিপুণ। সংবাদ সম্মেলনে চিত্রনায়িকা নিপুণ বলেন, 'ভোটের দিন সকালে নির্বাচন কমিশনার পীরজাদা হারুন আমার কাছে তার দুই গালে দুটো চুমু (কিস) খেতে বলেছিলেন। ওর দুই গালে চড় লাগানো উচিত ছিল। যেটা আমি করিনি।'

তিনি আরও বলেন, 'সে সময় আমাদের প্যানেলের দুই নারী সদস্য শাহনূর ও জেসমিন সেখানে উপস্থিত ছিল। তখনই উনার গালে চড় দিয়ে আমার ইলেকশনটা বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল।'

নিপুণ বলেন, 'এখানে (সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী চিত্রনায়ক) জায়েদ খান, এফডিসির এমডি আর নির্বাচন কমিশনার পীরজদা হারুন একটা চক্র। তারা সবাই মিলে জায়েদ খানকে জিতিয়ে দিয়েছেন। তারা টাকা দিয়ে ভোট কিনেছেন, ভিডিওতে সেটা দেখা গেছে।'

নির্বাচনে জায়েদ খানের কাছে ১৩ ভোটে হেরেছেন সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী চিত্রনায়িকা নিপুণ।

এ পরাজিত প্রার্থী বলেন, 'আমি আবার শিল্পী সমিতির

জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো সাইবা বুটিক

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বর্ণাঢ্য আয়োজনে জ্যামাইকায় উদ্বোধন হলো সাইবা বুটিক। স্থানীয় ১৫০-৩০ হিলসাইড এভিনিউর শোরুমে গত ২৬ জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করলো বাংলাদেশী মালিকানাধীন নতুন স্টোর। রং বে রং-এর আকর্ষণীয় পোশাক আর হাল আমলের বাহারী পোশাকের সমারোহ প্রথম দিনেই ক্রেতাদের নজর কাড়ে। এছাড়াও পাওয়া যাবে আকর্ষনীয় ইমিটেশনের গয়না সামগ্রীসহ শাড়ী-কাপড়।

প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার, কমিউনিটির পরিচিত মুক দরুদ মিয়া রনেল ও তার ফ্যাশন সচেতন স্ত্রী নিপা। দরুদ মিয়া জানান, জামাইকা সহ নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটির গ্রাকদের চাহিদার কথা বিবেচনা করেই সাইবা বুটিক চারূ করা হয়েছে। এখানকার সকল সামগ্রী সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে। গ্রাহকদের সবিধার্থে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত খোলা থাকবে। ক্রেতাদের জন্য 'সাইবা বুটিক' দৃষ্টিনন্দন ডেকোরেশনে সাজানো হয়েছে। নারীদের পছন্দের সব রকমের পোশাক ও ইমিটেশন জুয়েলারীর বিপুল সমারোহ রয়েছে সাইবা বুটিকে। তিনি বলেন, দুই ঈদ ও দূর্গাপূজা পূজা সহ অন্যান্য উৎসব অনুষ্ঠানে সাইবা বুটিকে পাওয়া যাবে সব ধরনের পোশাক। এছাড়াও বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের জন্য আগে থেকেই কনের বিয়ের পোশাক এবং বরের বিয়ের পোশাক অর্ডার দেওয়া যাবে সাইবা বুটিকে।

সাইবা বুটিক থেকে পছন্দের সালোয়ার-কামিজ, শাড়ী, ইমিটেশন জুয়েলারী কেনাকাটার অনুরোধ জানিয়েছেন অপর কর্ণধার নিপা।

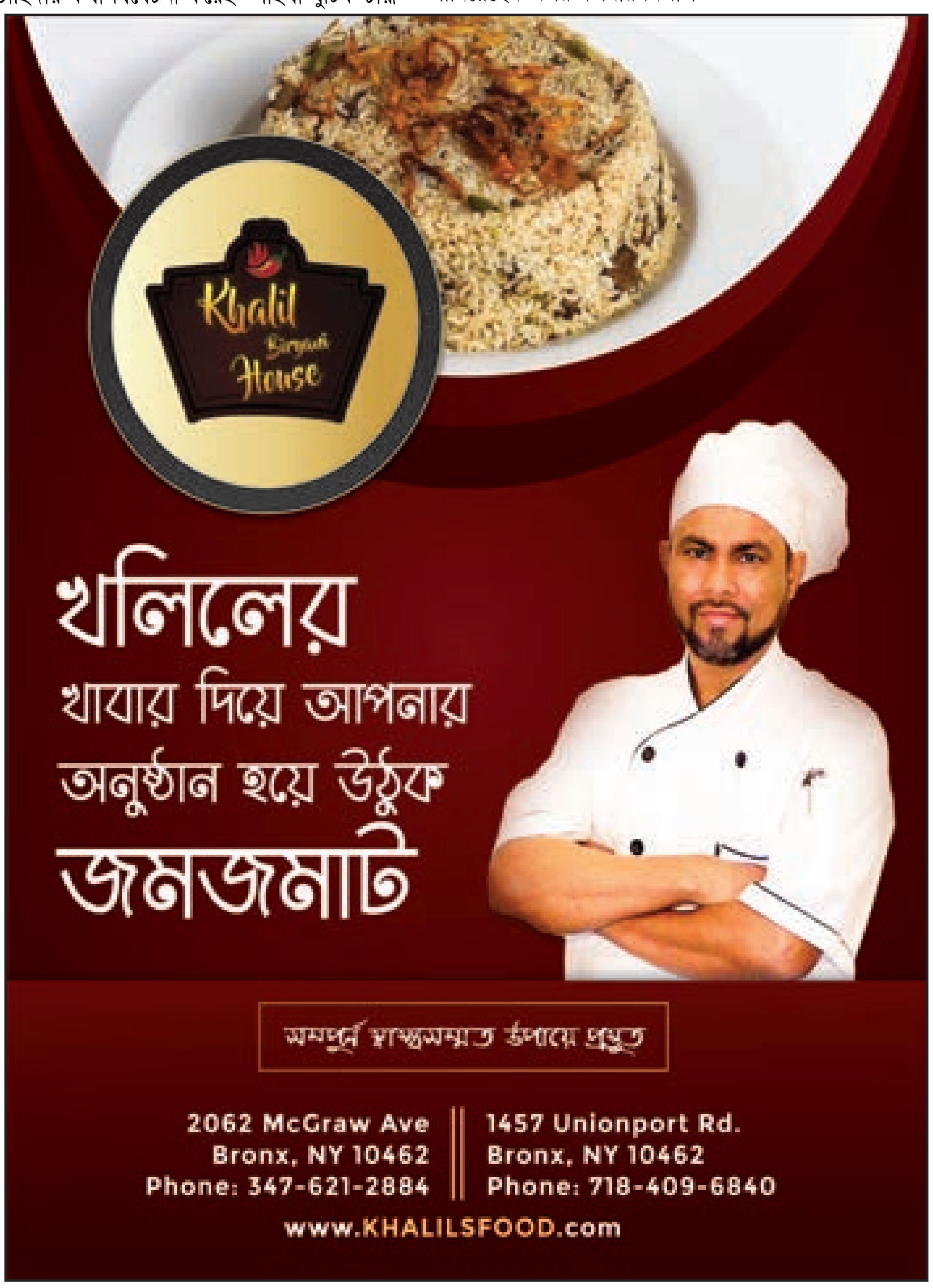

নিউইয়র্ক টাইমসে জাবেদ উদ্দিন

মৌলভীবাজার ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'র উদ্যোগে আবারো কভিট টেস্টিং

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ এবং এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে আবারো কভিট টেস্টিং, কভিড ভ্যাকসিন ও ফ্লু শর্ট প্রদান করা হয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারী শুক্রবার বাদ জুমা এই কর্মসূচীতে শতাধিক মানুষ অংশ নেন। এদিকে মহামারী কোভিডে আক্রান্তদের সেবায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র দ্য নিউইয়র্ক টাইমস মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ এবং এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার

সোসাইটি ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন-কে নিয়ে বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। খবর ইউএনএ'র।

এপেক্স মোবাইল ওয়েলনেস ও ব্লু শেল্ড ব্লু ক্রস-এর সার্বিক সহযোগিতায় শুক্রবারের কর্মসূচীতে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহাবউদ্দিন, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সংগঠন দুটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাব্বির আহমেদ, বেলাল আহমেদ, মহিবুর রহমান, ফয়সল চৌধুরীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোতেই এ কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে জানান জাবেদ উদ্দিন।

এদিকে গত ৮ জানুয়ারী দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে জবেদ উদ্দিনের দুটি ছবি সহ প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে- ২০২০ সালের মার্চ থেকে করোনা সংক্রমিত হওয়ার সময় থেকেই জাবেদ উদ্দিন অধিকাংশ সময় প্রতিবেশী সহ এস্টোরিয়া ও লং আইল্যান্ড সিটির মানুষদের সেবায় কাজ করে চলেছেন। তিনি বিভিন্ন মাধ্যম খাবার ও স্যানিটাইজার, মাস্কসংগ্রহ করে মুনুষদের মাঝে বিতরণ করছেন। এছাড়াও কভিড টেষ্টিং-এর ব্যবস্থা ছাড়াও বয়স্কদের বাড়ী বাড়ী খাবার পৌছানো এবং অসুস্থদের হাসপাতালে পৌছার ব্যবস্থা করছেন।

নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে- করোনার কারণে অনেক প্রার্থনার স্থান (মসজিদ) বন্ধ থাকলেও জাবেদ উদ্দিন নিজ এস্টোরিয়ার এপার্টমেন্ট বাসায় ৫ ওয়াক্ত প্রার্থনা (নামাজ) করেন। এক প্রশ্নের উত্তরে জাবেদ উদ্দিন নিউইয়র্ক টাইমস-কে বলেন, দুনিয়াতে যেকোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বা কাজের পাশাপাশি প্রার্থনা করা আমার দায়িত্ব। প্রতিদিন ৫ ওয়াক্ত নামজ পড়া এবং ইসলামিক নিয়ম-কানুন মেনে চলাও আমার দায়িত্ব।

নিউইয়র্ক টাইমস লিখেছে- পরিস্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় পড়ে প্রার্থনার পর বাংলাদেশী-আমেরিকান নন প্রফিট সংগঠন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন মানুষের প্রয়োজনে বেড়িয়ে যাচ্ছেন এবং সাহায্য করছে। জাবেদ নিউইয়র্ক টাইস-কে বলেন, ইসলাী মতে- একজন আরেকজনকে সাহায্য করা মানবিক ধর্ম।

ড. নুরুন নবী সভাপতি রানা হাসান সম্পাদক

(শেষের পাতার পর)

রানা হাসান মাহমুদকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। গত ২৯ জানুয়ারী শনিবার অনলাইন জুম কনফারেন্সে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এক সাংগঠনিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এই কমিটি গঠন করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটির কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- ডঃ নুরুন নবী (নিউজার্সী), সহ সভাপতি- রাফায়েত চৌধুরী (নিউইয়র্ক), ফাহিম রেজা নূর (নিউইয়র্ক), সফেদা বসু বিন্দু (বোস্টন), ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমেদ (মিশিগান), আবু তাহের বীরপ্রতীক (পেন্সিলভেনিয়া), ড. আবু নাসের রাজীব (ক্যালিফোর্নিয়া), নজরুল আলম (ক্যালিফোর্নিয়া), মঞ্জুরুল ইসলাম রুমি (আটলান্টা, জর্জিয়া), আব্দুর রহীম বাদশা (নিউইয়র্ক), জাকারিয়া চৌধুরী (নিউইয়র্ক)।

সম্পাদক মন্ডলীঃ সাধারণ সম্পাদক- ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদ (ক্যালিফোর্নিয়া), যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক- স্বীকৃতি বড়ুয়া (নিউইয়র্ক), কোষাধ্যক্ষ- মাহাবুবুর রহমান ভুইয়া (আটলান্টা), সাংগঠনিক সম্পাদক- দস্তগীর জাহাঙ্গীর (ওয়াশিংটন), বিশেষ প্রকল্প সম্পাদক- শাখাওয়াত আলী (নিউইয়র্ক), আইন বিষয়ক সম্পাদক- মোহাম্মদ আলী বাবুল (নিউইয়র্ক), মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক- সৈয়দ মতিউর রহমান সিমু (মিশিগান), কমিউনিটি বিষয়ক সম্পাদক- মাহাবুবুর রহমান টুকু (নিউইয়র্ক), সোশাল ওয়েলফেয়ার সম্পাদক- সিরাজউদ্দিন আহমেদ সোহাগ (নিউইয়র্ক), সংস্কৃতি সম্পাদক- অজন্তা সিদ্দিকী (নিউজার্সী), মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- নাসরিন আহমেদ মুন্না (ওয়াশিংটন), যুব বিষয়ক সম্পাদক- আরেফিন চৌধুরী পিয়াল (মিশিগান), সহ সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ মহসিন উদ্দিন টিপু (মিশিগান) ও নুরুননবী চৌধুরী শামীম (নিউজার্সী)।

উপদেষ্টা মন্ডলী: সৈয়দ মোহাম্মদ উল্লাহ (নিউইয়র্ক), বেলাল বেগ (নিউইয়র্ক), কবির আনোয়ার (নিউইয়র্ক), ড. বামন দাস বসু (বোস্টন), ড. মহসিন আলী (নিউইয়র্ক), মোরশেদ আলম (নিউইয়র্ক), রথীন্দ্র নাথ রায় (নিউইয়র্ক), শহীদ হাসান (নিউইয়র্ক), ড. সিদ্দিকুর রহমান (নিউজার্সী), দারা বিল্লাহ (ক্যালিফোর্নিয়া), মমিনুল হক বাচ্চু (ক্যালিফোর্নিয়া), ড. মিজান আর মিয়া (শিকাগো), ড. জামিল তালুকদার (উইসকন্সিন), অধ্যাপক সাহদাত হাসান (নিউইয়র্ক), অধ্যাপক হাসান মাহমুদ (নিউজার্সী), ড. হাসান মামুন (নিউজার্সী), আব্দুস সালাম (নিউজার্সী), ড. মোহাম্মেদ দেলোয়ার হোসেন (আলাবামা), ড. সৈয়দ আশরাফ আহমেদ (ম্যারিল্যান্ড), তাজুল ইমাম (নিউজার্সী), গোলাম মোস্তফা মিরাজ (নিউইয়র্ক), জাহেদুল মাহমুদ জামি (ক্যালিফোর্নিয়া), রাশেদ আহমেদ (নিউইয়র্ক), কৌশিক আহমেদ (নিউইয়র্ক), আতিকুর রহমান (ফ্লোরিডা), ফারুক ভুইয়া (নিউজার্সী), মীর চৌধুরী (নিউজার্সী), নাহিদ চৌধুরী মামুন (নিউজার্সী), বেদারুল ইসলাম বাবলা (নিউইয়র্ক), ডা. মোহাম্মদ আলী মানিক (আটলান্টা), সাজ্জাদ জহীর (নর্থ ক্যারোলিনা), ডা. মাসুদ হাসান (নিউইয়র্ক), ড. সজিদ কামাল (ম্যাচাসুচেস্ট), নিনি ওয়াহেদ (নিউইয়র্ক), অধ্যাপিকা হুসনে আরা (নিউইয়র্ক), শীতাংশু গুহ (নিউইয়র্ক), হেলালুর করিম (ক্যানেক্টিকাট), হাকিকুল ইসলাম খোকন (নিউইয়র্ক), হাবিব আহমেদ টিয়া (ক্যালিফোর্নিয়া), আফরোজা জামিল কঙ্কা (ক্যালিফোর্নিয়া), মতিন চৌধুরী (ক্যালিফোর্নিয়া) ও ইঞ্জিনিয়ার ভুইয়ান (ফ্লোরিডা)।

সদস্যঃ ড. জিনাত নবী (নিউজার্সী), নাজনীন হোসেন (নিউজার্সী), ইরানী আমিন (নিউজার্সী), ডা. ফারুক আজম (নিউজার্সী), হাজি এনাম (নিউইয়র্ক), আবদুর রহমান (নিউইয়র্ক), মকবুল হোসেন তালুকদার (নিউইয়র্ক), দেওয়ান বজলু চৌধুরী (নিউজার্সী), গোপাল সান্যাল (নিউইয়র্ক), শুভ রায় (নিউইয়র্ক), তাহমিনা শহীদ (নিউইয়র্ক), ড. দিলিপ নাথ (নিউইয়র্ক), ফরিদা আরভি (বোস্টন), আবদুল লতিফ বিশ্বাস (নিউইয়র্ক), রুহুল ভুঁইয়া (নিউইয়র্ক), শেখ আতিকুল ইসলাম (নিউইয়র্ক), মোঃ মনির হোসেন (নিউইয়র্ক), অভিনাশ আচার্য (নিউইয়র্ক), ইসমাইল হোসেন স্বপন (নিউইয়র্ক), জিএইচ আরজু (নিউইয়র্ক), বি এম হোসেন হিরু ভুঁইয়া (নিউইয়র্ক), রেজাউল করিম চৌধুরী (নিউইয়র্ক), খুরশিদ আনোয়ার বাবলু (নিউইয়র্ক), স্বপন কর্মকার (নিউইয়র্ক), শিবলী সাদিক (নিউইয়র্ক), মিয়ান হেলালি (নিউজার্সী), অধ্যাপক নবেন্দু দত্ত (নিউইয়র্ক), ডা. টমাস দুলু রায় (নিউইয়র্ক), মিনহাজ আহমেদ (নিউইয়র্ক), মিথুন আহমেদ (নিউইয়র্ক), লুতফুন নাহার লতা (নিউইয়র্ক), ড. আবদুল বাতেন (নিউইয়র্ক), আজমল আলী (নিউজার্সী), সন্তোষ বড়ুয়া (ওয়াশিংটন), ওসমান গনী (বোস্টন), মাহফুজ রহমান (বোস্টন), মিশা রহমান (বোস্টন), জাকির হোসেন (বোস্টন), মোরশেদা খাতুন (বোস্টন), জাহিদ ওসমান মামুন (বোস্টন), মহিতোস তালুকদার তাপস (বোস্টন) ও রেজাকুল হায়দের ফরিদ (বোস্টন)।

জুম সভায় বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য ড. নুরুন নবী ও ইঞ্জিনিয়ার রানা হাসান মাহমুদর এর নেতৃত্বে কাজ করবে নতুন কমিটি। দেশে বা প্রবাসে শুধু বাঙালীদের কাছে নয়, সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ। প্রতিষ্ঠাকালীন কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন শেখ হাসিনা এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন ড. নুরুন নবী ও ড. এনায়েতুর রহমান।

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রবাসে অরাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে তারা তুলে ধরছে- বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শন, বঙ্গবন্ধুর জীবন, আদর্শ এবং বাংলাদেশের ইতিবাচক অগ্রগতির বিভিন্ন বিষয়।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সভা ২০ আগষ্ট

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠিত সভায় করোনা পরিস্থি সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার পর ২৯ জানুয়ারী অনুষ্ঠিতব্য সধারণ সভার তারিখ পরিবর্তন করা হয়।

যৌথ সভার সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে: নির্বাচন কমিশন গঠন, ভোটার হওয়ার শেষ তারিখ ৩০ জুন, আজীবন সদস্যদের বকেয়া ৩০ জুনের আগে পরিশোধ করতে হবে। তা না হলে ভোটার হওয়া যাবে না, সাধারণ সভার সম্ভাব্য তারিখ ২০ আগষ্ট এবং নির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ ১৬ অক্টোবর। এছাড়াও সোসাইটির জন্য নতুন কবরস্থান ক্রয় করার সিদ্ধান্ত হয়।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে থাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যুতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)

এসবিএ লোন আপদ না সম্পদ

(শেষের পাতার পর)

মেয়াদী সুদসহ বিভিন্ন অংকের অর্থ পেয়েছেন বিপুল বাংলাদেশী। পরবর্তীতে এর ব্যবহার নিয়ে বিপাকে পড়েছেন শত শত বাংলাদেশী। সবার মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা কাটছে না। সামগ্রিক অবস্থায় এটি বুঝা উঠা সম্ভব হচ্ছেনা এসবিএ লোন সংশ্লিষ্টদের জন্য আপদ না বিপদ নাকি সম্পদ।

জানা গেছে, উল্লেখিত ভাবনা থেকে লোন নিয়ে ফিরত দিয়েছেন অনেক বাংলাদেশী। তবে পিপিপি লোন, টারগেটেড এডভান্সড বা ফেডারেল গ্র্যান্ট, ষ্টেট গ্র্যান্ট, সিটি গ্র্যান্ট যারা পাচ্ছেন তাদের উদ্বেগ-আতংকের কিছু নেই। সিপিএ, এনরোলমেন্ট এজেন্ট, ট্যাক্সি ডাইভার ওয়ার্কার এলায়েন্স অফিস সূত্র এসব তথ্য জালিয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান এখন বাংলাদেশীদের পদচারনায় মুখর।

বৈশ্বিক মহামারী করোনার কারনে যে অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র সেটি কাটিয়ে উঠার জন্য অনেকগুলো কর্মসূচী নিয়েছে জো বাইডেন সরকার। এইসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে স্মল বিজনেস এমিনিসট্রেশন বা এসবিএ।

এ পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচির মধ্যে আছে পিপিপি পে চেক প্রটেকশন প্রোগ্রাম, ই আইডিএল লোন বা ইমারজেন্সি ইমপেক্ট ডিজাসটার লোন বা এসবিএ লোন, এসবিএ লোন ইনকিরিজ, টারগেটেড এডভান্সড বা ফেডারেল গ্র্যান্ট, নিউইয়র্ক স্টেট গ্র্যান্ট প্রভৃতি।

যারা এসব বিষয় নিয়ে ঝামেলায় আছেন তারা ১৫ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত তাদের সমস্যা সমাধানের সুযোগ পাবেন বলে সংশ্লিস্ট সূত্রে জানা গেছে।

জ্যাকসন হাইটস্ বাংলাদেশী বিজনেস্ এসোসিয়েশন
JBBA
Jackson Heights Bangladeshi Business Association
EXECUTIVE COMMITTEE
2022-24
HARUN BHUIYAN
PRESIDENT
KHAMAR BARI
FAHAD SOLAIMAN
GENERAL SECRETARY
ALL CHOICE ENERGY
MONSUR CHOWDHURY
SR. VICE PRESIDENT
HAAT BAZAR
BABU KHAN
VICE PRESIDENT
PREMIUM SUPER MARKET
ABU NOMAN SHAKIL
VICE PRESIDENT
ITTADI SUPERMARKET
MOHAMMED ALAM NOMI
VICE PRESIDENT
EXCLUSIVE OF PIRAN
Z.R.CHOWDHURY(LITU)
VICE PRESIDENT
MAMA'S
NURUL AMIN BABU
VICE PRESIDENT
TRIBORO REALTY
MD. AZAD
VICE PRESIDENT
LIBERTY RENOVATION
MD. KASHEM
JOINT SECRETARY
MADANI DISTRIBUTIONS
SHAHRIAR ARIF
JOINT SECRETARY
NOBANNA
SELIM HARUN
TREASURER
KARNAFULLY TRAVELS
MAHMUD BADSHA
ORGANIZING SECRETARY
NY DELI & GROCERY
M.R.KHANDAKER SANTU
CULTURAL SECRETARY
DTNY
ANOWAR HOSSAIN
SOCIAL WELFAIR SEC.
BD WIRELESS & COMMUNICATIONS
MASUD RANA TOPON
OFFICE SECRETARY
SUNMAN GLOBAL EXPRESS
SHAH CHISTY
PUBLICATION SECRETARY
SHAH ELECTRONIC
SUBAL DEBNATH
PUBLICTY SECRETARY
DEBNATH TAX & ACCOUNTING
NILUFAR SHREEN
WOMEN'S AFFAIRS SEC.
TARANGO
KAMRUZZAMAN BACHU
MEMBER
REAL ESTATE
SAJJAD HOSSAIN
MEMBER
DESIGN STUDIO
ISTEAK RUMI
MEMBER
THE RUSH EXPRESS INC
SANATAN SHIL
MEMBER
SONARBBANGLA HAIR
MORSHED SM MASUD
MEMBER
SKYLAND TRAVELS
MOHAMMAD IDRIS
MEMBER
DHAKA GARDEN
ABDUL HAMID
MEMBER
USBANGLA.COM
SHAKHAWAT BISWAS
MEMBER
FIVE S CORPORATION
MD. HUMAYUN KABIR
MEMBER
AARONG
SHAFIUDDIN MIAH
MEMBER
JAMUNA INC
FEMD ROCKY
MEMBER
RMFT INC
TOHIDUL ISLAM RONI
MEMBER
NEW BENGAL CONSTRUCTION
AMIN MACK
MEMBER
FAUMA INNOVATIVE INC
SHAMOL C NATH
MEMBER
SS ELECTRONICS
AFTAB JONY
MEMBER
HRT
JOSHI CHOUDHURY
MEMBER
AHEDE ENTERPRISES

হোম কেয়ার হোম কেয়ার
ALEGRA HOME CARE INC. / BANGLA CDPAP SERVICES
CARE WITH LOVE IS HUMANITY / বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে
COMING SOON
ADULT DAY CARE
HHA CERTIFICATE COURSE AVAILABLE
• Highest Rate • Home Care Services
• CDPAP Services • MLTC Related Supports
• Medicaid Apply, Renewal & Code Removal
Special Benefits
OTC CARD
$170 Monthly
(FREE OF COST)
Abu Zafar Mahmood
CEO & President
Cell: 646-769-0966
72-28 BROADWAY, JACKSON HTS, NY 11372 | TEL: 718-708-9751 | FAX: 718-424-2603
544 MCDONALD AVE. BROOKLYN, NY 11218 | TEL: 718-675-0209 | FAX: 347-365-4218

ইলিয়াস কাঞ্চন সভাপতি, জায়েদ খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত

বিনোদন ডেস্ক: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে সভাপতি পদে জয় পেয়েছেন অভিনেতা ইলিয়াস কাঞ্চন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে জয়ী হয়েছেন চিত্রনায়ক জায়েদ খান। শনিবার (২৯ জানুয়ারী) ভোর সাড়ে ৪টার দিকে এই ফল ঘোষণা করা যায়। নির্বাচনে ইলিয়াস কাঞ্চন পেয়েছেন ১৯১ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিশা সওদাগর পেয়েছেন ১৪৮ ভোট। এছাড়া জায়েদ খান ১৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিপুণ আক্তার পেয়েছেন ১৬৩ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে ১৯১ ভোট পেয়ে মাসুম পারভেজ রুবেল ও ২১৯ ভোট পেয়ে মনোয়ার হোসেন ডিপজল নির্বাচিত। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডি এ তায়েব ১১২ ভোট ও রিয়াজ আহমেদ ১৫৬ ভোট পেয়েছেন।

সহ-সাধারণ সম্পাদক পদে সাইমন সাদিক ২১২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সুব্রত পেয়েছেন ১২৭ ভোট। ১৮৪ ভোট পেয়ে শাহানূর সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জয় পেয়েছেন। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আলেক জান্ডার বো পেয়েছেন ১৫৫ ভোট।

সংস্কৃতি ও ক্রীড়া সম্পাদক পদে মামনুন ইমন ২০৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জাকির হোসেন পেয়েছেন ১৩৬ ভোট। আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক পদে জয় চৌধুরী নির্বাচিত ২০৫ ভোট পেয়ে। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিরব হোসেন পেয়েছেন ১৩৪ ভোট। কোষাধ্যক্ষ পদে ১৯৩ ভোট পেয়ে আজাদ খান নির্বাচিত এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফরহাদ পেয়েছেন ১৪৬ ভোট।

কার্যকরী পরিষদ সদস্য পদে নির্বাচিত ১১ প্রার্থী হলেন- অঞ্জনা সুলতানা (২২৫), অরুণা বিশ্বাস (১৯২), অমিত হাসান (২২৭), আলীরাজ (২০৩), কেয়া (২১২), চুন্নু (২২০), জেসমিন (২০৮), ফেরদৌস (২৪০), মৌসুমী (২২৫), রোজিনা (১৮৫) ও সুচরিতা (২০১)।

উল্লেখ্য, শুক্রবার (২৮ জানুয়ারী) সকাল ৯টা ১২মিনিটে এফডিসিতে শিল্পী সমিতির কার্যালয়ে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। সন্ধ্যা ৬টা ১০মিনিট পর্যন্ত ভোট চলে। তবে ভোট চলাকালে চিত্রনায়িকা নিপুণ চিত্রনায়ক জায়েদ খানের বিরুদ্ধে টাকা দিয়ে ভোট কেনার অভিযোগ আনেন। যদিও অভিযোগটি অস্বীকার করেন এই অভিনেতা। এবার সমিতির ভোটার ছিল ৪২৮ জন। কিন্তু ভোট দিয়েছেন ৩৬৫ জন। বৈধ ব্যালট ৩৫৫টি, বাতিল হয়েছে ১০টি।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচনে প্রতিদ্বিতাকারী 'ইলিয়াস কাঞ্চন-নিপুণ' পরিষদেও ২২ দফা ইশতেহার:

১. 'জাতির পিতা'র প্রতিষ্ঠিত এফডিসিতে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের উদ্যোগ নেওয়া।

২. চলচ্চিত্র শিল্পী কল্যাণ ট্রাস্ট ২০২১- এর নীতিমালা অনুযায়ী শিল্পীদের কল্যাণে সর্বোচ্চ ব্যবহার।

৩. প্রধানমন্ত্রীর কাছে চলচ্চিত্রের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য সহজ শর্তে বড় অংকের ফান্ডের ব্যবস্থা করা।

৪. অন্যায়ভাবে যেসব সদস্যের সদস্যপদ বাতিল, স্থগিত ও ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে তাদের অধিকার ফেরত দেয়া ও সদস্যপদ পুনর্বহাল।

৫. শিল্পী সমিতির মর্যাদা রক্ষা ও সদস্যদের অধিকার সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকা এবং কেউ একবার সদস্য হলে তাদের সদস্যপদ আজীবন সংরক্ষিত থাকবে। তবে সংগঠনের গঠনতন্ত্র ও রাষ্ট্রবিরোধী গুরুতর কর্মকান্ডে কারও সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ এলে এবং তদন্তসাপেক্ষে অভিযোগ প্রমাণিত হলে সদস্যপদ স্থগিত হতে পারে, যা সাধারণসভায় উত্থাপন করে চূড়ান্ত অনুমোদন নেওয়া হবে। যে কোনো দুর্যোগ, সমস্যা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে শিল্পী সমাজের পাশে দাঁড়ানো ও সহায়তা করা।

৬.সহায়তা গ্রহণকারীদের সম্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষায় কোনো সহায়তা কর্মকান্ডের ছবি/ভিডিও জনসম্মুখে প্রকাশ না করা।

৭. আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে সব ধরনের ধর্মীয় উৎসবে (যেমন- দুই ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা) স্বল্প আয়ের সদস্যদের উৎসব ভাতা ও উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৮. পার্শ্ববর্তী দেশ ও বিভিন্ন দেশের শিল্পী সংগঠনের সাথে পারস্পরিক মতবিনিময়।

৯. মত বিনিময় এবং শিল্পী বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর।

১০. শিল্পীদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা।

১১. শিল্পী সমিতির ওয়েবসাইট সমৃদ্ধ করতে প্রযুক্তিগত আরও উন্নয়ন, সব শিল্পীর প্রফাইল তৈরি করা। বিশেষ করে নৃত্য ও অ্যাকশন দৃশ্যে শিল্পীদের প্রফাইল তৈরি করে আন্তর্জাতিক কাস্টিং ডিরেক্টরদের প্রদান করা। নৃত্য ও অ্যাকশন দৃশ্যে ভাষার ব্যবহার না থাকায় বিশ্বের যে কোনো দেশের চলচ্চিত্রে নৃত্য ও অ্যাকশন দৃশ্যে আমাদের শিল্পীরা যেন কাজ করতে পারে সেই ব্যবস্থা করা, যা পার্শ্ববর্তী দেশ বিগত দিনে করেছে।

১২. শিল্পী সমিতির সভাপতিকে পদাধিকার বলে চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্যসহ তথ্য মন্ত্রণালয় ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিটিতে সমিতির নেতাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য অন্তর্ভুক্তীকরণের ব্যবস্থা করা।

১৩. ঝুঁকিপূর্ণ দৃশ্যে অভিনয় করা শিল্পীদের জন্য বিশেষ বিমা ও সবার জন্য গ্রুপ বিমার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

১৪. শিল্পীদের চিকিৎসা কার্যক্রমের সুবিধার্থে কয়েকটি হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক ল্যাবের সাথে বিশেষ ছাড়ের জন্য চুক্তির উদ্যোগ ও বাস্তবায়ন।

১৫. শিল্পীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও তাদের বাবা-মাকে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

১৬. চলচ্চিত্র শিল্পকে আরও সমৃদ্ধ ও অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলতে চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব ও অভিজ্ঞদের নিয়ে উপদেষ্টা কমিটি গঠন ও নতুন প্রযোজকদের চলচ্চিত্রের পান্ডুলিপি থেকে শুরু করে ছবি মুক্তি পর্যন্ত যাবতীয় সহায়তা প্রদান।

১৭. চলচ্চিত্র সংক্রান্ত সব সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং পারস্পরিক স্বার্থে মতবিনিময়।

১৮. শিল্পী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া। যেখানে সব ধরনের শিল্পী তৈরির পাঠ্যসূচি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।

১৯. নৃত্যশিল্পীদের জন্য ড্যান্স স্টুডিও ও ফাইট অ্যান্ড স্টান্ট স্টুডিও এবং অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টসমৃদ্ধ জিমনেসিয়াম স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া।

২০. সব শিল্পী উপযোগী মেকআপ সেলুন ও পার্লার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া।

২১. শিল্পীদের পেশার মান বৃদ্ধিতে দেশের ও দেশের বাইরের কিংবদন্তি শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ সেমিনার ও ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করা।

২২. প্রধানমন্ত্রীর রাষ্ট্রীয় সফর ও বিদেশে সাংস্কৃতিক সফরে শিল্পীদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

সভাপতি ইলিয়াস কাঞ্চনের ইশতেহার পাঠের সময় উপস্থিত ছিলেন তার প্যানেলের সহ-সভাপতি রিয়াজ, ডি এ তায়েব, কোষাধ্যক্ষ আজাদ, কার্যকরী পদে ফেরদৌস, কেয়া ও সীমান্ত।

শুটিংয়ে অসুস্থ পরীমনি, ভর্তি হাসপাতালে

বিনোদন ডেস্ক: গাজীপুরে অরণ্য আনোয়ারের 'মন্ত্র' চলচ্চিত্রের শুটিং স্পটে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন নায়িকা পরীমনি। গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ভোরে জ্বর, সর্দি-কাশি নিয়ে তাকে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। অরণ্য আনোয়ার জানান, বুধবার সকাল থেকে টানা শুটিং হওয়ার কথা ছিল ছবিটির। সে অনুযায়ী মঙ্গলবার রাতেই ইউনিটে যোগ দেন পরীমনি। তার বিশ্বাস ছিলো জ্বর কেটে যাবে। শুটিংটা শেষ করেই বাড়ি ফিরবেন।

কিন্তু বুধবার দিবাগত রাতে অবস্থার আরও অবনতি হয়। দেখা দেয় করোনার উপসর্গ। তাই দ্রুত সময়ের মধ্যে পরীকে ঢাকার একটি হাসপাতালে নিয়ে যায় তার স্বামী অভিনেতা শরিফুল রাজ। তিনি বলেন, আমার কাছে আগে জীবন পরে শুটিং। ১৭ অক্টোবর গোপনে পরীমনি ও শরিফুল রাজের বিয়ে হয়। এ মাসের শুরুতে তারা একইসঙ্গে বিয়ে ও মা হওয়ার খবর জানান।

তবুও ব্যালটে পরীমনির নাম

বিনোদন ডেস্ক: চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির নির্বাচন করবেন না, আগেই জানিয়েছেন চিত্রনায়িকা পরীমনি। গত ১০ জানুয়ারী তিনি জানিয়েছেন বিয়ে করেছেন ও মা হচ্ছেন। তারপর এ নায়িকা জানান, তিনি আসন্ন শিল্পী সমিতির নির্বাচনেও অংশ নিচ্ছেন। যদিও ১৫ জানুয়ারী তিনি নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তের কথা জানান। প্রত্যাহার করে নেন নাম। তবে নির্বাচন কমিশনার পীরজাদা হারুন একইদিন জানান, আজ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় ছিল। সেটা অতিক্রম হওয়ার পর আমরা পরীমনির বিষয়টি জানতে পারি। ফলে এখন আর প্রত্যাহারের সুযোগ নেই।

অবশেষে চূড়ান্ত ব্যালটে ছবিসহ নাম পাওয়া গেল এ নায়িকার। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন থেকে এই ব্যালট পেপারের একটি ব্যানার দাঁড় করানো হয় এফডিসি চত্বরে। উদ্দেশ্য, ভোটার ও প্রার্থীদের সামনে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ এবং ভোট দেয়ার পদ্ধতি অবহিত করা। যেখানে অন্য প্রার্থীর সঙ্গে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে রয়েছে পরীমনির নাম। তবে নিজের সিদ্ধান্তে অটল এ নায়িকা। তিনি বলেন, নির্বাচন করছি না। কোনো প্রচারণায়ও অংশ নেইনি আমি। শুনেছি ব্যালটে আমার নাম ও ছবি যুক্ত রয়েছে। তাতে আমার কিছু করার নেই। আমি সময়মতোই আমার নাম প্রত্যাহার করেছিলাম। এদিকে এই নির্বাচনে হার কিংবা জিত কোনোটিই গ্রহণ করবেন না বলে জানান পরী। তিনি বলেন, আমি সব সময় বঞ্চিত শিল্পীদের সঙ্গে আছি। তবে তাদের পাশে থাকতে হলে নির্বাচন করতে হবে, জিততে হিবে তাতো নয়। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির ২০২২-২০২৪ মেয়াদের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনে ইলিয়াস কাঞ্চন-নিপুণ আক্তার প্যানেল থেকে কার্যনির্বাহী সদস্য পদে নির্বাচন করার কথা ছিল পরীমনির। তবে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন পরীর স্বামী শরিফুল রাজ জানান, শারীরিক অবস্থার কারণে পরীমনি নির্বাচন করবে না।

তবে ভোটে না থেকেও পরিমনি ৭৯ ভোট পেয়েছেন বলে জানা যায়।

নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছিলাম-পল্লব

বিনোদন ডেস্ক: নব্বই দশকের মডেল আইকন পল্লব চক্রবর্তী। মৌ, তানিয়া, সুইটিদের সঙ্গে জুটি বেঁধে বিলবোর্ডে কিংবা টিভিসিতেই তার উপস্থিতি সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই সময় ঢাকায় র‍্যাম্প মডেলিংয়ে তার উজ্জ্বল উপস্থিতি ছিল উল্লেখ করার মতো। এই মডেল শতাধিক টেলিভিশন নাটকেও অভিনয় করেছেন সফলতার সঙ্গে।

এরপর দীর্ঘ সময় পল্লব শোবিজে কাজই করেননি তেমন। কেমন আছেন তিনি? উত্তরে তিনি বলেন, ভালোই আছি। সুস্থ আছি। দীর্ঘদিন আপনি শোবিজে নেই।

কেনো? পল্লব বলেন, গত দশ বছর পারিবারিক নানান ঝামেলায় ছিলাম। এরমধ্যে বাবা আর ভাইকে হারিয়েছি। সব মিলিয়ে টেনশনের মধ্যদিয়ে সময় গেছে।

এত উজ্জ্বল ছিল আপনার শোবিজ ক্যারিয়ার। ভাবতে কেমন লাগে? এ মডেল বলেন, শিল্পীরা কখনও অতীত হয় না। তারা কাজের মধ্যে সব সময় বর্তমানে বিরাজ করে। শোবিজের একজন জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে আপনার প্রেম সেই সময় আলোচিত ছিল। অনেকেই বলেন, আপনার ক্যারিয়ারের সেরা সময়ে প্রেমকে প্রাধান্য দিয়ে কাজের প্রতি অনেকটা অমনোযোগী ছিলেন! হাসতে হাসতে পল্লব বলেন, প্রেম তো স্বর্গীয়। প্রেমে ব্যর্থতাও কখনো কখনো মানুষকে নতুন করে বাঁচতে শেখায়। সত্যি বলতে সেই সময় আমি তার প্রেমে বুঁদ হয়ে ছিলাম। তার প্রধান কারণ ছিল আমার প্রেমে কোনো ঘাঁটতি ছিল না।একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি। আপনার প্রথম শোবিজে সম্পৃক্ততা কীভাবে আর কখন? পল্লব বলেন, ১৯৯১ সালে প্রথম 'টাওয়ার ফ্যাশন' শোতে পারফরম করি। একই বছর বিখ্যাত অভিনেতা-নির্মাতা আফজাল ভাইয়ের হাত ধরেই টিভি বিজ্ঞাপনে আমার অভিষেক হয়। বাংলাদেশের প্রথম প্যাকেজ নাটক 'প্রাচীর পেরিয়ে'তে অভিষেক হয় অভিনেতা হিসেবে। প্রয়াত হুমায়ূন ফরিদীর মতো অভিনেতার সঙ্গে পর্দা শেয়ার করেছি। অনেক নাটকে আমি অভিনয় করেছি। সেই সময় মনে হয় আমিই একমাত্র অভিনেতা যার একটি সিনেমা মুক্তির আগে ২০টির মত সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম।

অবশ্য চুক্তি হওয়া অনেক সিনেমাই শুটিং ফ্লোর পর্যন্ত গড়ায়নি (হাসি)। তিনি আরও বলেন, আমি হৈ চৈ পছন্দ করি, তাই বলে যে কাজের সময় করি তা নয়। আমার এই সরলতাকে নিয়ে মিডিয়ায় গুজব ছড়ানো হয়েছিল আমি নাকি কাজে মনযোগী না। সেই সময় নোংরা রাজনীতির শিকার হয়েছিলাম। ধীরে ধীরে আমাকে নাটক থেকে বাদ দেয়া হয়েছিল। আমার অনেক প্রিয় নাট্যকার-পরিচালক তাদের কাজ থেকে আমাকে বাদ দিয়েছিলেন। তাদের আচরণ আমাকে ব্যথিত করেছিল। শোবিজে ফেরার পরিকল্পনা আছে? এ তারকা বলেন, অবশ্যই। আবার পুরোদমে নাটক, সিনেমায় ব্যস্ত হতে চাই। তার জন্য নাট্যকার, নির্মাতা ও সাংবাদিক ভাইবোনদের সহযোগিতা কাম্য।

একুশের বইমেলায় দর্পণ কবীরের ৩টি গ্রন্থ

নিউইয়র্ক: এবারের (২০২২ সালে) একুশের বইমেলায় কবি ও লেখক দর্পণ কবীরের ৩টি গ্রন্থ বের হচ্ছে। ১টি উপন্যাস, ১টি কাব্যগ্রন্থ ও ১টি কিশোর উপন্যাস বের হচ্ছে দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনী অনন্যা থেকে। লেখকের দশম উপন্যাস-যে হাওয়ায় রেণুর গল্প, ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ-আশ্চর্য দুঃখগুলো কষ্ট হয়নি এবং প্রথম কিশোর উপন্যাস-জার্সি নম্বর ১০ বইগুলো বইমেলায় পাওয়া যাবে অনন্যা প্রকাশনীর স্টলে। উপন্যাস ও কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদ করেছেন ধ্রুব এষ এবং কিশোর উপন্যাসের প্রচ্ছদ করেছেন মামুন হোসাইন। দর্পণ কবীরের প্রথম কিশোর উপন্যাস লিখেছেন। উল্লেখ্য, দর্পণ কবীরের ইতিমধ্যে আরো ২১টি বই বেরিয়েছে। এরমধ্যে ৯টি উপন্যাস, ৫টি কাব্যগ্রন্থ, ৪টি ছড়া গ্রন্থ, ২টি কিশোর গল্প, ১টি ছোট গল্প রয়েছে।

১৯৯১ সালে দর্পণ কবীর-এর প্রথম ছড়ার বই বের হয় একুশের বইমেলায়। নাম ছিল-ধপাস। ১৯৯৫ সালে তার দ্বিতীয় ছড়ার বই-পাথুরে দত্যি বের হয়। একই বছর তার কিশোর গল্প গ্রন্থ ‘ভোরের পাখি’ বের হয়। ২০০০ সালে প্রথম কাব্যগ্রন্থ-কষ্টের ধারাপাত বের হয় ঘাস ফুল নদী প্রকাশনী থেকে। ২০০৪ সালে তৃতীয় ছড়ার বই-ঠাট্টা বের হয় প্রকৃতি মিডিয়া এন্ড পাবলিকেশন থেকে। ২০০৫ সালে দর্পণ কবীরের প্রথম উপন্যাস-স্বপ্ন বিলাস বের হয় স্কলারস প্রকাশনী থেকে। ২০০৬ সালে বের হয় দ্বিতীয় উপন্যাস বসন্ত পথিক স্কালারস প্রকাশনী থেকে। ২০০৬ সালে আবাহন প্রকাশনী থেকে বের হয় উপন্যাস-নষ্ট জীবন। ২০০৮ সালে আবাহন প্রকাশনী থেকে বের হয় উপন্যাস স্বপ্নঘোর। ২০০৯ সালে আবাহন প্রকাশনী থেকে বের হয়-বিষন্ন বেহাগ উপন্যাস। ২০১০ সালে জলপ্রপাত-উপন্যাস বের হয় অনন্যা প্রকাশনী থেকে। ২০১১ সালে তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ-আকাশ আয়না বের হয় বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে। ২০১২ সালে একুশের বইমেলায় লেখকের গল্পগ্রন্থ ‘লাবণ্য ভেজা মেঘ’ বের হয় সাঁকোবাড়ি প্রকাশনা থেকে। ২০১৩ সালে ফেরারী বসন্ত উপন্যাস বের হয় রয়াল প্রকাশনী থেকে। ২০১৪ সালে অচেনা বিভাস উপন্যাস বের হয় রয়াল প্রকাশনী থেকে। ২০১৬ সালে বসন্ত নয় অবহেলা-নামক লেখকের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ বের হয় বিশ্বসাহিত্য বিতান প্রকাশনী থেকে। একইবছর চতুর্থ ছড়াগ্রন্থ-বোকারাম হদ্দ বের হয় এই প্রকাশনী থেকেই। ২০১৭ সালে ভূত বিষয়ক ছোট গল্পের বই-আমি ভূত বলছি বের হয় বিশ্বসাহিত্য ভবন থেকে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা ও কলকাতা থেকে চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ-গল্পটার নাম নেই বের হয়। বাংলাদেশে বইটির প্রকাশ করে অন্বয় প্রকাশনা এবং ভারতে এটি প্রকাশ করে আরিয়াল পাবলিশার্স। ২০২১ সালে নবম উপন্যাস-ধূসর প্রচ্ছদ বের হয় অনন্যা প্রকাশনী থেকে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

সাহিত্য সাময়িকী

সুখ নাকি অসুখ
মুরশাদ সুবহানী

একজন মানুষ চাই,
চাই, চাই এবং চাই ।
সময়ে রঙ চটে এই মানুষটি পানসে হয়ে যাবে ।
আবার আরও একজন মানুষ চাই ।
মানুষ আসবে, আবার রঙ চটে পানসে হবে ।
অনন্তকাল ধরে শুধু চাইবো-

যারা এই রকম চাই, চাই করে
তারা সুখের পেছনে ছুটে মরে ।
সুখ মরীচিকা হয়ে দূরে সরে যায় ।
ছুটে তার পেছন পেছন ।

সুখ মননে তৈরি করতে হয় ।
সুখ একটি আর্ট
যাকে ' প্রতিদিন সাজাতে হয়'
ডাল-ভাতে পরিতৃপ্ত যারা
তারা সুখি ।

যাদের আকাংখা অধিক
তারা সুখের নাগাল পেতে
মরীচিকার পেছন ছুটে মরে ।
বিছানা বদলে দিলেই কি সুখ ধরা দেয়?

সুখ বিভাজিত হতে থাকে,
এক মানুষ থেকে আর এক মানুষে
'এর নামই কি সুখ'
নাকি এক ধরণের 'অসুখ ।'
ফ্লোরিডা, ইউএসএ

আশা
আবদুল বাতেন

বেলুন হয়ে উড়ছে, বুদবুদ বেদনাগুলো
দিগন্তে দিকবিদিক ।
পোড়- খাওয়া পাখিদের পাখার ঝাপটায়
শনশন হতাশা হাওয়ায়, দীর্ঘশ্বাস দাবদাহে

ডিগবাজি দিতে দিতে
বুলশিট বেলুনগুলো নিশ্চিত
এক সময় আমার সহ্য সূর্যতাপে হবে ফট্টাস!

কেউ কেউ বলে ছিয়াত্তর বছর পর
হাসান নাজমুল

হ্যালির ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়ে
জীবনের মহাকাশ ছেড়ে
গিয়েছ কোথায় তুমি?
স্পর্শের প্রহর গুনে গুনে ক্লান্ত এ হৃদয়,
ধৈর্যের সৌন্দর্য মরে গেছে শূন্যতায়;
সুখের লহরী নিয়ে
আসবে কখন সুন্দরী হে?
সময়-সমুদ্র পারছি না দিতে পাড়ি
কেউ কেউ বলে
ছিয়াত্তর বছর পর আসবে তুমি,

মানুষের সংশয়ে
বেদনায়, ভয়ে
বিজ্ঞানে, দর্শনে চাই না রাখতে ধরে
প্রস্থান এবং আগমনের হিসেব;
তোমাকে চাই প্রত্যয়ে
প্রকৃতির নিখুঁত প্রণয়ে ।

মনে হয় প্রেম এলো
আহম্মদ হোসেন বাবু

মনে হয়
প্রেম এলো চুপিসারে, প্রণয় বলেছে ডাকি-
যেই দিকে চোখ যায় শুধু তোমাকেই দেখি !
এখন প্রেমের আকুল সময়
আদ্যরসের আজ হলো জয়,
কপালেতে তিল, থুতনিতে টোল
হাসিতে মুক্তো, চোখেতে কাজল ।
কেউ বলে প্রেম, কেউ পরকীয়া
আমি বলি হিয়ার ভেতরে হিয়া ।
প্রেম পূজা, মায়াময় মায়া, অবয়বহীন ছায়া
পিঁপড়ের ঢিপি ভেঙে তুমি বৃথাই খোঁজো কায়া!
ভাগ্য আমাকে করেছে প্রেমিক, করেছি পুণ্য
তোমার জীবনে মিলায়ে জীবন, হয়েছি ধন্য;
শেষ হয়েছে যুদ্ধ-থেমেছে কান্না, প্রমোদকাননে প্রেম ডাকে আনমনা ।

বলো তুমি
বলো আর কতকাল আমি পরাজিত হবো?
প্রেমিক তোমার, শ্বাপদ তো নই যে কামড়ে দেবো?
যদি একবার বলো, তোমার শহর ছেড়ে, আমি চলে যাবো ।
তবু প্রেম থাক অভিমান থাক, থাক অনুরাগ
আশা থাক মুখে ভাষা থাক, জোনাকি জীবন থাক,
ভোর-রাতে প্রেম থাক, থাক পাউরুটি
দুপুরের ভাতে যেন, থাকে খুনসুটি ।
ভালোবাসা দেয় আশা আত্মাকে
ভালোবাসা দেয় বাধা মৃত্যুকে ,
প্রেম জাগরণ, রবির কিরণ
প্রেম আরাধনা মনের মিলন ।
তুমি পদ্মলোচনা তুমি দেবদূত, তুমি উন্মনা মন;
সাদা-কালো যাই হোক, প্রেম হোক শুধু প্রেমিকের প্রমোদমত্ত ক্ষণ ।

বাংলা ভাষা
সৈয়দুল ইসলাম

মাগো আমি গর্ব করি
বাংলা ভাষা পেয়ে,
মিষ্টি মধুর বাংলা ভাষা
সকল ভাষার চেয়ে ।

রক্তে কেনা বাংলা ভাষা
হয়নি তারই তুল,
সালাম বরকত রফিক জব্বার
বাংলা ভাষার ফুল ।

বাংলা ভাষায় কবি লেখক
লিখেন কাব্য ছড়া,
কাব্য ছড়ায় ভাষার কথা
যায় ছোঁয়ে যায় ধরা ।

একুশ এলে প্রপ্রাণখোলে গাই
বাংলা ভাষার গান,
ভাষার গানে বীর বাঙ্গালীর
নেচে ওঠে প্রাণ ।

কী হবে!
মৃত্যুঞ্জয় হালদার

অসুস্থতার বাহানায় সারাটা জীবন
উপেক্ষিত তোমার কাছে

বারোমাসে তের উৎসব তোমার শরীর
যন্ত্রণায় জিইয়ে আছে ।

আমার আকাংখাগুলো আলোড়িত হয়
একাকিত্ব বিষন্ন মনে

বিকল্পহীন বিবেক বিদ্ধস্ত বিদ্রুপে
বেওয়ারিশ লাশ স্বপনে ।

স্বপ্না আসতো প্রায় নিশিনিয়মে
জমতো খেলা শৈশব

কৈশোর কলমিলতায় মন কেমনের
স্মৃতিমেদুর কোলাহল সব ।

সব অগোছালো জীবনযাপনের চালচিত্র
কী হবে বেদনার কথা লিখে

একি কথার পুনরাবৃত্তি ভালো নয়
নিতেই পারি নতুন কথা শিখে ।
কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

বিশ্বাসের খুঁটি
নওশাদ আলম

বিশ্বাসের খুঁটিতে যার লাগে ঘুণ,
দই দেখে মনে ভাবে খেয়েছে সে চুন ।
জেঁকে বসে তারমনে গাল পোড়া ভয়,
অবিশ্বাসের তীরে ক্ষত হয়েছে হৃদয় ।
বিশ্বাসের অম্বরে জমে কালো মেঘ,
সবখানে দানাবাঁধে তার সে আবেগ ।
নড়বড় করে সেই, বিশ্বাসের ছাদ,
বালুর প্রাসাদে রোজ দিচ্ছে সে বাঁধ ।
সন্দেহের নীলজালে ঘেরা চারপাশ,
বিপদের আগমনে থেমে যায় শ্বাস ।
ঠুনকো হয়েছে তার বিশ্বাসের ভিত,
জীবনের অধ্যায়ে, হয়নি তার জিত ।
মৃদুঝড়ে ধসে পড়ে কুঁরে খাওয়া খুট,
সারাদেহ পড়ে থাকে, প্রাণ হয় লুট ।
টেকসই আছে যার বিশ্বাসের আসন,
কখনো হয়না তার, জয়ের প্রহসন । ।
মেহেরপুর, বাংলাদেশ

আইএসের নারী ব্যাটালিয়নের ‘নেত্রী’ যুক্তরাষ্ট্রে অভিযুক্ত

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ জানুয়ারি : সিরিয়ায় জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেটের (আইএস) একটি নারী ব্যাটালিয়নকে নেতৃত্বদানকারী এক সন্দেহভাজন মার্কিন নারীকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিযুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ এসব তথ্য জানিয়েছে। অভিযুক্ত নারীর নাম বলা হচ্ছে ‘অ্যালিসন ফ্লুক-একরেন’। তাঁর বিরুদ্ধে একটি বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীকে উপাদানগত সমর্থনের অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের একটি কলেজের ক্যাম্পাস ও একটি শপিং মলে হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।

মার্কিন সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়, ৪২ বছর বয়সী এই নারী একসময় যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি কমপক্ষে পাঁচটি ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন।

২০১৯ সালে প্রথম ভার্জিনিয়ার একটি ফেডারেল আদালতে অ্যালিসনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হয়। সিরিয়া থেকে আটকের পর গত শুক্রবার তাঁকে এফবিআইয়ের হেফাজতে পাঠানো হয়। আগামীকাল সোমবার অ্যালিসনকে ইস্টার্ন ভার্জিনিয়ার ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে হাজির করার কথা রয়েছে।

মার্কিন সরকারের বিবৃতি অনুযায়ী, জঙ্গিবাদে যুক্ত হতে বেশ কয়েক বছর আগে সিরিয়ায় পাড়ি জমান অ্যালিসন। অন্তত ২০১৪ সাল থেকে তিনি আইএসের হয়ে বেশ কিছু জঙ্গি তৎপরতায় অংশ নেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কলেজের ক্যাম্পাসে হামলার পরিকল্পনা করেছিলেন অ্যালিসন। এ জন্য হামলাকারী নিয়োগ দেওয়ার কাজ করেছিলেন তিনি। তবে এ ব্যাপারে সরকারের বিবৃতিতে বিস্তারিত কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

মার্কিন সরকারের বিবৃতিতে আরও বলা হয়, সিরিয়ায় আইএসের একটি নারী ব্যাটালিয়নের নেতা হিসেবে অ্যালিসনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তিনি এই ব্যাটালিয়নের নারীদের একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, গ্রেনেড ও সুইসাইড বেল্ট ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দিতেন।

২০১৪ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত জঙ্গিবাদী তৎপরতায় অ্যালিসন যুক্ত ছিলেন বলে অন্তত ছয় ব্যক্তি বলেছেন। তাঁরা আরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের একটি শপিং মলের বেসমেন্ট গ্যারেজে বিস্ফোরকবাহী গাড়ি রেখে হামলা চালানোর ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেছিলেন তিনি।

অ্যালিসনের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলোতে তিনি যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে তাঁর সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত কারাদ- হতে পারে।

জর্জ ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রাম অন এক্সট্রিমিজমের গবেষণা অনুযায়ী, আইএসসংশ্লিষ্টতার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্রে যাঁদের অভিযুক্ত করা হয়েছে, তাঁদের প্রায় ১০ শতাংশ নারী।

তবে অ্যালিসনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকা কোনো আইএস সদস্যকে যুক্তরাষ্ট্রে অভিযুক্ত করার ঘটনা এটাই প্রথম।

যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তা : মস্কো কূটনীতি পরিহার করলে পরিস্থিতি হবে ‘ভয়াবহ

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ জানুয়ারি : যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সামরিক কর্মকর্তা সতর্ক করেছেন যে রাশিয়া যদি ইউক্রেনের সাথে তাদের দ্বিমতগুলো সমাধানের জন্য সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তাহলে তাতে করে রাশিয়া সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের জন্যই মৃত্যু ও ধ্বংসযজ্ঞের একটি পথ তৈরি করবে।

যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চিফস অফ স্টাফ এর চেয়ারম্যান, জেনারেল মার্ক মিলি শুক্রবার পেন্টাগনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিনের সাথে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই কড়া সতর্কবার্তা জারি করেন। তারা দুজনেই জোর দিয়ে বলেন যে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে, যদি মস্কো সংঘর্ষের দ্বারপ্রান্ত থেকে পিছনে হটতে রাজি হয়। এ ধরণের সংবাদ সম্মেলন বেশ বিরল একটি ঘটনা।

সাংবাদিকদের মিলি বলেন, ‘স্থল বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, বিমানবাহিনী, সব মিলিয়ে যে ধরণের শক্তি সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সেটি যদি ইউক্রেনে প্রয়োগ করা হয়, তাহলে সেটি গুরুতর, বেশ গুরুতর হবে’

তিনি বলেন, ‘সেটির ফলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক হতাহত হবে। আর আপনি সহজেই কল্পনা করতে পারেন যে জনবহুল শহুরে এলাকায় সেটির চিত্র কেমন হতে পারে। সেটি ভয়ানক হবে। সেটি ভয়াবহ হবে। এবং তেমনটি হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই’

যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তাটি এমন সময় এলো, যখন রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যকার মুখোমুখি অবস্থান একেবারে ভারসাম্যের প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে।

শুক্রবার আরো পরে, প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সংবাদকর্মীদের বলেন যে তিনি পূর্ব ইউরোপে উপস্থিত ন্যাটোর বাহিনীতে যুক্তরাষ্ট্রের আরো সৈন্য যোগ করবেন।

পেনসিলভেনিয়াতে একটি ভাষণ শেষে ওয়াশিংটনে ফিরে বাইডেন বলেন, ‘আমি পূর্ব ইউরোপ ও ন্যাটো দেশগুলোতে নিকট ভবিষ্যতে আরো সৈন্য স্থানান্তরিত করব। তবে সেটা সংখ্যায় খুব বেশি নয়।

বিএনপির বৃহৎ জোট গঠনের আলোচনা শিগগির শুরু

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : সরকারবিরোধী বৃহৎ রাজনৈতিক ঐক্য গঠনের লক্ষ্যে এক সপ্তাহের মধ্যে মতবিনিময় শুরু করবে বিএনপি। এ জন্য আজ-কালের মধ্যে স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে কয়েকটি কমিটি গঠন করা হবে। তারপর যে নেতার সঙ্গে যে দলের সুসম্পর্ক আছে তাঁকে ওই দলের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হবে।

শুক্রবার রাতে অনুষ্ঠিত বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভায় এসব সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ভার্চুয়াল ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন। রাত ৯টায় শুরু হয়ে মধ্যরাত ১টার পর সভা শেষ হয় বলে বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা জানান।

বৈঠকে উপস্থিত একাধিক নেতা জানান, ২০ দল ও ঐক্যফ্রন্টের শরিকসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠকের পর নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের এক দফার দাবির সপক্ষে একটি রূপরেখা দেবে বিএনপি। এর ওপর ভিত্তি করে আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

তবে বিদ্যমান জোট রেখে ঐক্যের নতুন ফর্মুলা তৈরি করা হবে, নাকি ২০ দল ও ঐক্যফ্রন্ট–এই দুই জোট বিলুপ্ত করে সরকারবিরোধী সব দলকে একসূত্রে গাঁথা হবে, সেই সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি। তাই জামায়াতকেও এখনই জোটছাড়া করা হচ্ছে না। তবে জামায়াতের ব্যাপারে বাম দলসহ যাদের আপত্তি আছে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেবে বিএনপি। এতে বড় কোনো লাভ হবে কি না তা-ও গভীরভাবে পর্যালোচনা করবে দলটি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু শনিবার বলেন, 'সরকারবিরোধী আন্দোলনে আমরা যাদের রাজপথে পাব তাদের নিয়েই বৃহত্তর জোট গঠন করব।'

এই প্রক্রিয়ায় জামায়াতকে রাখা হবে কি না–এ প্রশ্নের জবাব দেননি টুকু। তিনি আরো বলেন, সভায় অনেক বিষয় আলোচনা হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি। বৈঠকে অংশগ্রহণকারী সূত্র জানায়, এক সপ্তাহের মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে মতবিনিময় শুরু হবে। ২০ দলীয় ঐক্যজোট ও ঐক্যফ্রন্টের শরিকের সঙ্গেও আলোচনা হবে।

যেভাবে প্রক্রিয়া শুরু হবে : নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দলের এক নীতিনির্ধারক বলেন, বৃহৎ ঐক্য গঠনের আগে সমমনা দলগুলোর সঙ্গে আবার বৈঠক হবে। তখন জামায়াতের ব্যাপারে আপত্তি উঠলে তা নিয়ে আলোচনা হবে। জামায়াত থাকলে কী হবে, না থাকলে কী হবে–এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। বিএনপি বিদ্যমান জোটের কাউকে বাদ দিতে চায় না। তবে বিশেষ প্রেক্ষাপট তৈরি হলে সেটা ভিন্ন বিষয়।

বিএনপির এই ধরনের চিন্তার বিষয়ে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল হালিম বলেন, 'এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত আসার আগে আমাদের কথা না বলার নীতিগত সিদ্ধান্ত আছে। তবে এতটুকু বলতে পারি, ২০ দল আছে, আমরাও আছি। বিএনপির সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সম্পর্ক আছে।'

বৃহৎ জোট কেন?

বিএনপি নেতাদের অনেকেই মনে করছেন, বিদ্যমান জোট কার্যকর সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। কোনো বাম দলও জোটে নেই। এসব দলের জনসমর্থন কম থাকলেও তাদের কিছুটা প্রভাব আছে। বিএনপির নেতৃত্বে সব শক্তি এক হলে রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ হতে পারে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও তখন বদলাবে। জামায়াতকে নিয়ে দেশে-বিদেশে বিএনপির যে দুর্নাম তা কিছুটা হলেও ঘুচবে।

শুক্রবারের সভায় উপস্থিত ছিলেন এমন এক নেতা বলেন, রাষ্ট্রপতির সংলাপে ডান ও বামপন্থী অনেক রাজনৈতিক দল যায়নি। খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা চেয়ে অনেক দল বিবৃতি দিয়েছে। এতে জোটের বাইরে অনেক দলের মধ্যে এক ধরনের মানসিক ঐক্য দেখা যাচ্ছে। দুই দিন আগে জাতীয় সংসদে একতরফাভাবে নির্বাচন কমিশন গঠনের পরিপ্রেক্ষিতে সব রাজনৈতিক দলকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার প্রয়োজনটা এখন আরো বেশি অনুভব হচ্ছে। যার কারণে সরকারকে আর সময় না দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা থেকে বৃহৎ রাজনৈতিক জোট গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করছেন তাঁরা।

জামায়াত প্রশ্নে বিতর্ক :

সভা সূত্রে জানা গেছে, ২০ দলীয় জোট ও ঐক্যফ্রন্ট অটুট থাকবে, নাকি বিলুপ্ত করা হবে, জামায়াতকে আদৌ জোটে রাখা সম্ভব কি না–এই প্রশ্ন শুক্রবারের বিশেষ সভায় কিছুটা উত্তাপ ছড়িয়েছে। সভায় তর্ক-বিতর্ক, যুক্তি-পাল্টা যুক্তি এবং পরস্পরের বক্তব্য খ-ন করে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য এসেছে।

কমিটির তিনজন সদস্য এখনই ঐক্যফ্রন্ট ও ২০ দল বিলুপ্ত করার মত দেন। তাঁরা বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ বাম রাজনৈতিক দলগুলো যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত জামায়াতকে পছন্দ করে না। বিদেশের আদালতে জামায়াতকে সন্ত্রাসী দল বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

তবে স্থায়ী কমিটির অন্য সদস্যরা জামায়াতকে বাদ দেওয়ার আগে 'লাভ-ক্ষতি' চিন্তা করার পরামর্শ দেন। একজন সদস্য বলেন, ২০ দল ভাঙতে চাইছে সরকার। এরই মধ্যে কয়েকটি দলকে তারা ভাগিয়ে নিয়েছে। তাহলে জামায়াতকে ছেড়ে দিলে কিংবা জোট ভেঙে দিলে তো সরকারই খুশি হবে। বিএনপি কি সরকারকে খুশি করতে এ উদ্যোগ নেবে?

আরেক নেতা বৈঠকে বলেন, বিএনপি গড়ে, ভাঙে না। জোট ভাঙতে হবে কেন? জোট রেখে নতুন কিছু করা উচিত। তিনি বলেন, যাদের জন্য আমরা জামায়াতকে ছাড়ব, সেই বাম দল সব কি আমাদের সঙ্গে আসবে? যে দেশগুলো জামায়াতের বিরোধিতা করে সেই দেশগুলো কি বিএনপিকে সমর্থন দেবে? আগে এসব প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার।

স্থায়ী কমিটির অন্য এক সদস্য বৈঠকে বলেছেন, জামায়াত ছাড়লে যদি বিএনপির ক্ষমতায় আসার নিশ্চয়তা থাকে তাহলে আলোচনার দরকার নেই। এখনই জামায়াতকে বাদ দেওয়া হোক। নিশ্চয়তা না থাকলে অনেক পর্যালোচনা করতে হবে। বিএনপি জামায়াতকে ছাড়লে সরকার তাদের বিএনপির বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে।

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং

ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন

সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিস্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized IRS e file Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।

অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।

আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ুম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দূর্ঘটনা
- ভুল চিকিৎসা
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দূর্ঘটনা
- মটর গাড়ি দূর্ঘটনা
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- কাজের সময় দূর্ঘটনা
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law

225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007

Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Saudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

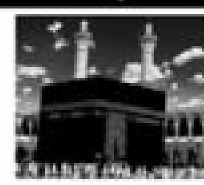

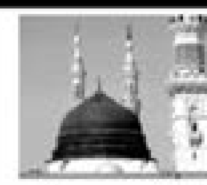

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates SAUDIA السعودية ETIHAD الاتحاد KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SE CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে SE CI এর Apps টি

- ✓ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- ✓ সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- ✓ সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- ✓ বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- ✓ যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ✓ ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

করোনাকালে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা ও সমাধান

ডা. সুলতানা আলগিন

> সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার মিথস্ক্রিয়ায় মানসিক চাপ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে আজ প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। করোনাকালে সবাই কোনো না কোনোভাবে মানসিক চাপে ছিলেন এবং আছেন। আমাদের দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বর্তমানে জনসংখ্যার ১৭.১ শতাংশ। তাঁদের বেশির ভাগ এখনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বাইরে।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক নানা সমস্যার মিথস্ক্রিয়ায় মানসিক চাপ মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যকে আজ প্রশ্নের সম্মুখীন করেছে। করোনাকালে সবাই কোনো না কোনোভাবে মানসিক চাপে ছিলেন এবং আছেন। আমাদের দেশে মানসিক রোগীর সংখ্যা বর্তমানে জনসংখ্যার ১৭.১ শতাংশ। তাঁদের বেশির ভাগ এখনো মানসিক স্বাস্থ্যসেবার বাইরে।

বড় অবহেলিত তারুণ্য। নারী ও বয়স্কজন দরকারি সেবা পাচ্ছেন না। করোনা নতুন অভিজ্ঞতা দিয়েছে। বিশাল তরুণসমাজসহ সবাইকে নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। সেসব থেকে শিক্ষা নিয়ে অনেকে নিজেকে বদলে নিয়েছেন।

তারুণ্য হলো দেশ, সমাজে বিশ্বের অফুরন্ত সম্ভাবনার সম্পদ। সেই তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য কেমন আছে করোনায়। কিভাবে সমস্যা, মন, বিপন্নতা, বিষণ্নতা, কষ্ট, বন্দিত্ব মোকাবেলা করছে তারুণ্য। বদলে যাওয়া সময়ে কতটা ঘুরে দাঁড়াতে পারছে তারা।

সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়েছে, কম নয়। উদ্বেগ ছিল করোনায় কতটা বদলে যাবে পৃথিবী। সেসব কেমন করে সামলাবে তরুণ মন। অস্থিরতা ছিল। নেতিবাচক মনোভাব, হতাশা, লাইফস্টাইলের নানা খুঁটিনাটি, খাদ্যাভ্যাস অনেক চ্যালেঞ্জ এসেছে তারুণ্যের সামনে। মাদকাসক্তি কমেনি। হতাশা বেড়েছে। সোশ্যাল নেটওয়ার্ক নিয়ে কতটাই বা ব্যস্ত সময় কাটে। বরং সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আসক্তি কাবু করেছে অনেককে। সামাজিক বিচ্ছিন্নতা বেড়েছে। সেটা তরুণ মনের পক্ষে মেনে নেওয়া বড় কষ্টকর। সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক অংশগ্রহণ তরুণ মনের নিত্য চাহিদা। সেটা বিঘ্নিত হয়েছে। খেলাধুলা হয়নি।

এসব সমস্যা তরুণ মনকে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত। বিশ্বের পাশাপাশি এসব বাংলাদেশেরও চিত্র। গোটা ভারত উপমহাদেশের তারুণ্যের সমস্যার চিত্র।

করোনকালে নতুন এবং পুরনো মানসিক রোগীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে। করোনাকালে অনেকেই মানসিক চাপ নিতে না পেরে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছে। যারা আগে থেকেই অসুস্থ ছিল তাদের রোগের প্রকোপ লক্ষণ বেড়ে গিয়েছে।

কেন মানসিক সমস্যা বেড়েছে

তরুণসমাজ যেকোনো রাষ্ট্রের ভিত্তি। তারা গত দুই বছরে সব দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশি। কেউ মা-বাবা হারিয়েছে, আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পড়াশোনায় পিছিয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ ভাবনা তাদের মাথায় চেপে বসেছে। পরীক্ষার তারিখ পড়ছে না। বয়স বেড়ে যাচ্ছে। চাকরির পরীক্ষায় বসার বয়স অনেকের চলে যাচ্ছে। দেশের বাইরে যারা পড়াশোনা করছিলেন তাঁরা অনেকেই ফিরে এসেছেন। আবার যাঁরা বাইরে যেতে চান তাঁরা করোনায় ফিরে যেতে পারছিলেন না। আর অনেকেই রাত জেগে পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সময় মিলিয়ে ক্লাস করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। পাশাপাশি অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়েও শেষে অনেকেই হাল ছেড়ে দিয়েছেন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণে অনেকে পড়াশোনা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। সংসারের হাল ধরতে হয়েছে। কারো মতের বিরুদ্ধে বিয়ে হয়ে গেছে।

যে মানসিক রোগগুলো বেড়েছে

বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে তরুণদের মধ্যে বিষণ্নতা, উদ্বেগ, অনিদ্রা সমস্যা বেড়ে গেছে। অল্প বয়সীদের মধ্যে করোনা সংক্রমণের হার যদিও কম দেখা গেছে কিন্তু সংক্রমিত হওয়ার ভীতি, সামাজিক দূরত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষতি, অনিশ্চয়তা তাদের মনে চরম হতাশা সৃষ্টি করেছে। এই বয়সে স্কুল-কলেজ, ইউনিভার্সিটি ছেড়ে ঘরে বসে থাকার বিষয়টি মেনে নিতে তাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছে। যে সময়টায় ক্লাস শেষে টিএসসি, খেলার মাঠে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া হতো সেই অফুরন্ত সময় এখন কে কিভাবে কাটাবে বুঝে নিতে সময় লেগেছিল। সারা রাত জেগে দিনে ঘুমানো; অনলাইন ক্লাসে স্ক্রিনে ক্যামেরা বন্ধ রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকত। নিজেদের অজান্তে নিজেকে অনেক ফাঁকি দিয়েছে। ফলে পড়াশোনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে অনেকে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো খোলার পর আবার বন্ধের ঘোষণায় সবার মধ্যে হতাশা-উদ্বেগ দেখা দিচ্ছে। মোবাইল গেম, খাওয়াদাওয়ায় অনিয়ম, বদমেজাজ, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, একাকিত্ব, মাদকাসক্তির মতো অস্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল অনেকেই। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ২০১৯-এর মার্চ-অক্টোবরের তুলনায় ২০২১ সালের এই সময়ে ১২ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের আত্মহত্যার হার বেড়েছে ৫০ শতাংশেরও বেশি। সেসিল রস স্কুলছাত্রদের ওপর এক সমীক্ষায় বলেন, করোনাকালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে দূরত্বই অভিভাবকদের সঙ্গে সন্তানদের বদমেজাজি, মানসিক চাপ ও দূরত্ব তৈরি হওয়ার অন্যতম কারণ। করোনায় সামাজিক দূরত্ব মানতে গিয়ে একাকিত্ব বিষণ্নতা হতাশা পেয়ে বসে অনেককে। সংক্রমণ ঠেকাতে হাত স্যানিটাইজ থেকে শুরু করে কাপড়চোপড়, গোসল এমনকি শাক-সবজি পত্রিকাও স্যানিটাইজ করতে দেখা গেছে। অনেকের মধ্যে শুচিবায়ু বা ওসিডি রোগের শুরু হয়েছে এই প্যানডেমিকে। টিভিতে, মোবাইলে সারা দিন মৃত্যু সংবাদ, লাশের দাফনের ছবি, অ্যাম্বুল্যান্সের হর্ন, রোগের প্রকোপ বাড়া-কমার সংবাদ মানুষের মধ্যে অনেক স্ট্রেস সৃষ্টি করেছে। ঘুম এবং খাওয়ার সব রুটিন ওলটপালট হয়ে যাওয়ায় মানুষ অনিদ্রা, ইটিং ডিসঅর্ডার, স্থূলতা রোগে ভুগছে বেশি। দেশের কোস্টাল এরিয়াগুলোতে ডিপ্রেশন, সুইসাইড বেশি দেখা গেছে। এক সমীক্ষায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ৬.৯ শতাংশের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা পাওয়া যায়।

আচরণের বহিঃপ্রকাশ

প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ নিজেকে গুটিয়ে নেয় বা বিদ্রোহ করে। যারা নিজেকে গুটিয়ে নেয় তাদের মধ্যে হতাশা, বিষণ্নতা কাজ করে। তারা কাউকে বিরক্ত করতে চায় না। নিজেদের আড়াল করে রাখে। পরিবারে পারস্পরিক দুর্ব্যবহারের মাত্রাও এখানে প্রভাব ফেলে। তাদের হঠাৎ পরিবর্তিত আচরণ আশপাশের স্বজন-পরিজনদের জন্য সতর্কবাণী; কিন্তু তাদের অবহেলা এই মানসিকভাবে দুর্বল প্রকৃতির তরুণসমাজকে আরো দুর্বল করে দেয়। আর যারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে মাদকাসক্তি, ব্যক্তিত্বের বিকাশে সমস্যা দেখা দেয়। বিভিন্ন সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। রিলেশনশিপ, পারস্পরিক আস্থায় দূরত্ব আনে। পারিবারিক সামাজিক দুই ক্ষেত্রেই তারা বিক্ষিপ্ত থাকে।

যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের মেডিক্যাল কলেজগুলোর মানসিক রোগ বিভাগ তরুণদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে মানসিকসেবা দেওয়ার কাজ করেছে। এখন আরো অগ্রাধিকার দিয়ে সহযোগিতা করে চলেছে। সেবার হাত সব সময় বাড়ানো। চিকিৎসা বিএসএমএমইউসহ সব মেডিক্যালে সুলভ। মানসিক রোগ চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক মনোবিশেষজ্ঞরা প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সেবা নিয়ে সব সময় তরুণদের পাশে থাকে। বিএসএমএমইউসহ সব মেডিক্যাল কলেজের মনোরোগ আউটডোরের সেবা সব সময় তাদের জন্য খোলা। দরকার মতো সেটা তাদের নিতে হবে। দ্বিধা বা দেরি করা চলবে না।

সরকারি সহযোগিতায় আইসিডিডিআরবি, বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালের মনোরোগ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ মানসিক সাপোর্ট দেওয়ার জন্য কাজ করে গেছে। ওয়েবিনারের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে মানসিক রোগ সম্পর্কে সচেতনতা, সাহস জুগিয়েছে। পত্রিকা, লিফলেট, অনলাইনে প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। ভিডিও কল অনলাইন টেলিমেডিসিন চিকিৎসাব্যবস্থার মাধ্যমে সবার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা জারি আছে এখনো।

যা করণীয়

অ্যারিস্টটল বলেছেন, ভালো অভ্যাস, যা তারুণ্যে সৃষ্টি হয় তা-ই কেবল পার্থক্য আনতে পারে। আশার কথা এই বিপর্যয়ে অনেকেই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছে। করোনায় ক্ষয়ক্ষতি মানসিক বিপর্যয়কে যেভাবে এক জেনারেশন হারিয়ে যাওয়ার ওপর ফোকাস করা হচ্ছিল তা মিথ্যা প্রমাণিত হতে শুরু করেছে। তাই দেরি না করে সন্তানের ও পরিবারের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতন হওয়া জরুরি। দ্রুত সুরক্ষা ব্যবস্থা সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে। দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিক জীবনাচরণে ফিরে যান। তাতে অভ্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করুন। কিশোর-তরুণদের প্রয়োজনে মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসুন। অস্বস্তি, কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলুন। মানসিক সমস্যা যেকোনো বয়সে যে কারো হতে পারে। মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন। সুচিকিৎসায় স্বাভাবিক সুন্দর জীবন যাপন করুন।

লেখক: অধ্যাপক, মনোরোগ বিদ্যা বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহ:
➢ বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
➢ ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
➢ আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ সর্ট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
➢ বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে

MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

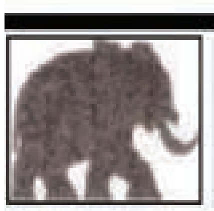

Jumbo Travel, Inc.

Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package

WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn	Jackson Heights
20 Arlington Place	70-17 37th Avenue
(Across the Fulton St.)	(Betw. 70 & 71st Street)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)	East Side of BQ Express Way
Brooklyn, NY 11216	Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100	Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112	Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট অ্যান্ড ফিস মার্কেট

New Price

বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb

১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি
৩টি হার্ড চিকেন $12.99

প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল

লাইভ তেলাপিয়া	$3.49 lb
লাইভ বাফেলো	$3.49 lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99 lb
দেশী রুই	$1.79 lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49 lb
Porgy	$1.49 lb

স্পেশাল

ফ্রি ডেলিভারী
মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp

Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব

কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্রান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্রান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি স্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্রান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

চীন ও আমেরিকা কেন পাল্লা দিয়ে একটি যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজছে

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ জানুয়ারি : দক্ষিণ চীন সাগরে ডুবে যাওয়া মার্কিন একটি যুদ্ধবিমানের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করতে প্রতিযোগিতায় নেমেছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের নৌবাহিনী।

দশ কোটি ডলারের (৭.৪ কোটি পাউন্ড) এফ৩৫-সি বিমানটি মার্কিন রণতরী ইউএসএস কার্ল ভিনসন থেকে উড্ডয়নের সময় ভূপাতিত হয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে পড়ে নিমজ্জিত হয়।

মার্কিন নেভির ভাষ্যমতে এটি একটি 'দুর্ঘটনা'।

তাদের একেবারে হাল প্রযুক্তির একটি নতুন বিমান ছিল এটি। বিমানটি বিশেষায়িত এবং গোপন প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতিতে ঠাসা।

যেহেতু এখন এটি আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমার মধ্যে রয়েছে, আইন অনুযায়ী যে কোনো দেশ এটি উদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে।

তাই এই বিমানের কাছে আগে যেই দেশ পৌঁছাবে, তারাই এর মালিকানা দাবি করতে পারবে।

আর এই বিমান উদ্ধারের পুরস্কার হল অত্যন্ত দামী, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আকাশযানটির সব রহস্য।

সোমবার এক সেনা মহড়ার সময় ডুবে যাওয়ার আগে বিমানটি রণতরী ভিনসনের ডেকে আঘাত করে এবং সাতজন নাবিক আহত হন।

বিমানটি এখন সমুদ্রের তলদেশে পড়ে আছে, কিন্তু এটি নিয়ে এরপর কী করা হবে তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

বিমানটি ঠিক কোন অবস্থানে রয়েছে বা এটি উদ্ধার করতে কত সময় লাগতে পারে, এসব তথ্য প্রকাশ করছে না মার্কিন নেভি।দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় পুরোটাকেই নিজেদের বলে দাবি করে চীন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের এই দাবি পাকাপোক্ত করার জন্য নানারকম পদক্ষেপও নিয়েছে তারা।

দু হাজার ষোল সালে এক আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনাল রায় দিয়েছিল যে, চীনের এই দাবির পেছনে কোনো যৌক্তিক ভিত্তি নেই। তবে চীন ঐ রায় মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

মার্কিন নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চীনের সেনাবাহিনী এই বিমানের কাছে পৌঁছাতে 'অত্যন্ত উদগ্রীব'।

একটি উদ্ধারকারী মার্কিন জাহাজ বিমান ধ্বংসের জায়গা থেকে দশ দিনের দূরত্বে রয়েছে বলেও বলছেন তারা।

তবে বিমানের কাছে যেতে দশ দিন লাগলে অনেক দেরি হয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন প্রতিরক্ষা বিষয়ক পরামর্শদাতা আবি অস্টেন।তিনি মনে করেন দশ দিনের মধ্যে বিমানের ব্ল্যাক বক্সের ব্যাটারি ফুরিয়ে যাবে এবং তখন বিমানটির অবস্থান চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে যাবে।

তিনি বলেন, "এই বিমানটি ফিরে পাওয়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এফ-৩৫ আসলে উড়ন্ত একটি কম্পিউটারের মত। অন্যান্য যুদ্ধ উপকরণের সাথে সংযোগ করার জন্য প্রস্তুত করে এটি তৈরি করা হয়েছে। বিমানবাহিনীর ভাষায় এটি 'সেন্সরের সাথে শুটারের সংযোগ' তৈরি করে।"

চীনের কাছে এই প্রযুক্তি নেই, তাই তারা যদি এই বিমানের দখল নিতে পারে তাহলে সেটা হবে তাদের জন্য একটা বড় ধরণের অগ্রগতি - বলছেন প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা মিজ. অস্টেন।

এফ-৩৫ বিমানে কী আছে

নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত মিশন সিস্টেম, যার ফলে বিমান চলাকালীন সময়ে এটি তাৎক্ষনিকভাবে ঐ সময়ের তথ্য সরাসরি আদান-প্রদান করতে সক্ষম।

যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনীর প্রথম 'লো অবজার্ভেবল' ক্যারিয়ারভিত্তিক বিমান, যেটি শত্রুর আকাশসীমায় শনাক্ত না হয়ে অভিযান পরিচালনা করতে পারে।

অপেক্ষাকৃত বড় পাখা ও আরো শক্তিশালী ল্যান্ডিং উপকরণ, যার ফলে এটি সমুদ্রে থাকা রণতরী থেকে 'ক্যাটাপুল্ট' আক্রমণ চালাতে পারে।

বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ফাইটার ইঞ্জিন। এটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২০০ মাইল পর্যন্ত গতিবেগ অর্জন করতে পারে।

দুই পাখায় দুটি এবং ভেতরে চারটি মিসাইল বহন করতে পারে।চীন যে এই বিমানের দখল চায়, তা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

যদিও সাইবার গুপ্তচরবৃত্তির কল্যাণে বিমানটির ভেতরে কী আছে এবং এটি কীভাবে কাজ করে - এই বিষয়ে এরইমধ্যে তাদের কিছু জ্ঞান আছে বলে ধারণা, মন্তব্য ব্রাইস ব্যারসের, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করা ট্রুম্যান প্রজেক্টের নিরাপত্তা বিষয়ক ফেলো এবং চীন বিষয়ক বিশ্লেষক।

মি. ব্যারস বলেন, "আমার মনে হয় তারা বিস্তারিত বোঝার সুবিধার্থে বিমান-টির অংশবিশেষ দেখতে চাইবে - যেন এটি কীভাবে তৈরি করা হয়েছে তা বুঝতে পারে এবং এর দুর্বলতা সম্পর্কে জানতে পারে।"

উদ্ধারকার্য কীভাবে পরিচালিত হবে?

মার্কিন নেভির একটি উদ্ধারকারী ও ডুবুরি দল বিমানটির মূল কাঠামোর সাথে ব্যাগ সংযুক্ত করবে।

ধীরে ধীরে সেসব ব্যাগ ফুলানো হবে এবং বিমানের ধ্বংসাবশেষ এর সাহায্যে পানির উপরে ভেসে উঠবে।

বিমানের মূল কাঠামোটি যদি মোটামুটি অখ- না থাকে, তাহলে এই পদ্ধতিতে বিমান উদ্ধার করা কঠিন হয়।

বিমানটিতে অন্তত দুইটি ক্ষেপণাস্ত্র ছিল বলে উল্লেখ করা হচ্ছে।

ক্ষেপণাস্ত্রগুলো হয় এটির দুই পাখার সাথে সংযুক্ত ছিল অথবা অভ্যন্তরীণ অস্ত্রাগারে রক্ষিত ছিল, যা উদ্ধার করা জটিল হয়ে বসতে পারে।চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের এই ইঁদুর দৌড়ে যে জিতবে তার ভাগেই লাভের গুড় পড়বে, এমন ঘটনা আগেও ঘটেছে।

উনিশশো চুয়াত্তর সালে যখন স্নায়ুযুদ্ধ তুমুল উত্তেজনাকর অবস্থায়, তখন সিআইএ একটি দৈত্যাকার যান্ত্রিক হাত ব্যবহার করে হাওয়াই উপকূলে গভীর সমুদ্রের তলদেশ থেকে অতি গোপনে একটি রুশ সাবমেরিন তুলে নেয়।

তার দু বছর আগে চীন গোপনে একটি ব্রিটিশ সাবমেরিনের ধ্বংসাবশেষ সংগ্রহ করে। এইচএমএস পসেইডন নামের এই সাবমেরিনটি নিমজ্জিত হয়েছিল চীনের পূর্ব উপকূলে।

অনেকেই ধারণা করেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি গোপন 'স্টেলথ' হেলিকপ্টারের ধ্বংসাবশেষ একবার চীনের হস্তগত হয়েছিল।

দু হাজার এগার সালে ওসামা বিন লাদেনের বাড়িতে অভিযান চলাকালে হেলিকপ্টারটি ভূপাতিত হয়।

মি. ব্যারস বলছেন, "আমরা নিশ্চিত যে চীনের সেনাবাহিনী এটিতে থাকা যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি দেখার একটা সুযোগ তখন পেয়েছিল"।

সমুদ্রের সবচাইতে গভীর তলদেশ থেকে ধ্বংসাবশেষ তুলে আসার গিনেজ রেকর্ডধারী ঘটনাটি ছিল ২০১৯ সালে।

ওই বছর মে মাসে ফিলিপাইন সাগরের প্রায় সাড়ে এগার হাজার ফুট বা ৫,৬৩৮ মিটার গভীর থেকে একটি পরিবহণ বিমানের ধ্বংসাবশেষ তুলে আনে মার্কিন নেভি।

আরেকটি উপায় অবশ্য ছিল, বিমানটিকে বেইজিংয়ের হস্তগত হওয়া ঠেকাতে একেবারে ধ্বংস করে ফেলতে হত।

"সবচেয়ে সহজ হত যদি এটাকে লক্ষ্য করে টর্পেডো ছোঁড়া যেত"! বলেছিলেন একজিন সেনা কর্মকর্তা।

কিন্তু বোঝাই যাচ্ছে, সেই সহজ উপায়টিকেও কেউ গ্রহণ করেনি সেবার।

বাইডেনের সফরের আগেই ধসে পড়ল সেতু

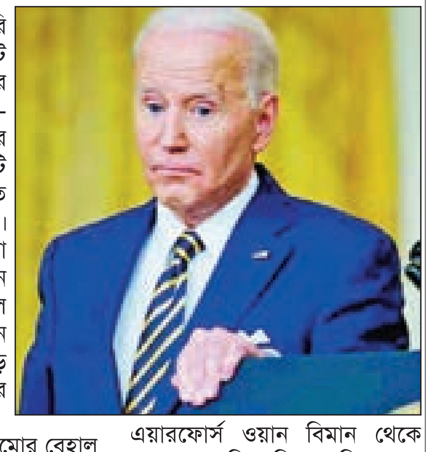

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ জানুয়ারি : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সফরের কয়েক ঘণ্টা আগে পেন-সিলভানিয়া অঙ্গরাজ্যের পিটসবার্গ শহরের একটি সেতু ধসে পড়ে অন্তত ১০ জন আহত হয়েছে। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এক ট্রিলিয়ন ডলারের বিশাল পরিকল্পনার পেছনে সমর্থন জোগাড়ে প্রেসিডেন্ট এ সফর করছিলেন।

দেশের অনেক অবকাঠামোর বেহাল অবস্থার পাশাপাশি বাইডেনের প্রতি জনসমর্থনের অবস্থাও নাজুক। দুটি মিলিয়ে সেতু দুর্ঘটনার খবরটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে।

দৃশ্যত অতিরিক্ত তুষারের ভারে পি-টসবার্গ শহরের পুরনো ফোর্বস এভিনিউ সেতু স্থানীয় সময় শুক্রবার সকালে ধসে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় এর ওপর একটি বাসসহ মোট ছয়টি গাড়ি ছিল। এ ঘটনায় আহত ১০ জনের কারো আঘাত বেশি গুরুতর নয়। তবে তিনজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবকাঠামো নিয়ে বক্তব্য দিতে পিটসবার্গ সফরের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে সেতুটি ধসে পড়ে। বাইডেন এয়ারফোর্স ওয়ান বিমান থেকে নেমে সরাসরি গাড়িবহর নিয়ে ধসে পড়া সেতুর কাছে যান। ঘটনাস্থলে তিনি বলেন, 'আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বের যেকোনো নগরের চেয়ে পি-টসবার্গে সেতুর সংখ্যা বেশি। আমরা এগুলোর সব ঠিক করব। তামাশা না। এটা হবে এক বিশাল কর্মযজ্ঞ। দেশজুড়ে আছে ৪৩ হাজার সেতু। আমরা এ জন্য অর্থ দিচ্ছি।'

পরে দেওয়া এক ভাষণে বাইডেন বলেন, অবকাঠামো পুনর্গঠন করা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব ফিরিয়ে দেবে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন কর্মকর্তারা বলছেন, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪৫ হাজার সেতু খারাপ অবস্থায় রয়েছে।

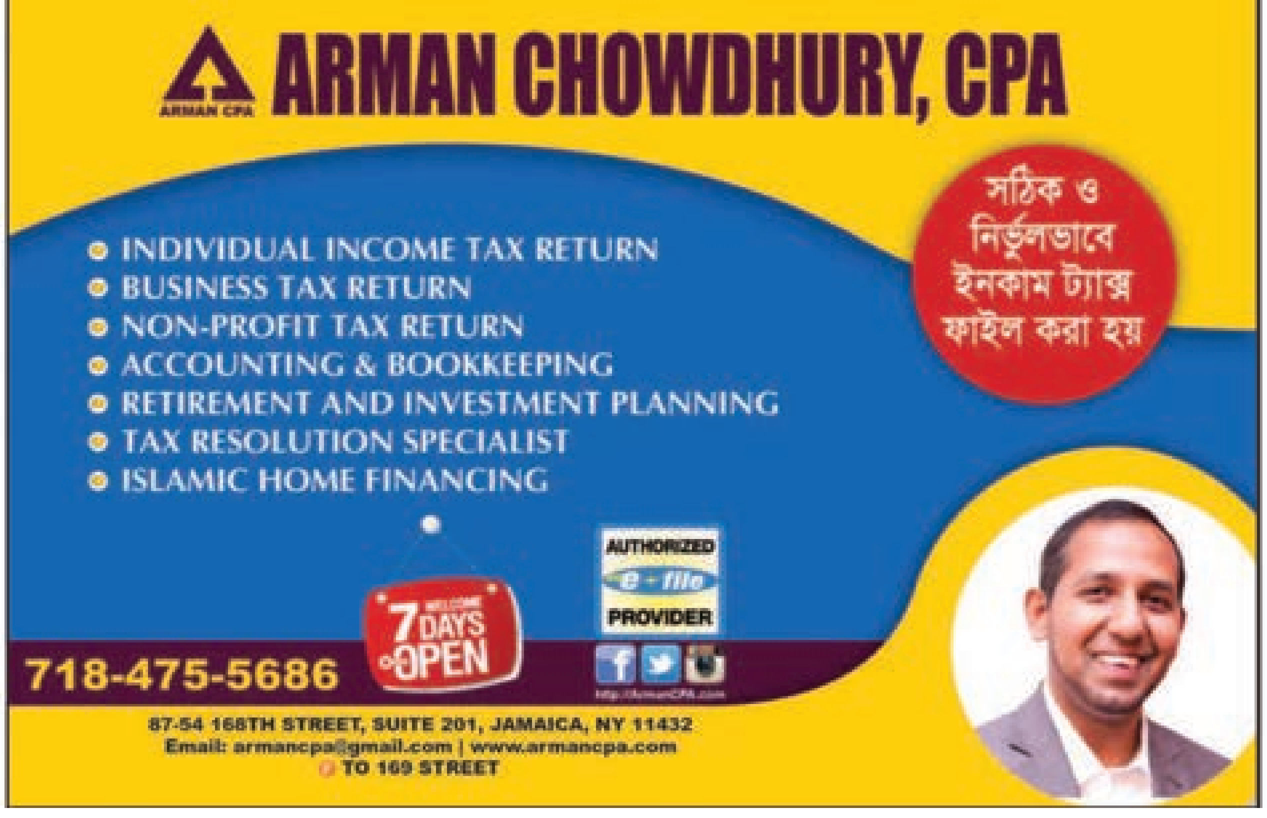

অবসরের সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ জানালেন সানিয়া মির্জা

স্পোর্টস ডেস্ক: চলতি মাসের শুরুর দিকে অবসরের সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন ভারতীয় টেনিস সুপারস্টার সানিয়া মির্জা। বলেছেন, এই সিজনই তার ক্যারিয়ারের শেষ, এরপর টেনিস কোর্টকে বিদায় বলবেন তিনি। তবে কী কারণে এমন সিদ্ধান্ত সে ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলেননি। অবশেষে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন ৩৫ বছর বয়সী এই তারকা।

এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সানিয়া মির্জা বলেছেন, 'আমার মনে হয় এই সিদ্ধান্ত সবার কাছে কিছুটা ধাক্কার মতো লেগেছে। পরে আমি বলেছিলাম যে, সত্যই এত দ্রুত আমার এটি ঘোষণা করা উচিত হয়নি। বছরের শেষে এটি ঘোষণা করা উচিত ছিল, কারণ সবাই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছে। আমি অনেক বার্তা পেয়েছি। আমার জন্য টেনিস সবসময়ই জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হয়ে থাকবে। আমি যে স্মৃতি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তার জন্য কৃতজ্ঞ।'

নারী ডাবলসে বিশ্বের সাবেক এই নাম্বার ওয়ান তারকা বলেন, 'এটা অনেকদিন ধরেই আমার মাথায় ছিল এবং বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি। অস্ট্রেলিয়া সবসময় আমার জন্য বিশেষ কিছু হয়ে থাকবে। এটা একটা কাকতালীয় যে সেখানে অবসরের ব্যাপারটা ঘটেছে। এটা পরিকল্পনায় ছিল না।'

অবসরের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'আমি মনে করি আমার শরীর ফিট হতে বেশি সময় নেq। আমার তিনটি বড় অস্ত্রোপচার হয়েছে, দুটি হাঁটু এবং একটি কব্জিতে। ফলে শরীর আমি যেভাবে সাড়া দিতে চাই সেভাবে সাড়া দিচ্ছে না। হয়তো আমি আমার শরীর থেকে খুব বেশি আশা করছি। আমার একটি বাচ্চা হয়েছে এবং শরীর অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে গেছে।

হয়তো এটা মানসিক ফ্রেম সম্পর্কিতও। যখন আপনার একটি সন্তান থাকে এবং আপনি জীবনে বিভিন্ন জিনিস করতে চান, তখন কিছু অগ্রাধিকার আছে যা পরিবর্তন এনে দেয়। আমি যথেষ্ট ভাগ্যবান যে আমার স্বপ্নকে অনুসরণ করার পরে আমি তাকেও (সন্তান) পেয়েছি। সে আমার কিছু ম্যাচ দেখেছে এবং জয়-পরাজয় বুঝতে পেরেছে।'

সানিয়া মির্জা আরও বলেন, 'আমি আসলে আশা করছিলাম কিছু অল্পবয়সী মা এবং তরুণীদের তাদের স্বপ্ন পূরণের জন্য অনুপ্রেরণা দিতে। এমনকি সন্তান হওয়ার পরও। মহামারিও এই সিদ্ধান্ত নিতে আমাকে ভাবিয়েছে।'

ইতিহাস গড়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নতুন রানি অ্যাশলে বার্টি

স্পোর্টস ডেস্ক: টুর্নামেন্ট শুরু করেছিলেন শীর্ষ বাছাই হিসেবে। শেষও করলেন দাপটের সঙ্গে। শনিবার (২৯ জানুয়ারী) অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের নারী এককের ফাইনালে ড্যানিয়েল কলিন্সকে হারিয়ে শিরোপা জিতে নিয়েছেন অজি টেনিস তারকা অ্যাশলে বার্টি। এর মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৪৪ বছর পর স্বাগতিক দেশের কেউ কোনো গ্র্যান্ড স্লাম নারী এককের শিরোপা জিতলো। পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ান ওপেন পেলো তাদের নতুন রানি।

শনিবার মেলবোর্ন পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ৬-৩ ৭-৬ (৭-২) সেটে মার্কিন টেনিস তারকা ড্যানিয়েল কলিন্সকে বেশ দাপটের সঙ্গে হারিয়েছেন অ্যাশলে বার্টি। প্রতিপক্ষকে কোনো সুযোগই দেননি তিনি। এর আগে ২০১৯ সালে ফ্রেঞ্চ ওপেন ও গত বছর উইম্বলডন শিরোপা জয় করেছিলেন বার্টি। এবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয় করলেন ২৫ বছর বয়সী এই সুন্দরী। এর মধ্য দিয়ে শীর্ষ চার গ্র্যান্ড স্লামের তিনটির শিরোপার স্বাদ পেলেন তিনি।

স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখল ইরানের নারীরা!

স্পোর্টস ডেস্ক: কাতারে অনুষ্ঠিতব্য ফুটবল বিশ্বকাপ বাছাইয়ে বৃহস্পতিবার (২৭ জানুয়ারী) ইরাকের বিপক্ষে খেলতে নামে ইরান। ইরানের রাজধানী তেহরানে হওয়া ম্যাচটিতে ইরাককে ১-০ গোলের ব্যবধানে হারিয়ে বিশ্বকাপের মূল পর্বে জায়গা করে নিয়েছে ইরান। তবে মাঠের লড়াইয়ের চেয়ে, এ ম্যাচটি বেশি আলোচিত হয়েছে স্টেডিয়ামে নারীদের খেলা দেখতে যাওয়ার বিষয়টি।

কারণ এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ইরানে স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখেছেন নারীরা। সব মিলিয়ে ম্যাচটিতে ১০ হাজার দর্শক খেলা দেখার সুযোগ পায়। এর মধ্যে নারী দর্শক ছিল দুই হাজার। কিন্তু এই দুই হাজার নারীদের মধ্যে কেউ পুরুষদের পাশে বসে খেলা দেখতে পারেননি। স্টেডিয়ামে নারীদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে সকল নারীরা তাদের স্বামীদের নিয়ে এসেছিল তাদেরও আলাদা হয়ে খেলা দেখতে হয়েছে। তবে এতেও খুশি অনেকে। কারণ তাদের জন্য স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখার বিষয়টিই আসল।

কয়েক যুগ ধরে ইরানে নারীদের স্টেডিয়ামে যাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আছে। কিন্তু ২০১৯ সালে ফিফা ইরানকে হুমকি দেয়, যদি তারা নারীদের স্টেডিয়ামে জায়গা না দেয় তাহলে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয়া হবে। সূত্র: আল জাজিরা

দুই বছর পর পর বিশ্বকাপ হলে অভিবাসনের আশায় প্রাণ হারাবে না কেউ!

স্পোর্টস ডেস্ক: দুই বছর পর পর বিশ্বকাপ আয়োজন করতে একের পর এক যুক্তি দিয়ে যাচ্ছেন ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো। ইতিমধ্যেই সদস্য দেশগুলোকে মোটা অঙ্কের অর্থের লোভ দেখিয়েছেন তিনি। এবার বললেন, আরেক কথা। এভাবে বিশ্বকাপ আয়োজন করা হলে নাকি ইউরোপে অভিবাসনের আশায় প্রাণ হারাবে না কেউ!

গত ২৬ জানুয়ারী বুধবার ফ্রান্সের স্ত্রাসবুরে ইউরোপীয় কাউন্সিলের সংসদীয় পরিষদে ফিফা সভাপতি বলেন, 'পুরো বিশ্বকে সঙ্গী করার উপায় খুঁজতে হবে আমাদের। আফ্রিকানদের আশা জোগাতে হবে, যেন তারা ভালো জীবনের আশায় ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ না করে।'

ইনফান্তিনোর দাবি, দুই বছর পর পর বিশ্বকাপ হলে সুবিধাবঞ্চিত ফেডারেশনগুলো লাভবান হবে। অংশগ্রহণের সুযোগও বাড়বে। ফুটবলের মাধ্যমে উন্নয়ন হবে আফ্রিকা ও এশিয়ার অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর। তিনি বলেন, 'আমাদের উচিত সুযোগ দেয়া, সম্মান দেয়া, দান নয়। পুরো বিশ্বকে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে হবে।'

জৌলুশ আর অর্থের টানে লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকা থেকে দলে দলে ফুটবলার ছুটে আসেন ইউরোপের ক্লাব ফুটবলে। ইনফান্তিনো এর সমাপ্তি চান। তিনি বলেন, 'ইউরোপে আর নতুন সম্ভাবনা ও অনুষ্ঠানের দরকার নেই। ফুটবলের উচিত না সারা বিশ্বকে বলা- তোমরা সব টাকা আর সেরা খেলোয়াড়দের আমাদের দিয়ে দাও, আর খেলা টিভিতে দেখ। আমাদের উচিত ফুটবলকে বৈশ্বিক করা, আমাদের উচিত ইউরোপে যে মান সৃষ্টি করা হয়েছে, সেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া।'

ইনফান্তিনোর এমন পরিকল্পনার বিরোধিতা আগেই করেছে ইউরোপিয়ান ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা উয়েফা ও লাতিন আমেরিকার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কনমেবল। দুই বছর পর পর বিশ্বকাপ হলে খেলোয়াড়দের ওপর দিয়ে ধকল যাবে তাতে নিশ্চিতভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্লাবগুলো। আর্থিকভাবেও লাভবান হবে না উয়েফা ও কনমেবল। তাই প্রথম থেকেই এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে সংস্থা দুটি।

জাহানারাকে নিয়েই বাংলাদেশের বিশ্বকাপ দল

স্পোর্টস ডেস্ক: অবশেষে জাতীয় দলে ফেরানো হয়েছে বাংলাদেশ নারী দলের পেসার জাহানারা আলমকে। তাকে রেখেই মেয়েদের ২০২২ ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে বিসিবি। শুক্রবার (২৮ জানুয়ারী) রাতে নিগার সুলতানাকে অধিনায়ক করে ১৬ সদস্যের দল ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে শৃঙ্খলাজনিত কারণে কমনওয়েলথ গেমস বাছাইপর্বের মূল দলে জাহানারাকে রাখা হয়নি। তবে বিশ্বকাপের জন্য অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটারকে ঠিকই দলে ভেড়ানো হয়েছে।

আগামী মার্চ-এপ্রিলে নিউজিল্যান্ডে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। এতে প্রথমবারের মতো খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশের মেয়েরা।

বাংলাদেশ দল: নিগার সুলতানা (অধিনায়ক), সালমা খাতুন, রুমানা আহমেদ, ফারজানা হক, জাহানারা আলম, শারমিন আক্তার, লতা মন্ডল, সোবহানা মোস্তারি, ফারিহা ইসলাম, শামীমা সুলতানা, ফাহিমা খাতুন, ঋতু মনি, মুর্শিদা খাতুন, নাহিদা আক্তার, সুরাইয়া আজমিন, সানজিদা আক্তার।

LAW OFFICE
এসাইলাম, বিনিয়োগ ও বিয়ের মাধ্যমে
গ্রীনকার্ড; স্টপ ডিপোর্টেশন;ক্রিমিনাল,
ডিভোর্স,বাড়ীর ভায়োলেশন রিমোভ,
রিয়েল এস্টেট,ট্যাক্স সমস্যার সমাধান,
ফোরক্লোজার স্টপ ও হার্ড ক্যাশ লোন৷
এক্সিডেন্ট/পার্সোনাল ইনজুরী৷
Rafi : 917-432-7458

তুরস্ক: বিচারমন্ত্রী পরিবর্তন করলেন এরদোগান

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ জানুয়ারি : নতুন বিচারমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েফ এরদোগান। একইসঙ্গে দেশের পরিসংখ্যান দপ্তরের প্রধানের পদেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ খবর দিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।

খবরে জানানো হয়েছে, তুরস্কের নতুন বিচারমন্ত্রী হিসেবে সাবেক ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী বেকির বোজদাগকে নিয়োগ দিয়েছেন এরদোগান। এর আগে এই পদে ছিলেন আব্দুল হামিদ গুল। তিনি একইদিন সকাল বেলা পদত্যাগ করেন। অপরদিকে দেশটির পরিসংখ্যান দপ্তরের প্রধানের দায়িত্বে থাকা সইত এরদাল দিনসারকে সরিয়ে সেখানে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এরহান চেতিনকায়াকে।

পদত্যাগের পূর্বে টুইটারে একটি বার্তা দিয়েছেন সাবেক বিচারমন্ত্রী গুল।

তিনি বলেন, বিচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে আমি পদত্যাগ করছি। ২০১৭ সালের ১৯শে জুলাই থেকে এ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি আমি। আমার পদত্যাগ গ্রহণ করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

যুক্তরাষ্ট্র: সুপ্রিম কোর্টে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে মনোনয়ন দিচ্ছেন বাইডেন

ঢাকা ডেস্ক, ৩০ জানুয়ারি : প্রথমবারের মতো কোনো কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসাবে মনোনয়ন দিতে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি উদারপন্থী বিচারক স্টিফেন ব্রেয়ারের স্থানে নিয়োগ পাবেন। এই বছরের জুনে তিনি অবসরে যাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও এখনো তার অবসরে যাওয়ার বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা আসেনি। এ খবর দিয়েছে বিবিসি।

বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে রক্ষণশীল বিচারকদের। তবে কৃষ্ণাঙ্গ বিচারককে মনোনীত করলেও তা এই সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পরিবর্তন আনবে না। ৯ বিচারকের ৬ জনই রক্ষণশীল।

এখানে দায়িত্ব পেতে হলে বিচারকদের প্রেসিডেন্টের মনোনয়ন পেতে হয়। এছাড়া লাগে সিনেটের অনুমোদনও। তাদেরকে আজীবনের জন্য নিয়োগ দেয়া হয়। হোয়াইট হাউজের প্রেস সেক্রেটারি জেন সাকি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, প্রেসিডেন্ট বাইডেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে সুপ্রিম কোর্টের জন্য মনোনয়ন দিতে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তবে কোন কৃষ্ণাঙ্গ নারীকে মনোনয়ন দেয়া হবে তা এখনো নিশ্চিত নয়। ধারণা করা হচ্ছে, ৫১ বছর বয়স্ক কেতানজি ব্রাউন জ্যাকসন, ৪৫ বছর বয়স্ক লিওন্ড্রা ক্রুগার ও জে মিশেল চাইল্ডস সবথেকে সম্ভাবনাময় প্রার্থী।

এর আগে দু'জন কৃষ্ণাঙ্গ সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে তারা ছিলেন পুরুষ। এরমধ্যে বিচারক থারগুড মার্শাল ১৯৬৭ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। এরপরে তার স্থানে নিয়োগ দেয়া হয় আরেক কৃষ্ণাঙ্গ বিচারক ক্লারেন্স থমাসকে। তিনি এখনো দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

ক্যান্সারে আক্রান্ত প্রবাসী বাংলাদেশী বোরহানকে ভর্ৎসনা

মিশিগানের সেই বিচারকের ক্ষমা প্রার্থণা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উঠোনের ঘাস পরিষ্কার না করায় ক্যান্সারে আক্রান্ত ৭২ বছর বয়সী এক প্রবাসী বাংলাদেশীকে ভর্ৎসনা করার পর তীব্র সমালোচনার মুখে ক্ষমা চাইলেন যুক্তরাষ্ট্রের এক ফেডারেল বিচারক। মিশিগানের জেলা জজ আলেক্সিজ জি ক্রোট এক বিবৃতিতে প্রবাসী বাংলাদেশী বোরহান চৌধুরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে বলেছেন, "আমি ভুল করেছি। আমি নির্দয় আচরণ করেছি। যা করেছি তার জন্যে আমি লজ্জিত, দুঃখিত এবং বিব্রত।"

মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাকের বাসিন্দা বোরহান চৌধুরীর বাড়ির উঠোনের ঘাস বড় হয়ে জঙ্গলের চেহারা পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিলেন প্রতিবেশীরা। এ বিষয়ে ভার্চুয়াল শুনানিতে বিচারক আলেক্সিস জি ক্রোট বলেছিলেন, আগাছা পরিষ্কার করতে না পারার জন্যে বোরহান চৌধুরীর লজ্জিত হওয়া উচিত।

বোরহান চৌধুরী তার শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরে ঘাস কাটতে না পারার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিচারক তার কথা আমলে না নিয়ে বলেন, জেল দেওয়ার সুযোগ থাকলে আমি আপনাকে তাই দিতাম।

গত ১০ জানুয়ারী ভার্চুয়াল আদালতে বিচারকের ওই মন্তব্য নিয়ে ১২ জানুয়ারী ওয়াশিংটন পোস্টে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হৈ চৈ শুরু হয়। ছয় দিনের মধ্যে সোয়া দুই লাখের বেশি আমেরিকান ওই বিচারকের অপসারণ দাবিতে একটি পিটিশনে সই করেন। এই প্রেক্ষাপটে গত ১৮ জানুয়ারী বিচারক ক্রোট তার বিবৃতিতে বলেন, আমি তার (বোরহান চৌধুরী) কাছে ক্ষমা চাইছি। তার সাথে যে ধরনের সৌজন্য দেখানো উচিত ছিল তা করতে না পারায় গোটা কমিউনিটির কাছে ক্ষমা চাইছি। আশা করছি বিচার বিভাগীয় সকলেই বিষয়টি উপলব্ধিতে সক্ষম হবেন।

ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও অবহিত করা হয়েছে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছেন এই বিচারক।

উল্লেখ্য, বোরহান চৌধুরীর পৈত্রিক নিবাস বাংলাদেশের সিলেটে। অভিবাসী মর্যাদায় ২০১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর ২০১৪ সাল থেকে তিনি মিশিগানে বসবাস করছেন।

মিশিগান রাজ্যের ডেট্রয়েট সিটি থেকে ৬ মাইল দূর হ্যামট্রমিক সিটির ওই বাড়িটি তিনি কেনেন ২০১৬ সালে। স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে তিনি সেখানে থাকেন। ২০১৯ সালে বোরহান চৌধুরীর ক্যান্সার ধরা পড়লে পুরো পরিবারই সংকটে পড়ে। ক্যান্সারের পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপেও ভুগছেন তিনি। গত বছরের ২ অগাস্ট প্রতিবেশীরা যখন উঠোনের আগাছা নিয়ে তার বিরুদ্ধে হ্যামট্রমিক সিটি প্রশাসনে অভিযোগ করলেন, ছেলে শিব্বির চৌধুরী (৩৩) তখন তিন মাসের জন্য বাংলাদেশে ছিলেন।

সিটি প্রশাসন বোরহান চৌধুরীকে ১০০ ডলার জরিমানা করলে তিনি তা দিতে চাননি। ক্যান্সারের চিকিৎসা এবং ছেলে বাড়িতে না থাকার কথা তিনি জানিয়েছিলেন। এরপর বিষয়টি আদালতে গড়ালে ভার্চুয়াল শুনানিতে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে নিজের অসহায়ত্ব ও অপারগতার কথা বিচারককে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন বোরহান চৌধুরী। কিন্তু বিচারক তা আমলে না নিয়ে ভর্ৎসনা করেন। শেষ পর্যন্ত ওই আচরণের জন্য বিচারক ক্ষমা প্রার্থনা করায় সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বোরহান চৌধুরীর ছেলে শিব্বির চৌধুরী।

নিউইয়র্কে কর্নেল (অব) অলি

দুই বছরে বাংলাদেশের তিন লক্ষাধিক মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: বাংলাদেশ লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এলডিপি) চেয়ারম্যান, সাবেক মন্ত্রী কর্নেল (অব.) ড. অলি আহমদ বীর বিক্রম বলেছেন, গত দুই বছরে বাংলাদেশ থেকে তিন লক্ষাধিক মানুষ যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়েছে। এদের অনেকেই বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় সরকারের নিপীড়ন-নির্যাতন ও মামলা-হামলার শিকার হয়েছেন। তাদের সকলকে বৈধ করার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকে পরিণত করতে সকল পদক্ষেপের উদ্যোগ নিয়েছে এলডিপি।

ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কয়েকজন অ্যাটর্নির সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের কথাবার্তাও হয়েছে। এতে আমি অত্যন্ত আশান্বিত যে, এর মাধ্যমে বাংলাদেশের তিন লক্ষাধিক পরিবার স্বচ্ছলতার মুখ দেখতে পাবে। তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। বিশ্বাস করি যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার আমাদের এই নেতাকর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব প্রদান করবেন।

গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার সকালে নিউইয়র্কের মেমোস হোটেলে এবং বিকেলে হলিডে ইন কুইন্স হোটেলে এলডিপির বিভিন্ন অঙ্গ-রাজ্য শাখার নেতাকর্মীদের সঙ্গে দু'টি মতবিনিময় অনুষ্ঠানের বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক শাখার আহবায়ক আলহাজ্ব এমএ জাফরের সভাপতিত্বে এলডিপির কেন্দ্রীয় মহাসচিব ড. রেদোয়ান আহমদ, নিউইয়র্ক শাখার সদস্য সচিব জাকির হোসেন, স্থানীয় নেতা মোহাম্মদ রুবেল প্রমুখ অংশ নেন।

দলী সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এলডিপি যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে এলডিপি'র শাখা কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যেই বেশ কিছু অঙ্গ-রাজ্যে কমিটি গঠনের কাজ শেষ হয়েছে। সেসব কমিটির নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়া নেতাকর্মীদের আইনী সহায়তাসহ সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

অন্তঃসত্ত্বা সাংবাদিককে আফগানিস্তানে আশ্রয় দিলো তালেবান

(প্রথম পাতার পর)

নিউজিল্যান্ড হেরাল্ডে এই বিষয়ে এক কলাম লিখেন তিনি।

ওই কলামে শার্লট বলেন, করোনা নিষেধাজ্ঞার ফলে নিজের দেশে তাকে ফিরতে দেয়া হয়নি। আশ্রয়ের জন্য তিনি আফগানিস্তানে তালেবানের সাহায্যপ্রার্থী হলে তারা তাকে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেয়।

শার্লট তার কলামে বলেন, এটি নির্মম পরিহাস যে, এক সময় তিনি তালেবানকে নারীর প্রতি তাদের আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, এখন সেই প্রশ্ন নিজ দেশের সরকারের প্রতি করতে হচ্ছে। আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর তালেবানের প্রথম সংবাদ সম্মেলনে প্রশ্ন করেছেন শার্লট।

২০১৭ থেকে কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরাতে কর্মরত ছিলেন শার্লট বেলিস। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিনিধি হয়ে আফগানিস্তানের খবর সংগ্রহ করতেন তিনি। আফগানিস্তান থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটো জোটের সৈন্য প্রত্যাহার এবং তালেবানের দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেয়ার খবর সম্প্রচারের মাধ্যমে আলোচনায় এসেছিলেন তিনি।

ওই কলামে তিনি বলেন, আফগানিস্তান থেকে সেপ্টেম্বরে কাতারে ফিরে আসেন তিনি। কাতারে বয়ফ্রেন্ড জিম হাইলেব্রুকের সাথে নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা হিসেবে আবিষ্কার করেন তিনি। জিম হাইলেব্রুক যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পত্রিকা দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমসে কর্মরত রয়েছেন। তিনিও পত্রিকাটির হয়ে আফগানিস্তানের খবর সংগ্রহ করছিলেন।

আগামী সপ্তাহে ভোটার তালিকা হস্তান্তর ঃ সভাপতি পদে লিটন প্রার্থী!

(শেষের পাতার পর)

(শেষের পাতার পর) ঘিরে নানান জল্পনা-কল্পনা বেশ জমে উঠেছে। আগামী মার্চের মধ্যে এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও এখনো ভোটার তালিকা হাতে পায়নি নির্বাচন কমিশন। তাই নির্বাচনী তফসিল ঘোষনাও সম্ভব হচ্ছে না। তবে আগামী রোববার এসোসিয়েশনের কর্মকরী পরিষদ, ট্রাষ্টি বোর্ড ও উপদেষ্টা কমিটির সভা আহ্বান করা হয়েছে। ঐ সভায় ভোটার তালিকা হস্তান্তরের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে অতীতের মতো এবারও একাধিক প্যানেল হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও শীর্ষস্থানীয়রা একক প্যানেলের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পক্ষে। অপর একটি অংশ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। ফলে আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে একাধিক প্রার্থীর নাম উঠে আসছে। সব মিলিয়ে জমতে শুরু করেছে এই নির্বাচন।

সূত্র মতে, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে সভাপতি পদে ইতিমধ্যেই সংগঠনের বর্তমান সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানুর নাম আলোচনায় আসলেও আবার নতুন করে এই পদে প্রার্থী হিসেবে ওজনপার্কের সাবেক বাসিন্দা, বর্তমানে পেনসেলভেনিয়ায় বসবাসকারী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ নানু'র নাম শুনা যাচ্ছে। নতুন করে সভাপতি প্রার্থীর নামের তালিকায় নাম উঠেছে আবুল ফজল লিটন। আবুল ফজল লিটন বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি মরহুম কামাল আহমেদের ছোট ভাই। লিটন বিয়ানীবাজার এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আরো বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত।

পাশাপাশি সাধারণ সম্পাদক পদে এসোসিয়েশনের বর্তমান কোষাধ্যক্ষ মইনুল ইসলাম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক দরুদ মিয়া রনেল ও সাইকুল ইসলাম আগ্রহী বলে জানা গেছে। সূত্র মতে, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে 'বদরুল-মইনুল' প্যানেল চূড়ান্ত বলে সংশ্লিষ্টরা জানান।

নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার আতাউর রহমান সেলিম জানান, এখনো ভোটার তালিকা হাতে পাইনি। তাই নির্বাচন বিষয়ে কোন উদ্যোগ বা তফসিল ঘোষণা করতে পারছি না। তিনি জানান, কার্যকরী পরিষদের কাছ থেকে ভোটার তালিকা পেলেই নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করবো।

নির্বাচন প্রসঙ্গে জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল রোববার (৩০ জানুয়ারী) জানান, আজ আমাদের সভা ছিলো। কিন্তু প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে সভাটি হলো না। আশা করছি আগামী রোববার (৬ ফেব্রুয়ারী) এসোসিয়েশনের কর্মকরী পরিষদ, ট্রাষ্টি বোর্ড ও উপদেষ্টা কমিটির যৌথ সভা হবে এবং সেই সভায় ভোটার তালিকা নির্বাচন কমিশন (ইসি)'র কাছে হস্তান্তর করা হবে।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বৃহত্তর সিলেটের চার জেলার ৩৯ উপজেলার বাসিন্দারা ভোট দিয়ে থাকেন জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচনে। বিভিন্ন কারণে বিগত দুই টার্ম ধরে এসোসিয়েশনের নির্বাচন হচ্ছে না। ২০১৭ জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আগামী নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যেই ৫ সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের কর্মকর্তারা হলেন: প্রধান নির্বাচন কমিশনার- আতাউর রহমান সেলিম, কমিশনার যথাক্রমে মোশারফ আলম (সুনামগঞ্জ, নিউজার্সী), সাব্বির হোসেন (হবিগঞ্জ), মিনহাজ আহমেদ সাম্মু (মৌলভীবাজার) ও আহমদ হাকিম (সিলেট)।

কারণ কি শুধুই সেক্স চ্যাটিং না তথ্যপাচার

(প্রথম পাতার পর)

বাংলাদেশের কলকাতা কর্তৃপক্ষের কাছে জমা পড়ার পরই ২৬ জানুয়ারী সানিউল কাদেরকে তড়িঘড়ি সড়কপথে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ঢাকায় পাঠানো হয়। এতটাই মন্ত্রগুপ্তি নেয়া হয় এই বিষয়ে যে, বিমানে সানিউল কাদেরকে ঢাকা পাঠানোর কোনো ঝুঁকি নেয়া হয়নি। এমনকি নয়া দিল্লিকে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় দূতাবাস দু'লাইনের একটি বার্তা পাঠায়- একান্ত ব্যক্তিগত কারণে কলকাতার বাংলাদেশ উপ-দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি, পলিটিক্যাল সানিউল কাদেরকে ঢাকায় ফেরত পাঠানো হয়েছে। প্রথম সেক্স চ্যাট এবং সেক্স ভিডিও ফাঁস হওয়ার খবর প্রকাশ করার পর থেকেই কলকাতার বাংলাদেশ মিশন এ ব্যাপারে সঙ্গত কারণেই মুখে কুলুপ দিলেও বাংলাদেশের কলকাতা মিশন প্রধান ডেপুটি হাইকমিশনার তৌফিক হোসেন রোববার (৩০ জানুয়ারী) সানিউল কাদেরের সেক্স চ্যাট ফাঁস হওয়ার খবরটি স্বীকার করেন। তবে সানিউল কাদের সম্পর্কে কড়া তদন্ত চলছে- তাই এই বিষয়ে আর কিছু তার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। ঢাকায় সানিউল কাদেরকে বেশ কয়েকপ্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সানিউল কাদের কি হানি ট্র্যাপ এর শিকার?

আলিশা মেহমুদ নামের তরুণী, যে নগ্ন নাচের দৃশ্যে ছিল সানিউল কাদেরের সঙ্গে রাতারাতি যেন সে উবে গেছে। প্রচুর চেষ্টা করেও রোববার সন্ধ্যা পর্যন্ত আলিশা মেহমুদের কোনো সন্ধান মেলেনি। এরকম একজন তরুণীর সোশ্যাল মিডিয়াতে অত্যন্ত অ্যাক্টিভ থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ফেসবুকে, ইনস্টগ্রামে কিংবা টুইটারে, মেসেঞ্জারে কলকাতার কোনো আলিশা মেহমুদের হদিস মেলেনি। এমনকি কোনো সূত্রই আলিশা মেহমুদ সম্পর্কে তথ্য জানাতে পারেনি। এখন মনে হচ্ছে আলিশা মেহমুদ কি নাম ভাড়িয়ে সানিউল কাদেরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন? তাহলে তিনি কি প্যাটেড ছিলেন? থাকলে কাদের দ্বারা? প্রশ্ন অনেক। উত্তর মিলছে না।

তুষার ঝড়ে লন্ডভন্ড লাখো মানুষের জীবন

(প্রথম পাতার পর)

৮০ হাজার বাড়িতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বোস্টন শহরে শনিবার ২৩ ইঞ্চি পর্যন্ত বরফ পড়ছে-একদিনে এ পরিমাণ বরফ এর আগে মাত্র একবারই পড়েছিল। নিউইয়র্ক শহরে কোনো কোনো জায়গায় দু'ফুট পর্যন্ত বরফ জমেছে।

ম্যাসাচুসেটস ও নিউইয়র্কে প্রবল তুষার-ঝড়ের সাথে দেখা দেয় উপকূলীয় বন্যা। লোকজনকে ঘরে থাকতে এবং একান্ত বাধ্য হয়ে রাস্তায় নামতে হল্ডেসারভাইভাল কিট্ অর্থৎ প্রচন্ড ঠান্ডায় বেঁচে থাকার সামগ্রী সাথে রাখতে বলা হয়েছে।

এ ধরনের ঝড়কে স্থানীয়রা বলেন 'বম্ব সাইক্লোন'। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া সার্ভিস বলেছে, এ ঝড়টির সময় 'বম্বোজেনেসিস' নামে একটি প্রক্রিয়া ঘটেছে- যার ফলে সমুদ্রের ওপরকার অপেক্ষাকৃত উষ্ণ বাতাসের সাথে ঠান্ডা বাতাস মিশে যায় এবং তাতে বায়ুমন্ডলের চাপ খুব দ্রুত নেমে যায়।

শনি ও রোববারে প্রায় ৬,০০০ ফ্লাইট বাতিল করা হয়। তবে রোববারের মধ্যে ঝড়-তুষারপাত কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেপ কডে প্রভিন্সটাউন শহরে শনিবার সব বাড়িতে বিদ্যুৎ চলে যায়। স্থানীয় আবহাওয়াবিদ ম্যাথিউ কাপুচ্চি বিবিসিকে বলেন, বিপুল পরিমাণ তুষারপাত ছিল এক বড় সমস্যা। তিনি বলেন, কোথাও কোথাও এক ঘন্টার মধ্যে ৮ থেকে ১০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বরফ পড়েছে - যার ফলে সব রাস্তাই এখন কার্যত বন্ধ।

আবহাওয়াবিদরা বলেছেন, তুষারঝড়টি এখন মেইন অঙ্গরাজ্যের দিকে যাচ্ছে। এখন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র ঠান্ডা পড়বে।

Tax & Immigration Services

Tax

Immigration

Real Estate

Mortgage

Notary

Mohammad Pier

Lic. Realestate Asso. Broker

EA, IRS, RTRP & Notary Public

Cell: 917-678-8532

Income Tax

Income Tax Service & Direct Deposit

Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services

Citizenship & Family Application

Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

IRS e-file

Real Estate

For Buying & Selling Houses

Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583

Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES

International & Domestic Tickets

Hajj & Umrah Special Package

Visa Processing

Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS

ETIHAD AIRWAYS

BRITISH AIRWAYS

Emirates

ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept

VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,

৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০

e-mail: meghnacorp@gmail.com

ইনকাম ট্যাক্স

ইমিগ্রেশন

ট্রাভেলস্

25th Anniversary

KAKATUA AGENCY

Authorized IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA

Enrolled Agent

(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS

37-31 77th Street, # 2nd FL Jackson Heights, NY 11372

Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004

Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:

ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ডালাত

ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC

Board certified in Internal Medicine

Board certified in Cardiology

87-81 169th street, Jamaica NY 11432

Tel: 718-297-4300, Fax: 718-297-4302

We perform tests in the office:

ECG

We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn

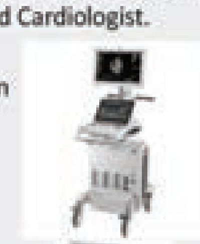

We provide Vaccines for:

- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

Office Hours

Mon-Thurs	10am-6pm
Friday	11:30am-6pm
Saturday	10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.

OUR SERVICES:

- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.

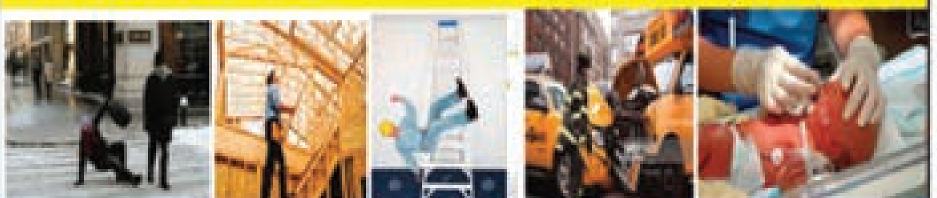

Attorny M. Mostofa, Esq.

LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY

7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD

Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.

Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।

BT & T GROUP LLC

37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

সিইসির মিথ্যাচারে আমরা স্তম্ভিত : বদিউল আলম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : মানহানিকর ও আপত্তিকর বক্তব্যের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নূরুল হুদার ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছে সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)। সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেছেন, 'সিইসি নূরুল হুদার মিথ্যাচারে আমরা স্তম্ভিত।'

শনিবার (২৯ জানুয়ারি) সুজনের ফেসবুক পেজে এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

সিইসির দেয়া বক্তব্যের প্রতিবাদে সুজন এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। সংবাদ সম্মেলনে ড. তোফায়েল আহম্মেদ, এম হাফিজউদ্দীন খান, ড. শাহদীন মালিক, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, দিলীপ কুমার সরকারসহ সুজনের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, সিইসির বক্তব্যে কেবল আমার নয়, সুজনের সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন, সবার মানহানি হয়েছে। আমরা এ বিষয়ে মানহানি মামলা করব কি না, পরে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ক্ষমতা অনেক। রাতকে দিন আর দিনকে রাত করা ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে তারা সব কাজ করতে পারে। আদালতের রায় আছে- নির্বাচন নিয়ে অভিযোগ উঠলে ইসি তদন্ত করতে পারে। তদন্তে সেই অভিযোগ প্রমাণ হলে নির্বাচন বাতিল করতে পারে। কিন্তু তারা কোনোটিই করেনি।'

তিনি বলেন, 'দলগুলো আদালতে যায়নি বলে সিইসি অজুহাত দেখিয়েছেন। কিন্তু ৭০টির মতো মামলা হয়েছে। একটিরও শুনানি হয়নি। ব্যালট পেপার খুললে মধ্যরাতে ভোট হয়েছে প্রমাণ হতো। এছাড়া ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) প্রিজাইডিং কর্মকর্তার হাতে ব্যালট ইউনিটে ২৫ শতাংশ ব্যালট পেপার ওপেন করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। এমন অনিয়মের বিষয়ও উঠে এসেছে। আমাদের দুর্ভাগ্য, এরকম একজন খলনায়ককে সিইসি পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।'

সংবাদ সম্মেলনে ড. শাহদীন মালিক বলেন, সমালোচনা এড়িয়ে যাওয়ার নিকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে ব্যক্তি আক্রমণ। সিই-সির বক্তব্য অপ্রত্যাশিত।

ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, একজন বিদায়ের সময় ভুল ভ্রান্তি নিয়ে মাফ চায়, সুন্দরভাবে বিদায় নেয়। কিন্তু তিনি উল্টোটা করেছেন। সুজন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) দেয়া কাজ করায় কারো ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধার হয়নি।

লিখিত বক্তব্যে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, যৌক্তিক সমালোচনার উপযুক্ত জবাব না থাকলে সমালোচকের চরিত্র হননের অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া বহুল ব্যবহৃত একটি অপকৌশল। ঠিক এমনই এক অপকৌশল ব্যবহারের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন সিইসি কে এম নূরুল হুদা।

গত ২৭ জানুয়ারি রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আরএফইডি) আয়োজিত 'আরএফইডি টক উইথ কে এম নূরুল হুদা' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদারের বিরুদ্ধে এক কোটি টাকা অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি)।

এ বিষয় সম্পর্কে সুজন সম্পাদক বলেন, দেশের মর্যাদাপূর্ণ একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে বসে তাকে এমন মিথ্যাচার করতে দেখে আমরা হতবাক। তার এই মিথ্যাচারের প্রতিবাদেই আমাদের এই সংবাদ সম্মেলন। প্রথমত, নির্বাচন কমিশনের সাথে ড. বদিউল আলম মজুমদারের ব্যক্তিগত আর্থিক লেনদেনের কোনো সম্পর্ক নেই এবং কোনোদিন ছিলও না। তিনি কমিশন থেকে কখনো কোনো কাজ নেননি, অসমাপ্ত রাখার তো কোনো প্রশ্নই আসে না।'

২০১১ সালে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন (নাসিক) নির্বাচনের সময় হলফনামায় বর্ণিত প্রার্থীদের তথ্য প্রকাশ, প্রার্থীদের ভোটারদের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের আয়োজনের কাজটি করার জন্য ড. শামসুল হুদা কমিশন ইউএনডিপির অর্থায়নে পরিচালিত এসইএমবি প্রকল্প থেকে সুজনকে ৯ লাখ ৫০ হাজার ৬০০ টাকা দেয়।

তিনি বলেন, ২০১২ সালের জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনের সময় একই ধরনের কাজের জন্য সুজনকে ৩ লাখ টাকা দেয়া হয়। অর্থাৎ দুটি নির্বাচনে সর্বমোট ১২ লাখ ৫০ হাজার ৬০০ টাকা সুজন নির্বাচন কমিশন থেকে পায়। অথচ আমার বিরুদ্ধে সিইসি কে এম নূরুল এক কোটি টাকার অনিয়মের অভিযোগ এনেছেন।

রক্তের ব্যাগ মজুত করছে রাশিয়া, সৈন্য পাঠাচ্ছেন বাইডেন ইউক্রেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক : রাশিয়া ইউক্রেনে হামলার পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে কেবল সামরিক সরঞ্জামই সীমান্তে মজুত করছে না, রক্তের ব্যাগও মজুত করছে বলে যুক্তরাষ্ট্রের ৩ কর্মকর্তা জানিয়েছেন। তবে তারা নাম প্রকাশ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি। আহতদের জন্য এসব রক্ত মজুত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পূর্ব ইউরোপে সৈন্য পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ইউক্রেন সীমান্ত সফর করবেন এবং রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে উত্তেজনার মধ্যেই সামরিক মহড়া দিয়েছে ইউক্রেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সম্ভাব্য যুদ্ধে আহত রুশ সৈন্যদের যাতে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া যায় সেজন্য মস্কো ইউক্রেন সীমান্তে শত শত রক্তের ব্যাগ মজুত করছে। বর্তমান এবং সাবেক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে, রাশিয়ার প্রতিবেশী ইউক্রেনের ওপর হামলার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। এ নিয়ে যুক্তরাষ্টের মধ্যে গভীর উদ্বেগ দেখা যাচ্ছে। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবারও অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমা বিশ্ব তার দেশের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। তারপরও তিনি আলোচনা চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছেন। পুতিন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ সঙ্গে ফোনালাপে বলেছেন, তিনি ওয়াশিংটন এবং ন্যাটোর জবাবের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন বলেছেন, তারা এখনো বিশ্বাস করেন না যে প্রেসিডেন্ট পুতিন ইউক্রেনে হামলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই মন্তব্যের মধ্যে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পূর্ব ইউরোপের সীমান্তে সেনা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন। খুব শিগগিরিই তাদের মোতায়েন করা হবে বলে তিনি সাংবাদিকদের জানান। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শুক্রবার পেন্টাগনে এক সংবাদ সম্মেলনেও বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সাড়ে ৮ হাজার সৈন্য প্রস্তুত রেখেছে।

সীমান্ত পরিদর্শন করবেন বরিস

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন। চলতি সপ্তাহেই তিনি কথা বলার পর পূর্ব ইউরোপের ইউক্রেন সীমান্ত পরিদর্শনে যাবেন। ব্রিটেনে কূটনৈতিক পথে সমস্যার সমাধানের আশা করছে। ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিট এ তথ্য জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বরিস রাশিয়াকে হামলা থেকে ফেরাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী বরিস বলেছিলেন, রাশিয়া ইউক্রেনে হামলা চালালে মিত্রদের সহায়তায় সৈন্য পাঠাবে।

ইউক্রেনের সামরিক মহড়া

সীমান্তে রুশ সেনাদের উপস্থিতিতে যে কোনো হামলার আশঙ্কায় থাকা ইউক্রেনের সেনারা ব্রিটেনের দেওয়া নতুন অস্ত্র নিয়ে অনুশীলন করেছে। গত শুক্রবার সাদা-কালো শীতের উর্দি পরে সেনারা ট্যাংক বিধ্বংসী লঞ্চার নিক্ষেপ করে। রাশিয়া হামলার মুখে প্রতিরক্ষার জন্য ইউক্রেনকে এসব অস্ত্র দিয়েছে ব্রিটেন। ইউক্রেন সীমান্তে লক্ষাধিক সেনার সমাবেশ ঘটিয়ে ইউরোপে নতুন নিরাপত্তা নিশ্চয়তার দাবিতে পশ্চিমাদের আলোচনার টেবিলে বসতে বাধ্য করেছে রাশিয়া।

Highland Medical Care, PLLC

Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services

Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.
কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন
আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।
আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি
আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা
QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে
BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।

গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদকে অন্তিম সেলাম

(শেষের পাতার পর)

দশকের রাজনৈতিক নেতারা দেশের রাজনীতির এক নিয়ামক শক্তি হয়ে আছেন। ছাত্রনেতা ইকবাল আহমেদ চৌধুরী। সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। বিশ্বব্যাপী তখন সমাজ পরিবর্তনের ঢেউ। এর উত্তাল তরঙ্গ তখন পূর্ব বাংলায়। মেধাবী তারুণ্যের ছাত্র ইউনিয়ন করার সমকাল।

ইকবাল আহমেদ, গুলজার আহমেদ, শামসুল আলম চৌধুরী, লতিফ সর্দার, রফিকুর রহমান লজু, আ ফ ম কামাল, আব্দুজ জহীর চৌধুরী সুফিয়ান সহ আমাদের অগ্রজরা তখন সমাজ পরিবর্তনের লড়াইয়ে অগ্রসৈনিক। ৬৫ সালে ছাত্র উনিয়নের বিভক্তি। ঐতিহাসিক সে বিভক্তির জের এখনও চলমান। আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে ছাত্রউনিয়ন মতিয়া আর মেনন গ্রুপে বিভক্তির সময়টি।

সূর্যসেন হলে গুলজার আহমেদের সভাপতিত্বের সভায় মতিয়া চৌধুরী সভাপতি হলেন। বাংলার অগ্নিকন্যা নামে তাঁর খ্যাতির কথা আমারা জানি। একই সভায় গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে তখন আব্দুল লতিফ সর্দার আর ইকবাল আহমেদ চৌধুরী ছিলেন। ইতিহাসের এ অধ্যায়টি নিয়ে আজ হয়তো স্মৃতি হাতড়ে আবার কাতর হবেন রফিকুর রহমান লজু। আমাদের অগ্রজ এসব কুশীলব তখন রাজনীতির কোলাহলের কেন্দ্রের মানুষ।

জননেতা ইকবাল আহমেদ চৌধুরী কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন (৩০ জানুয়ারী রাতে সিলেটের একটি ক্লিনিকে ইন্তেকাল করেন)। তাঁর মৃত্যু সংবাদ স্বজনরা জানিয়েছেন। সিলেটের অগ্রসর থানা হিসেবে পরিচিত গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান হিসেবেই তিনি শেষ কর্মদিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে ইকবাল আহমেদ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সম্পন্ন পরিবারের মানুষ হসেবে তখন ভারতমূখী পালিয়ে বাঁচা মানুষদের সাহায্য করার কথা নিজের চোখে দেখা। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তি সময়ে একজন ইকবাল আহমেদ চৌধুরীকে জাতীয় নেতা হিসেবেই বিবেচনা করতাম। আমাদের রাজনীতি সহজ পথে এগিয়ে যায়নি। বারবার থমকে গেছে। ইকবাল আহমেদদের থমকে যাওয়াও বেশ কাছে থেকে দেখেছি। সে এক ভিন্ন ইতিহাস। সে এক ভিন্ন আলোচনা।

আশি নব্বই দশকে ইকবাল আহমেদ চৌধুরী তাঁর অনেক সতীর্থদের নিয়ে সামাজিক কর্মকান্ডে জড়িয়ে থাকতে দেখি। এ সময় আলম ভাই, সর্দার ভাইদের অনুচর আমি। নিজেকে তাঁদের বেশ সান্নিধ্যে আবিষ্কার করি। অপার স্নেহ আর ভালোবাসার উষ্ণতা দিয়ে একজন মাঠের মানুষকে ঋদ্ধ করে গেছেন এসব মানুষজন।

ইকবাল আহমেদ চৌধুরী আইনজীবী ছিলেন। আইন পেশায় খুব একটা মনোযোগ ছিলো না তাঁর। ব্যস্ত থাকতেন অন্যসব কাজকর্ম নিয়ে। সমাজ সংস্কৃতির বহু কাজে একজন অভিবাবকের মতো ছিলেন ইকবাল আহমেদ চৌধুরী। জননেতা আব্দুল হামিদ, দেওয়ান ফরিদ গাজী সহ যাদের নিয়ে আমাদের এক রাজনৈতিক ঘরনা গড়ে উঠেছিল,সেখানে এক অবশ্যম্ভাবী মানুষ ছিলেন ইকবাল আহমেদ চৌধুরী। চিন্তায়, জ্ঞানে অগ্রসর মানুষ ছিলেন। রাজনীতির বাইরের কাজের চেয়েও নেপথ্যের কাজে দক্ষ ছিলেন ইকবাল আহমেদ চৌধুরী। আজীবন মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। আমাদের সামনেই বিপত্নীক হলেন। একে একে দুই সন্তান হারালেন।

আমেরিকা প্রবাসী হওয়ার পরও খোঁজ খবর রাখতেন। শেষ আলাপের সময় জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেমন আছেন?

দীর্ঘ নীরবতায় নিজের পরিবারহীন বেদনার কথাই হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন। বছর দশেক আগে, দেশে গেলে বন্ধু শহীদুল ইসলাম শাহীনকে নিয়ে তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। জনতার মানুষ, জনতাকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। সামান্য আলাপের পর পিঠে হাত দিয়ে নীরব ভালোবাসায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। এমন নীরব ভালোবাসা আমি টের পাই। ইকবাল ভাইদের মতো লোকজনের আশেপাশে থেকে এ ভালোবাসা আর আশীর্বাদের মর্ম বুকে লাগে।

তাঁর মৃত্যু সংবাদে নিউইয়র্কে একজন সুব্রত বিশ্বাস কাঁদতে কাঁদতে ফোন করেন। একজন আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী তুষারপাতের সাদা চাদরে ঢাকা জনপদে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দূরের দেশে। স্মৃতি তাঁদের তাড়া করে।

নিউজার্সীর নির্জন সপ্তাহান্তে বসে একজন ইকবাল আহমেদ চৌধুরীর চল্লিশ বছরের কর্মকান্ড চোখে ভাসছে। একসাথে নয়, তাদের পেছনে পেছনে চলার কথা মনে পড়ছে। এক টেবিলে খাওয়ার কথা মনে পড়ছে। রাজনীতির নানা সময়ের কথা মনে ভাসছে।

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত জনমানুষের জন্যই নিজের অবস্থানকে দেদীপ্যময় করে গেছেন ইকবাল আহমেদ চৌধুরী। রাজনীতিতে, আন্দোলন সংগ্রামের বহু অতৃপ্তি, বহু অপ্রাপ্তি ছিল। দেশের জন্য লড়াই করেছেন। দেশ স্বাধীন করেছেন। আমাদের মতো বহু অভাজনদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পেয়ে গেছেন। সেলাম ইকবাল ভাই। অন্তিম সেলাম!

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning & Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com

হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১	প্যাকেজ-২	প্যাকেজ-৩	প্যাকেজ-৪
প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	প্লেইন পোলাও চিকেন রোস্ট গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট	মটর পোলাও চিকেন রোস্ট সামি কাবাব গোট অথবা বিফ কারি মিক্সড ভেজিটেবল সালাড ডিজার্ট
$ 7.00	$ 8.00	$10.00	$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী স্টোরে ডাকাতি

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী স্টোরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের প্রাণকেন্দ্র ৭৩ ষ্ট্রীটে কাবাব কিং রেষ্টুরেন্টের উল্টা পাশে কমিউনিটির পরিচিত মুখ অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের স্টোরে মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারী) দিবাগত ভোর রাতে এই ঘটনা ঘটে। খবর ইউএনএ'র।

জানা গেছে, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার মধ্যরাত পৌণ ২টার দিকে তার স্টোরটি বন্ধ করে বাসায় চলে যান। পরদিন বুধবার সকাল ১০টার দিকে তার পরিচিত কয়েকজন ফোন করে রফিকুল ইসলামকে জানান যে, তার স্টোরে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। দূবৃত্তরা স্টোরটির তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে এবং সাটার উঠিয়ে প্রয়োজনীয় দাবী মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। এসময় কিছু মালামার স্টোরের আশেপাশে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ষ্টোরে ডাকাতির ঘটনার ব্যাপারে বার্তা সংস্থা ইউএনএ-কে জানান যে, আমি প্রতিদিন বেলা ১২টার দিকে স্টোর খুলে মধ্যরাত ১/২টার মধ্যে বন্ধ করে বাসায় চলে যাই। বুধবার খবর পেয়ে এসে দেখি স্টোরটিতে ডাকাতি হয়েছে। প্রথামিকভাবে লটো গেম, সিগারেট সহ বিভিন্ন আইটেম-এর দেড়/দুই হাজার ডলারের মালামাল লুট হয়েছে বলে তিনি মনে করছেন। ঘটনার ব্যাপারে পুলিশ রিপোর্ট করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।

এদিকে ৭৩ স্ট্রীটের মতো ব্যস্ত এবং আশপাশের স্টোরগুলো ২৪ ঘন্টা খোলা থাকার পরেও এমন ঘটনায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। জেবিবিএ'র একাংশের সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান জ্যাকসন হাইটসে ডাকাতির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে দূর্বত্তদের গ্রেফতার ও শাস্তি দাবী করেছেন।

ইমাম আবশ্যক
সানিসাইড উডসাইড জামে মসজিদের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (হফেজ-এ-কোরআন ও ইংরেজীতে পারদর্শী) একজন ইমাম আবশ্যক
যোগাযোগ: 917-400-4415, 917-602-5397, 917-834-6274
Please Send Your RESUME to:
swjamemasjid@gmail.com
SUNNYSIDE WOODSIDE JAME MASJID
Institution of Islamic Education and Daily Prayer Services (Non Profit Organization)
45-18 48 Avenue, Woodside, NY 11377, Telephone: 718-482-7364

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center
Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center
জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112
2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL
: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial

Our Programs:
Summer Program will start from July 5th
SAT — 8 Weeks Course; 4 Hours Each Class; Total 32 Classes (4 days/week); Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm
SHSAT — 8 Weeks Course; 5 days/week; Total Cost : $2000.00; Time : 2 pm to 6 pm
COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade; 8 weeks course; 3 Hrs./day, 4 days/week; Cost : 600.00
Get 25% Discount sign up by 4th July
Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes
Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090
Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090
Quality Education Is Our Priority!

Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B
জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী
আমাদের সেবা সমূহ
• ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
• বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
• সেল্স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
• ওপেন নিউ বিজনেস
• ওপেন সেল্স ট্যাক্স আইডি
• ফ্যামিলী পিটিশন
• স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
• সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
• ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
• পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট
সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

বেসমেন্ট ভাড়া
৯৪-২১ ২১৫ প্লেস, কুইন্স ভিলেজে বেসমেন্টে দুই বেড রুম, কিচেন ও বাথরুম ভাড়া হবে যোগাযোগ : ৩৪৭ ৫৩৬ ০২৬৮

বাসা ভাড়া
কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া
কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

জরুরী নিয়োগ
ম্যাসাচুসেটস এ স্প্রীং ফিল্ড শহরে একটি স্টোরে লোক নিয়োগ করা হচ্ছে। যোগাযোগ: ৪১৩-৩১৪-৮৪৯১
জা-১৭/২৪

আবশ্যক
চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া
কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

বাসা ভাড়া
কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২২২-২৬ ৯৩ এভিনিউ ঠিকানায় সেকেন্ড ফ্লোরে ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৬৮-০৯০৩
জা-১৭/২৪

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকার ৯০-৩৭ ১৯৮ স্ট্রীট, হলিস, নিউইয়র্ক ১১৪২৩ ঠিকানায় ফার্স্ট ফ্লোরে এক বেডরুমের বাসা ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ছোট পরিবারের কাছে (২/৩ সদস্য) ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৯৬৭-৭৪৯৯
জা-১০/১৭

পাত্র চাই
বাংলাদেশে অবস্থানরত ৫২ বছর বয়সী নি:সন্তান পাত্রীর জন্য একজন সমবয়সী পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৮৬-৪৬৪৬
জা-১০/১৭

আবশ্যক
এস্টোরিয়ার স্টাইনওয়েতে লটো, বেয়ার স্টোরে কাজ করার জন্য লোক আবশ্যক। প্রার্থীকে লটো মেশিন চালাতে জানতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-৫৮১-৭৫২২
ডি-২০/২৭/জানু-০৩/১০

জ্যামাইকায় দোকান বিক্রয়
জ্যামাইকার ১৭৯ হিলসাইড এভিনিউ সাবওয়ে ও বাস স্টপেজের সাথে চালু অবস্থায় একটি মোবাইল/গিফট শপ/ই বাইক/জুয়েলারী/খেলনা/শোপিস এর দোকান বিক্রিয় হইবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫১০-৫১৭৮
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক
ম্যানহাটানে ফুড এন্ড ভেজিটেবল পুশকার্ড-এর রাতের শিফটে কাজ করার জন্য পার্ট টাইম/ফুল টাইম লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৯২-৯৪৯৫
ন-২৯/ডি-০৬

মেডালিয়ান বিক্রি
গাড়ীসহ হুইল চেয়ার মেডালিয়ান ইয়েলো ট্যাক্সি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যোগাযোগ করুন। ফোন: ৩৪৭-৩৪৫-৮৭০০
ন-২৯/ডি-০৬

আবশ্যক
টেক্সাসের সান এন্টনিও শহরে বাংলাদেশী মালিকানাধীন আবাসিক হোটেলে ফ্রন্ট ডেস্ক ও হাউস কিপিংয়ে লোক প্রয়োজন। আগ্রহী প্রার্থীরা দ্রুত যোগাযোগ করুন। মনির: ৬৬১-৩৭৩-১৫২৮
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া
জ্যামাইকার ব্রায়ারউডে (১৩৯ স্ট্রীট, ৮৭ এভিনিউ) এফ ট্রেনের সন্নিকটে আগামী মার্চ মাস থেকে প্রাইভেট হাউজের নীচতলা তিন রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস, ট্রেন স্টপেজ- কয়েক ব্লকের মধ্যে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৪০-৬০৬২
জা-৩১/ফে-০৮

হেল্প ওয়ান্ডেট
নিউজার্সীর পেটারর্সন শহরের ৩৯৮ ইউনিয়ন এভিনিউতে একটি গ্রোসারী স্টোরে কাজ করার জন্য দক্ষ, চটপটে লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯৭৩-৩৮৯-৯০৫৫ অথবা ৮৬২-৬৮৬-১৩৩৭
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক
চার মাসের বেবী দেখাশুনার জন্য একজন বেবী সিটার আবশ্যক। বেতন ক্যাশে প্রদান করা হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯
জা-২৪/৩১

আবশ্যক
জ্যাকসন হাইটসের রোকসানা বুটিক স্টোরের জন্য সেলস পার্সন (সেলাই জানা নারী) আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫২৭-৯৯২৬
জা-২৪/৩১

স্টুডিও ভাড়া
ব্রঙ্কস এর ৬ ট্রেন এর ক্যাসেল হিলস এভিনিউ স্টেশন থেকে ৩ ব্লক দূরত্বে ২৩০৪ গ্রিসন ভনিউ তে ১/২ জন ব্যাচেলার/ স্টুডেন্ট এর কাছে ১টি স্টুডিও ভাড়া হবে। ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭, ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

ঢাকায় ফ্ল্যাট বিক্রি
ঢাকার শাজাহানপুর, আল- বারাকা হসপিটালের গলিতে শহীদবাগ মসজিদের পাশে নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট ১৫৫০ (৪ বেড), ১০৫০, ১১৫০, ১২৬০ বর্গফুট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১০৪৭৫০০৪ (মারুফ), ০১৭২২৫৬৮৪৬০ (রায়হান) এবং ০১৬৭৮৭০২১১৩ (জাহিন) অথবা ৮০৪-৩৯৭-৭৮৯৯ (খান), যুক্তরাষ্ট্র।
ন-২২/২৯

বিউটি শপ বিক্রয়
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন (১৫০৬ মেট্রোপলিটন এভিনিউ) এর উপর চালু অবস্থায় 'নিউ বিউটি সাপ্লাই হেয়ার এন্ড গিফট শপ' বিক্রয় হবে। সিরিয়স ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। মুল্য আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগঃ রাজ/আলম। ফোন: ৭১৮-৮২৯-৯৭৩৭ (দোকান) অথবা ৩৪৭ ৭০১ ৮৯৬৩
জা-৩১/ফে-০৮

আবশ্যক
হালাল ফুড/জাইরো কারের জন্য মোবাইল ফুড ভেনডিং লাইসেন্সধারী লোক আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-২৬১-৫৪৮২ অথবা ৩৪৭-৭৮৪-৮৭৭৩
ন-২২/২৯

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২০৮ স্ট্রীট এবং ১১২ এভিনিউতে দুই বেড, লিভিং, কিচেন , বাথরুম সহ ১ ডিসেম্বর থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৯১৭ ৫৮২ ৫২৭১

সেমি বেসমেন্ট ভাড়া
জ্যামাইকার ২০০ স্ট্রীট ও হলিস এভিনিউর কর্ণারে বাংলাদেশীদের মসজিদের কাছে এক বেডরুম, এক লিভিং রুম, একটি কিচেন এবং ফুল বাথরুমের সেমি বেসমেন্ট-এর বাসা ভাড়া হবে। এক মাস সিকিউরিটি ডিপোজিট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৬৪৬-২৮০-৫০০১ (শিমুল) অথবা ৯১৭-৫২৫-৮৮৪৪ (কামরান)
ন-০৮/১৫

বাসা ভাড়া
কুইন্স ভিলেজে মনোরম পরিবেশে ২তলা ২ বেডরুম এটিক সহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। 222-26 93 Avenue queens village মোবাইল নাম্বার (৩৪৭) ৪৬৮ ০৯০৩

রুমমেট আবশ্যক
জ্যামাইকার ১৬৮ হিলসাইড এভিনিউর ১৬৯ সাবওয়ের (এফ ট্রেন) একেবারে সাথে এপারটমেন্ট বিল্ডিংএ একজন অধুমপায়ী, কর্মজীবি রুমমেট আবশ্যক। রুম খালি আছে, ১ জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারী মাসের ১ তারিখ থেকে উঠতে পারবে। মাসিক ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: মান্নান। ফোন: ৩৪৭-৪২০-২৬৯২ ডি-২৭/জা-০৩

মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক
ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারে অবস্থিত একটি স্বনামধন্য ডায়াগনিস্টিক সেন্টারে কাজ করার জন্য বাংলাভাষী মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট আবশ্যক। বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারী পাশ করা বা নার্স হিসাবে কাজে অভিজ্ঞদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ ২৬৭-৩৪২-১৪৮১

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়
টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে। কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
ফোনঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE
1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান
আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিলেটে জায়গা বিক্রয়
সিলেটের চন্ডিপুল বলদী মৌজা এলাকায় কুশিয়ারা মেইন রোড সংলগ্ন ৪০ শতক জায়গা বিক্রয় হইবে। পূর্বে সিলেট-ঢাকা-চৌমুহনী (চন্ডিপুল), পশ্চিমে কুশিয়ারা কনভেনশন হল, উত্তরে ইকবাল টাওয়ারে পূবালী ব্যাংক, দক্ষিণে নিয়ামাহ টাওয়ার মেঘনা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। যোগাযোগ: মহিদুল ইসলাম লোফা। **ফোন: ১-৯২৯-২৬১-৩৮৬২** জা-৩১/ফে-২২

মুসলিম কাজী অফিস
Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইয়র্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।

Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই
New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস (NYC Registered)
GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

সারোগেসি পদ্ধতিতে সন্তান গ্রহণ : ইসলাম কী বলে?

(শেষের পাতার পর)

যুক্তরাজ্যের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের (এনএইচএস) সংজ্ঞা অনুযায়ী সারোগেসি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে একজন নারী কোনো এক যুগলের জন্য গর্ভধারণ করে। যারা চিকিৎসা বা শারীরিক কারণে গর্ভধারণ করতে অক্ষম।

বর্তমানে এই পদ্ধতিতে সন্তান গ্রহণ করার প্রবণতা পৃথিবীর এক শ্রেণির মানুষের মাঝে বাড়ছে। মানুষকে এই পদ্ধতিতে সন্তান গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করতে, বহু বড় সেলিব্রেটিরা নিজেদের দেহাবয়ব ঠিক রাখতে এ পদ্ধতি গ্রহণ করছে বলে প্রচার করা হচ্ছে। নাউজুবিল্লাহ, অনেক সমকামিরাও পরিবার শুরু করার জন্য এই পদ্ধতিতে সন্তান নিচ্ছে, যা সমাজকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এভাবে সন্তান গ্রহণ মানুষের বংশধারার পবিত্রতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। শুধু তা-ই নয়, এই পদ্ধতিতে সন্তান জন্ম দিলে তার প্রকৃত মা-বাবা কারা হবে, মাহরাম (যাদের সঙ্গে বিয়ে বৈধ নয়) কারা হবে, তা নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হবে।

মহান আল্লাহ জৈবিক চাহিদা পূরণ ও সন্তান গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তিনিই তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার কাছে শান্তি পায়। তারপর যখন সে তার সঙ্গে সংগত হয় তখন সে এক হালকা গর্ভধারণ করে এবং এটা নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে। অতঃপর গর্ভ যখন ভারী হয়ে আসে তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, যদি আপনি আমাদের এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন তাহলে আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব।' (সুরা আরাফ, আয়াত : ১৮৯)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে, 'আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে রাখে সংরক্ষিত, নিজেদের স্ত্রী বা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ছাড়া, এতে তারা হবে না নিন্দিত, অতঃপর কেউ এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করলে, তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী।' (সুরা মুমিনুন, আয়াত : ৫-৭)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ, জৈবিক চাহিদা পূরণ ও বংশ বিস্তারের মাধ্যম হিসেবে বিশেষভাবে স্ত্রীকে চিহ্নিত করেছেন। এবং অধিকারভুক্ত দাসীর মাধ্যমে এই চাহিদা পূরণের বৈধতা দিলেও বর্তমানে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ায় এখন আর রাস্তাটি খোলা নেই। অতএব বর্তমান যুগে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও সন্তান গ্রহণের একমাত্র মাধ্যম নিজের বিবাহিত স্ত্রী। এর বাইরে কারো মাধ্যমে এসব চাহিদা পূরণ নিষিদ্ধ। যদি কেউ এর বাইরে গিয়ে এসব চাহিদা পূরণ করে, তবে সে কোরআনের ভাষ্যমতে সীমালঙ্ঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনেকে দাবি করতে পারে, সারোগেস পদ্ধতিতে নারী-পুরুষের মাঝে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে না। তাহলে একে বিবাহবহির্ভূত ব্যভিচার বলে আখ্যা দেওয়া যায় না। এবং পাপের কাজ বলারও কোনো সুযোগ থাকে না। নিম্নের আয়াত ও হাদিস দ্বারা তাদের এ ধারণাটি বদলে যাবে। প্রথমত পবিত্র কোরআনে নারীদের ফসলক্ষেত্র বলা হয়েছে, ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের স্ত্রী তোমাদের ফসলক্ষেত্র। সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলক্ষেত্রে গমন করো, যেভাবে চাও।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২২৩)

আর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য বৈধ নয় অন্যের ফসলে নিজের পানি সেচন করেন।'

রুয়াইফি ইবনে সাবিত আল-আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, হানাশ (রহ.) বলেন, একদা রুয়াইফি আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ প্রদানের সময় বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে যা কিছু শুনেছি তোমাদের শুধু তা-ই বলব। তিনি হুনাইনের দিন বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্য বৈধ নয় অন্যের ফসলে নিজের পানি সেচন করেন। অর্থাৎ গর্ভবতী মহিলার সঙ্গে সঙ্গম করা। যে ব্যক্তি আল্লহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য বৈধ নয় কোনো বন্দি নারীর সঙ্গে সঙ্গম করা যতক্ষণ না সে সন্তান প্রসব করে পবিত্র হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তার জন্যও বৈধ নয় বন্টনের পূর্বেই গনিমত বিক্রয় করা।' (আবু দাউদ, হাদিস : ২১৫৮)

হাদিস শরিফে বর্ণনাকারী রাসুল (সা.)-এর বাণীকে 'গর্ভবতী মহিলার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক করা' দ্বারা ব্যাখ্যা করার কারণ হলো, ইসলাম মানুষের বংশধারার পবিত্রতা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। যে নারীর জরায়ুতে অন্যের শুক্রাণু আছে বা থাকার সম্ভাবনা আছে, সে অবস্থায় তাকে বিয়ে করা বংশধারার পবিত্রতা অস্বচ্ছ করে দেয়। এবং হুমকির মুখে ফেলে দেয়। আরেকটি বিষয় হলো, পুরুষের জন্য এমন নারীর শরীরে শুক্রাণু প্রবেশ করানো জায়েজ নয়, যে তার জন্য ইসলামের দৃষ্টিতে হালাল নয়। তা হোক শারীরিক সম্পর্কের মাধ্যমে, হোক ভিন্ন কোনো পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।

তা ছাড়া ব্যভিচারের অনেক স্তর আছে। ব্যভিচার মানে শুধু বিশেষ পদ্ধতির শারীরিক সম্পর্ক নয়।

রাসুল (সা.) বলেছেন, চোখের ব্যভিচার হলো (বেগানা নারীকে) দেখা, জিহ্বার ব্যভিচার হলো (তার সঙ্গে) কথা বলা (যৌন উদ্দীপ্ত কথা বলা)। (বুখারি, হাদিস : ৬২৪৩)

অন্য হাদিসে ইরশাদ হয়েছে, দুই চোখের ব্যভিচার (বেগানা নারীর দিকে) তাকানো, কানের ব্যভিচার যৌন উদ্দীপ্ত কথা শোনা, মুখের ব্যভিচার উদ্দীপ্ত কথা বলা, হাতের ব্যভিচার (বেগানা নারীকে খারাপ উদ্দেশ্যে) স্পর্শ করা আর পায়ের ব্যভিচার হলো ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া এবং মনের ব্যভিচার হলো চাওয়া ও প্রত্যাশা করা।' (মেশকাত, হাদিস : ৮৬)

অতএব ব্যভিচার নয় বলে এ পদ্ধতিকে জায়েজ বলার সুযোগ নেই।

তা ছাড়া সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর মা আসলে কে হবেন, তা আইনি জটিলতা রয়েছে।

পবিত্র কোরআনের বিধান অনুযায়ী জন্মদাতা নারীই হয় সন্তানের মা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে জিহার করে (অর্থাৎ স্ত্রীকে বলে যে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো) তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা তো শুধু তারাই, যারা তাদের জন্ম দিয়েছে। তারা অবশ্যই ঘৃণ্য ও মিথ্যা কথা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপ মোচনকারী, বড়ই ক্ষমাশীল।' (সুরা : মুজাদালাহ, আয়াত : ২)

ফলে সারোগেট মায়ের অনেক আত্মীয়-স্বজন এই সন্তানের নিকট-আত্মীয় বলে বিবেচিত হবে। যাদের ও যাদের সন্তানদের সঙ্গে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া এই সন্তানের জন্য হারাম হবে। কিন্তু যেহেতু সারোগেট মা তার ভাড়া পাওয়ার পর সন্তানকে ভাড়াদাতাদের কাছে হস্তান্তরের পর তাদের মধ্যে আর কোনো যোগাযোগ না-ও থাকতে পারে, তখন এই শিশু বড় হয়ে কিভাবে শনাক্ত করবে যে যার সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে, সে ওই সারোগেট মায়ের সূত্রে তার কোনো হারাম আত্মীয় হয়ে যায় কি না? সারোগেট মায়েদের তো এমন আরো অনেক সন্তান থাকতে পারে, যারা পরস্পর ভাই-বোন হবে, তাদের মধ্যে বিয়ে বন্ধনও হারাম হবে; কিন্তু বড় হওয়ার পর এগুলো শনাক্ত করাও তো সম্ভব হবে না।

আবার আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে সারোগেসি মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশুর আইনি অভিভাবক বা মা হিসেবে চিহ্নিত হন সারোগেট মা। এমনকি একজন সারোগেট মা যেকোনো সময় তাঁর ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারেন। জন্মের পর তিনি যদি সন্তানকে হস্তান্তর করতে না চান তাহলে তাঁকে বাধ্য করার কোনো আইন নেই। এমনকি অনেক সময় সন্তানের কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকলে তাঁকে নেওয়ার অস্বীকৃতিও জানাতে পারে মা-বাবা। এখানেও আইনি জটিলতা রয়েছে।

এই জটিলতাগুলো সৃষ্টি হওয়ার কারণ হলো, একদিকে যেমন মা-বাবার শুক্রাণু ও ডিম্বাণু ব্যবহারের কারণে তাঁদেরই মা-বাবা বলা যায়, অন্যদিকে গর্ভ ভাড়াদাতা (সারোগেট মা) গর্ভধারণের কারণে তাঁকেও মা বলতে হয়।

এক কথায় বলতে গেলে এ ধরনের পদ্ধতি উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি ডেকে আনবে। মানব বংশধারার পবিত্রতাকে হুমকিতে ফেলবে। সন্তানের বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়বে। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত, এসব বিষয়ে সতর্ক থাকা। মহান আল্লাহ সবাইকে শয়তানের সূক্ষ্ম প্রতারণা থেকে হেফাজত করুন। আমিন।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন সালমান

(শেষের পাতার পর)

খানই কান্নায় ভেঙে পড়লেন। 'বিগ বস ১৫'-এর মঞ্চে শেহনাজ গিলকে ফিরতে দেখে আবেগ ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। রিয়্যালিটি শোয়ের চূড়ান্ত পর্বে অতিথি হয়ে এসেছিলেন অভিনেত্রী। মঞ্চে সঞ্চালক সালমানকে বলে উঠলেন "আপনাকে দেখে অনেক কিছু মনে পড়ে গেল।" এর পর আর কথা বলতে পারলেন না। কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে হৃদ্ রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান সিদ্ধার্থ শুক্লা। 'বিগ বস'-এর মাধ্যমেই শেহনাজের সঙ্গে পরিচয় তার। শোয়ের ১৩তম সিজনে দুই প্রতিযোগীর মধ্যে বাড়তে থাকা ঘনিষ্ঠতার সাক্ষী ছিলেন তাদের অনুরাগীরা। পরবর্তীতে সেই ঘনিষ্ঠতাই গড়ায় প্রেমে। সিদ্ধার্থের মৃত্যুর পর 'বিগ বস'-এর মঞ্চে ফিরে আবেগে আপুত হয়ে পড়েন প্রেমিকা শেহনাজ। শেহনাজকে সান্তনা দিতে তাকে আলিঙ্গন করেন সালমান। শোক প্রকাশ করতে কোনও শব্দ খরচ করেননি। কিন্তু দু'চোখ ছলছল করল তার। নিজেকে আটকানোর চেষ্টা না করে কেঁদে ফেললেন তিনিও। আবার মুহূর্তেই সামলে নেন নিজেকে।

গত বছরের অক্টোবর মাসে সিদ্ধার্থকে নিয়ে নতুন গান লিখেছিলেন শেহনাজ। নাম 'তু ইয়েহি হ্যায়'। বাংলা অর্থ- 'তুমি এখানেই আছ।' আরও এক বার সিদ্ধার্থের জন্য অনুষ্ঠানে এই গান গাইবেন তিনি। শেহনাজকে ফের 'বিগ বস'-এর মঞ্চে দেখে আপুত তার অনুরাগীরাও।

এলাচ-পানিতে সারবে অসুখ

(শেষের পাতার পর)

পেটে এলাচ ভিজিয়ে পানি পান করুন। অনেক উপকার হবে।

রোজ এলাচ-পানি খেলে কী হয়? শরীরের কোন কোন উপকার হয় এর ফলে?

* রোজ সকালে এলাচ ভিজিয়ে পানি পান করলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। যাদের উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা আছে, তারা এতে উপকার পেতে পারেন।

* রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যাও কিছুটা কমাতে পারে এলাচ-পানি। রক্ত সঞ্চালনের গতিও বাড়িয়ে দেয় ঘরোয়া এই উপাদানটি।

২১তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে ইতিহাস গড়লেন নাদাল

(শেষের পাতার পর)

এককে সর্বোচ্চ গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের রেকর্ড গড়লেন তিনি। ফাইনালে প্রথম দুই সেট জিতে নেন ৬-২ ও ৭-৬ ব্যবধানে জিতে নেন দানিল মেদভেদেভ। তৃতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়ান রাফায়েল নাদাল। তৃতীয় সেট নাদাল জিতলেন ৬-৪ সেটে। একই ব্যবধানে জিতেন চতুর্থ সেটও। পঞ্চম সেটে মেদভেদেভকে ৭-৫ ব্যবধানে হারিয়ে রেকর্ড গড়েন নাদাল।

এতো সমান ২০টি করে গ্র্যান্ড স্লাম ট্রফি জিতে রেকর্ডটির যৌথ মালিক ছিলেন রজার ফেদেরার, নোভাক জকোভিচ ও রাফায়েল নাদাল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রতিপক্ষকে পেছনে ফেলে নাদাল আজ উঠে গেলেন অনন্য উচ্চতায়।

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৯)

(শেষের পাতার পর)

দেবার মন থাকে।

অফিসে যাওয়ার পথে, বাসা থেকে সাবওয়ের কাছাকাছি প্রায়ই এক বয়স্ক ভদ্রলোককে দেখি শুকনো ব্রেড, সালামী বা বেকন দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে। কখনো কখনো কফি থাকে। জানি না হোমলেস নাকি কাছাকাছি কোথাও কাজ করেন। সাথে তেমন কিছু ব্যাগ বা জিনিসপত্র থাকে না। পথ চলতি মানুষ সে ডাকপিয়ন, ক্লিনার, পুলিশ সবাইকে মোটামুটি শুভ সকাল, শুভ দুপুর, শুভ দিন, বিদায় জানাই, যখনই দেখা হয়। যথারীতি আমি তাকে শুভ সকাল জানিয়ে কেমন আছেন জিজ্ঞেস করি, খাবার উপভোগ করতে বলি। উনিও হাসিমুখে উত্তর দেন। একদিন আমায় জিজ্ঞেস করলেন ডু ইউ ওয়ান্ট জয়েন? হেসে বললাম না, আই এ্যাম গুড। জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি কিছু লাগবে? বললেন তুমি এত সুন্দর করে রোজ আমার খবর নাও, এত সুন্দর হাসি উপহার দাও, আমার আর কিছু লাগবে না।

সেদিন বেশ তাড়া ছিল। মনে মনে ভাবলাম পরের বার দেখা হলে ওনাকে কিছু খাবার কিনে দেব বা সাথে করে নিয়ে কফি খাব। গত কয়েকদিন অসুস্থতার জন্য তেমন অফিস করিনি। করলেও উবারে আসা-যাওয়া করেছি তাই দেখা হয় না। কিন্তু ভীষণ ভীষণ মিস করি। প্রায়ই মনে হয় কে উনি, ঘর কই, কে কে আছে, কেনই বা সকালে একা একা এভাবে রাস্ত দাঁড়িয়ে শুকনো ব্রেড দিয়ে নাস্তা করেন।

এত প্রাচুর্য আর সমৃদ্ধশালী দেশ আমেরিকা অথচ এই শহরে কত গৃহহীন মানুষ, কত হাজার লক্ষ মানুষ, তার মধ্যেও কত মানুষ একা, নিঃস্ব। জানি না ওনার সাথে আর দেখা হবে কি না।

জীবন অনেক অনেক ছোট। ভালোবাসবার জন্য, ভালোবাসি বলার জন্য হাতে সময় খুবই কম। তাই সময় অপচয় করা উচিত না।

সম্ভবত গতমাসে অফিস থেকে ফেরার পথে বাস স্টপেজে এক বয়স্ক কৃষাঙ্গ মহিলার পাশে বসে বললাম, ইটস কোল্ড, বললেন ইয়েস ইট ইস। তারপর বাস কতদূর জানতে চাইলে এ্যাপস দেখে জানালাম। তখন উনি দুঃখ করে বললেন তুমি আসার আগে এখানে একজন বসে ছিল, আমি তার পাশে বসতেই সে তার হাত ব্যাগ সরিয়ে কোলে নিল। আমি হোমলেস গরীব হলেও আমি চোর না। তোমার কি আমাকে দেখে চোর মনে হয়। তাকে কিচ্ছুক্ষণ শান্তনা দিলাম। জানি যে ব্যাগ সরিয়ে নিল বা ওই মহিলা কারো দোষ নেই।

ঠকতে ঠকতে আমরা আর এখন কাউকেই বিশ্বাস করি না। আজকের দুনিয়ায় মানুষ চেনা অনেক অনেক কঠিনই শুধু না, অসম্ভব। আমি নিজেও কি এখন আর কাউকে বিশ্বাস করি?

সুখেরা ছুঁই ছুঁই করে অতৃপ্তির বেড়াজালে

(শেষের পাতার পর)

সব তুষার গলে শেষ হবে। গাড়ি পরিস্কারের সময় বুঝেছি ঠান্ডা কাহাকে বলে। এইসব নিয়েই আমাদের এখন নিউইয়র্ক জীবন।

আমেরিকায় নতুন এসে কয়েকবছর ধরে ঘোর কাটতেই চায় না। প্রথম তুষারপাত; সে কী বিস্ময়! গিন্নি সেদিন হঠাৎ আমাকে ডেকে নিয়ে বারান্দায় দাঁড় করিয়ে বলেছিল, দেখো কী হচ্ছে! নিজ চোখে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। মুঠি মুঠি তুলোর মতো তুষার আকাশ ভেঙে নেমে আসছে! হায় আল্লাহ, এ আমি কী দেখছি! আমি গরিব মানুষ; অল্পতে তুষ্টি এখন জীবনের সঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে। লাটসাহেবদের মাঝে নিজেকে অনেক সময় আরও তুচ্ছ, খুব ক্ষুদ্র মনে হয়। কখনো কখনো আড়ি পেতে বা উঁকি মেরে দেখি স্যুট-টাই পরা ভদ্দরলোকদের আর দামি ঝলমলে পোশাকের ভারী গয়নার মহিলাদের। আমার সেকেন্ড হ্যান্ড কুঁচকে যাওয়া জিন্স, জীর্ণ জ্যাকেট আর পুরানা টি শার্ট পরে কখনো এদের সামনে কাচুমুচু হয়ে বসে থাকা মানে বিরাট ধৈর্যের পরীক্ষা দেওয়া। তবে নিজের খাই, পড়ি, নিজের ছোট্ট নিবাসে থাকি এই ভাবনাটা অনেক আরাম দেয়।

সকাল বেলা তুষার দেখার জন্য বাজার করার অজুহাত দিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে আসি। নিউইয়র্ক এক মজার শহর। এখানে কত মানুষের আনাগোনা তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এই শহরে আমিও আছি প্রায় বেশ ক'বছর হলো। অনেক মায়ায় জড়িয়ে পড়েছি। যেখানে কেউ আসে নিজের ভাগ্য ফেরাতে, কেউ আসে দেশের টাকা এনে উড়াতে, কেউ আসে বড়লোকি দেখাতে।

কতিপয় দেউলিয়া লোকেরও অভাব নেই। এরাই দেশে গিয়ে পাঁচতারা হোটেলে নাস্তা করবে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে। সবাই হিংসে করবে তাকে! বাইরে বাইরে মিথ্যা ঝলমলে চেহারা দেখানো এতই জরুরি? বাহাদুরি ভাবটা আমাদের আর গেল না। দিনযাপন কিংবা রসনায় আমরা বরাবরই ওস্তাদ। তীব্র তুষারপাতে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড়ই শুন্য মনে হচ্ছিল। দেশের শীতকালটা চোখের কোণায় ভেসে উঠল।

গরম শেষে বাংলাদেশের শীতকাল এক স্বস্তির পাওনা। শীতের সকালটা শুরু হয় মন মাতানো সুরভী দিয়ে। প্রথমে পেস্টের গন্ধ। তারপর তিব্বত, কিউট কিংবা ম্যানোলা কোল্ড ক্রিমের গন্ধে সারা বাড়ি মৌ মৌ করবে। গাল, ঠোঁট, হাত সবকিছু। তিব্বত পমেডের গন্ধ ছাড়া বঙ্গদেশীয় ঐতিহ্যময় শীতকাল জমেই না। কিউট ক্রিম মাখার পর আয়নায় দেখতেও খুব কিউট লাগে। এসবের কাছে পশ্চিমা ক্রিমগুলো পাত্তাই পায় না.....কড়া রোদ থেকে শুকানো জামাকাপড় উঠানোর সময় ডিটার্জেন্টর মন মাতানো গন্ধ কান ভারী করে উপদেশ দিতে থাকবে- 'বিছানায় গড়াগড়ি দাও গে যাও!'। বালিশে ধোয়া ওয়ার লাগিয়ে, কোলের মধ্যে নিয়ে ডিটারজেন্টের বাসনা শুঁকতে শুঁকতে ঘুমে তলিয়ে যাওয়া অতুলনীয়......

এই সময়ে পেটে খেঁজুরের রস ঢেলে নিয়ে, গরম ভাপা পিঠা ভেঙে ঘ্রান নিলে মাথা দিয়ে হুড়মুড় করে কবিতা বের হবে না তো কি! প্রতিটা আতপের সেদ্ধ দানা যেন একেকটা মুক্তা, নারকেল কুঁচিগুলো যেন শিউলি ফুলের পাপড়ি। গরম ভাপা পিঠা ভাঙার মতো মনোমুগ্ধকর দৃশ্য ইহজগতে আর নাই। তপ্ত পাটালি গুড় যখন গড়িয়ে নামবে, মনে হবে সর্ষে ফুলের ঝিকিমিকি সোনালী মধুর ঝর্ণাধারার লহরীতে ইরান দেশের উজ্জ্বল রক্তিম জাফরানের বর্ণচ্ছটা। পিঠার কোনায় কোনায় রয়েছে মায়াবী মা, নানী বা দাদির অদূরে হাতের মায়াবী স্পর্শ। বাঙালীদের ঝাল আর মিষ্টি; দুটাই লাগে সমানে সমান। বেলাব বাজার থেকে ঠোঙা ভর্তি করে নিয়ে আসবে আগুন গরম কলিজার সিঙ্গারা। শুরু হবে উৎসব! গুনে গুনে দুটা বাদাম সাইজের কলিজা থাকে প্রতি সিঙ্গারায়। কিন্তু কি ক্ষমতা! মুখ পুড়বেই। ওটা শেষ হতে না হতেই ঘরের কোনায় পড়ে থাকা কাঁচা পাকা বরই শিলপাটায় ছেঁচে এনে যখন সামনে দেবে মা গো মা.. সারা বাড়ি মৌ মৌ করবে।বরই এর কষের সাথে কাঁচা মরিচ-ধনিয়ার নেশা ধরানো গন্ধে।

বারৈচা বাজারে ফার্মেসী কিংবা নাপিতের দোকান থেকে বিনে পয়সায় পেপার পড়ে, গলির হানিফের দোকান থেকে আদা আর লেবুর রস সমৃদ্ধ রং চা শেষ করে, চিতই আর ভাঁপা পিঠার দোকানের স্টলের নারকেল আর গুড়ের ঘ্রাণে মগজ যখন তন্দ্রাচ্ছন্ন তখন এনা পরিবহনের কড়া সাইরেনে চোখ খুলে মনে হবে এখনো সকালের বাজার করা হয়নি। হাতে আর আলসেমি চলবে না। মাছ বাজারে যেতেই হবে, অলরেডি লেট। সাড়ে এগারোটার দিকে মাছের বাজার ফাঁকা হতে শুরু করবে। কিছুটা বৈচিত্র সাহস করে কিনে ফেলবেন কেজি খানেক ফলই মাছ। যদিও এ মাছে প্রচুর কাটা। আস্ত রেখে, একটু ভেজে নিয়ে সিম, মটরশুঁটি, আলুর ফালি, টমেটো, ধনিয়া পাতা দিয়ে ঝোল করলে ভাই রে ভাই.. বেহেস্তি খানা একেই বলে। লাল মোটা চালের মাড় গালা ঝরঝরে ভাত, মুলার শাক (কচি মুলা শুদ্ধ) ভাজি, মাসকালাইয়ের ডাল দিয়ে.. ও খোদা! কতবার যে 'এই শেষ' বলে ভাত নিতে হবে কোনো ঠিক নাই। বারবার প্রমিজ ভঙ্গ হবে। গরম ডাল টনিকের মতো কাজ করবে। শরীরে হিট তুলে ঘাম ঝরিয়েই ছাড়বে। খাওয়ার মধ্যেই এঁটো হাত দিয়ে কৌশলে সোয়েটার খুলে আবার আরাম করে চেয়ারে পা তুলে বসে শেষ খাবলা ভাত না নিলেই না।

তারপর বন্ধু সবুজের মোটরসাইকেলে করে ছুটবো উদ্দেশ্যহীনভাবে দক্ষিণে। চারাবাগ মোড় ছাড়িয়ে যতদূর যাওয়া যায়....... কোনো স্ব মিলের পাশে ছাপড়া দোকানে পরপর দুই কাপ মালাই চা মেরে দিয়ে বাসায় ফিরে সরাসরি লেপের তলায়। শিমুল তুলার লেপের তলা! জগতে এর চাইতে আরামদায়ক জায়গা আর কোথায় পাবো? যেখানে খুব মন খারাপ করা অস্থিরতা পেয়ে বসবে। জোৎস্নার সাগরে ডুব মেরে কাঠের চেয়ারটায় বসে কত খাপছাড়া চিন্তা......তবে এই মোহ ভাঙতেও সময় লাগবে না, মা যখন লেপ সরিয়ে কপালে হাত রেখে বলে তোর পছন্দের পাটিসাপটা করেছি চল খাবি। মায়ের হাতের ভাঙা আঙুলটায় হাত রেখে গালে লাগিয়ে আমি চোখে ঝাপসা দেখি, মমতা-আদরের এই হাত আর কত অফুরন্ত শান্তির পরশ দিবে?

তীব্র তুষার আর বাতাসে খালি বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাসার চেনা গলিতে হাঁটা দেই........শুন্য ব্যাগের মতো নিজেকে চরম খালি মনে হয়, যেখানে অহর্নিশ সুখেরা ছুঁই-ছুঁই করে অতৃপ্তি-অসুখের বেড়াজালে।

নিউইয়র্ক, ৩০ জানুয়ারী।

মুনা সাউথ জোনের সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়

নিউইয়র্ক: মুনা সাউথ জোনের মিডিয়া এন্ড কালচারাল বিভাগের উদ্যোগে বিভিন্ন পত্রিকা ও মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ জানুয়ারী শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় ব্রুকলীনের বাইতুল মামুর মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টাওে এই সভার আয়োজন করা হয়।

মুনা সাউথ জোনের সভাপতি সাফায়াত হোসেন সাফা'র সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন মুনা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হারুনুর রশীদ। অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুনা'র সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসেন, সাংবাদিক শহীদুলাহ কায়সার, ড. মাহবুবুর রহমান, সাংবাদিক রশীদ আহমদ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব নায়েব আলী, ডা. আতাউল গনি ওসমান গনী প্রমুখ। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট ও এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে কভিড টেষ্টিং

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ এবং এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ'র উদ্যোগে আবারো কভিড টেষ্টিং, ভ্যাকসিন, বুষ্টার, ফ্লু শর্ট প্রদান করা হয়েছে। শুক্রবার বাদ জুমা এই কর্মসূচীতে শতাধিক মানুষ অংশ নেন। এপেক্স মোবাইল ওয়েলনেস ও ব্লু শেল্ড ব্লু ক্রস-এর সার্বিক সহযোগিতায় এতে কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহাবউদ্দিন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সভাপতি সোহেল আহমেদ, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সংগঠন দুটির সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, মৌলভীবাজার ডিষ্ট্রিক্ট সোসাইটি সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন, কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার ছাড়াও সাব্বির আহমেদ, বেলাল আহমেদ, মহিবুর রহমান, ফয়সল চৌধুরী সহ আরো অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক সিটির ৫ বরোতেই উল্লেখিত কর্মসূচী অব্যাহত থাকবে বলে জাবেদ উদ্দিন জানিয়েছেন।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

বাংলা পত্রিকা | The Weekly Bangla Patrika // Monday //January 3 // 2022

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে শাহানা হানিফ ইমিগ্রেশন বিষয়ক কমিটির চেয়ারম্যান

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলে ইমিগ্রেশন সম্পর্কিত কমিটির চেয়ারম্যান হলেন প্রথম বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত কাউন্সিলওম্যান শাহানা হানিফ। গত ২০ জানুয়ারী সিটি কাউন্সিল সংবাদটি প্রকাশ করেছে। তিনি সাবেক কাউন্সিলম্যান কার্লোস ম্যানচাকা'র স্থলাভিসিক্ত হলেন। খবর ইউএনএ'র। নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তির পর শাহানা হানিফ এক বিবৃতিতে বলেছেন, কঠোর পরিশ্রমী বাংলাদেশী দম্পতির সন্তান হিসেবে নিজেকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত বোধ করছি। লাখ লাখ

জ্যামাইকায় জনসাধারনের মাঝে ফ্রি ফুড বিতরণ

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মাঝে আবারো বিনামূল্যে খাবার ও পিপিই বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও কভিড টেষ্ট করা হয়েছে। কমিউনিটি অ্যালায়েন্স গ্রুপ (ক্যাগ)-এর স্পন্সারে কমিউনিটি ইউনাইটেড ডেমেক্র্যাটিভ ক্লাব ও প্রিন্টিং হাউজ আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশন-এর যৌথ আয়োজনে গত ২৭ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউ ও পার্সন্স বুলেভার্ড এর কর্নারে আড়াই শতাধিক মানুষের মাঝে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী ও পিপিই বিতরণ করা হয়। এই অয়োজনে সহযোগিতায় ছিলো জাপনিত সিং, ইউনাইটেড কমিউনিটি গ্রুপ, সাদাকাহ ফাউন্ডেশন এবং কমিউনিটি ইয়্যুথ এম্পাওয়ামেন্ট। খবর ইউএনএ'র।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মূলধারার রাজনীতিক জাপনিত সিং, মিজান চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কামরুল ইসলাম সনি, আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশন প্রিন্টিং-এর মুহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশন প্রিন্টিং-এর সালমা জাহান, জ্যাক ইউএসএ টেক এর আবু জে চৌধুরী এসময় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা দেশী-বিদেশী সবাই মিলে 'ইউনাইটেড কমিউনিটি' গড়ে তোলে যেকোন আপদে-বিপদে দলমত-নির্বিশেষে সকল মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উপর গুরুত্বারোপ করেন। বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী সহ অন্যান্য কমিউনিটির নারী-পুরুষ লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করেন।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): মহামারী কভিড আক্রান্ত ছাড়াও সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন কারণে যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া ও মিলাদ মাহফিল করেছে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি ইউএসএ ইনক। গত ২৩ জানুয়ারী রোববার বাদ মাগরিব এস্টোরিয়াস্থ আল আমীন জামে মসজিদে এই মাহফিল শেষে রনী বিতরণ করা হয় শিরনী। এছাড়াও দোয়া মাহফিলে দেশ ও প্রবাসে মৃত্যুবরণকারীদের মাগফেরাত ও অসুস্থদের সুস্থতা কামনা করে বিশেষ দোয়া করা হয়। খবর ইউএনএ'র।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির সভাপতি তজমুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, উপদেষ্টা যথাক্রমে সিরাজ উদ্দিন সোহাগ ও আবদুল মোছাব্বির, সহ সভাপতি সৈয়দ রুহুল, সৈয়দ আবুল কাশেম, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি মঞ্জুর হোসেন চৌধুরী জগলু, শ্রীমঙ্গল এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক চমন এলাইহি, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, সদস্য সাইফুল ইসলাম, আবু সোলেমান, আব্দুল মুমিত, নূরুল হক, মৌলভী-বাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ এমদাদ রহমান তরফদার, সাবেক কোষাধ্যক্ষ হেলাল তরফদার, সদস্য শাহীন হাসনাত, চৌধুরী মুমিত (তানিম), জিল্লুর রহমান খান, জাহাঙ্গীর আলম সাইফুল ছাড়াও সাবেক সভাপতি সোহান আহমেদ টুটুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ মামুন সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে গোলাপগঞ্জ সমিতি ইউএসএ'র উপদেষ্টা বেলাল উদ্দিন আহমেদ, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মাসুদুল হক ছানু, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শেখ আতিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ ফজলুর রহমান, সৈয়দ বিলাল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান, আব্দুল মুসাব্বির, আব্দুর রকিব, হেলাল খান, বেনু আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দোয়া মাহফিলে উপদেষ্টা আবদুল মোছব্বিরের মাতা, সংগঠনের সদস্য জাকারিয়া লিটনের বাবা মোতাব্বির উদ্দিন আহমেদ ও মা লায়লা আহমেদ এবং সদস্য জাহাঙ্গীর আলমের পিতা ইয়াসিন আলী সহ মরহুম সৈয়দ মহরম আলী, মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন খান ও তার সহধর্মিনী, মরহুম হাজি ইয়াসীন আলী, আলহাজ ডা. রহিম আলী, শামসুন্নাহার বেগম, ছমির উদ্দিন মাস্টার, গোলাম মুক্তাদীর তরফদার, মোহাম্মদ বাহার কুররী, মোছাম্মৎ খানুর বিবি (নিউজার্সী), সুফিয়ান মিয়া (ফিলাডেলফিয়া), জাকির আহমেদ, হারুন মিয়া, মাহবুব খান (কুলাউড়া), হাজী মোহাম্মদ কয়সর আহমেদ, আব্দুল মুসাব্বির (নজরুলের পিতা), হাজি মোহাম্মদ সোলায়মান মিয়া, আব্দুর রাজ্জাক তরফদার (চনর মিয়া), মোসাম্মৎ মাসুক বিবি, মোসাম্মৎ করিমা বেগম (গণির মাতা), আব্দুল বাড়ী খান, মোহাম্মদ লিয়াকত আহমেদ, ইসমত মিয়া, কাজী শফিকুল হক খান, মোহাম্মদ সিরাজ মিয়া প্রমুখের রুহের মাগফিরাত কামনা করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা লুৎফুর রহমান চৌধুরী ও মৌলানা নেসার আহমেদ।

নিউইয়র্কে শাহ শহীদুল হকের মায়ের মৃত্যুতে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক: মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক'র অন্যতম উপদেষ্টা এবং ওয়াল্ড হিউম্যান রাইটস ডেভেলপমেন্ট ইউএসএ'র (ডব্লিউএইচআরডি) এর সভাপতি, বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাকটিভিষ্ট ও রিপাবলিকান পার্টি লিডার শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ) এর মাতা আলহাজ্ব আনজুমান আরা বেগম এর রূহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে গত ২৩ জানুয়ারী, রোববার বাদ মাগরিব উডসাইড জামে মসজিদে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত মসজিদের ইমাম হেলালউদ্দিন ও অতিথি ইমাম কাজী কায়্যুম যৌথভাবে দোয়া ও মিলাদ পরিচালনা করেন।

দোয়া মাহফিলে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রিপাবলিকান নেতা ও জেবিবিএ'র নব নির্বাচিত সভাপতি গিয়াস আহমেদ, মুন্সিগঞ্জ-বিক্রমপুর এসোসিয়েশনের উপদেষ্টা নাজমুল আলম শ্যামল, সাবেক দুই সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান ও শাহাদাত হোসেন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রূহুল আমিন সিদ্দিকী, ওয়ার্ল্ড হিউম্যানরাইট্স ডেভেলপমেন্টের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদীর, সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম জয়, মুসলিম মোল্লা ও মানিক বাবুসহ প্রায় ৫০ জন মেহমান যোগদান করেন। মাহফিল শেষে তাবারক বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১০ জানুয়ারী, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২:৩০ মিনিটে ঢাকার উত্তরাস্থ নিজস্ব বাসভবনে ৯০ বয়সে আলহাজ্ব আনজুমান আরা বেগম শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মরহুমার পুত্র শাহ্ শহীদুল হক (সাঈদ) সকলের নিকট তার মায়ের জন্য দোয়া প্রার্থণা করেছেন। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO CPA

হাজী ওবায়দুল হকের ইন্তেকাল

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির পরিচিত মুখ, বৃহত্তর নোয়াখালী (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

সাবেক মেয়র আবুল কালাম আজাদের মরদেহ সীতাকুন্ডে দাফন হবে

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বীর মুক্তিযোদ্ধা, চট্টগ্রামের (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

মুক্তারা বেগম নদীর কলাম

নিউইয়র্কের পথে প্রান্তরে-১৯

যার যত বেশি আছে সে তত বেশি চায়। যাদের অনেক বেশি আছে তাদের অনেকেরই দেয়ার মন থাকে না কিন্তু যার যত কম থাকে তার উজাড় করে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

সিটির সহায়তায় ‘মুনা’র উদ্যোগ : ৬ মাস ধরে চলছে কার্যক্রম

ব্রঙ্কসে পিআইসি’র প্রতি শুক্রবার ১৫০০ লোকের খাদ্য বিতরণ

হাবিব রহমানঃ এ যেন এক উৎসব মুখর পরিবেশ। শতশত মানুষ সুশৃঙ্খলভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যাগ ভর্তি করে খাদ্যসামগ্রী নিচ্ছে। ধর্ম-বর্ণ আর জাতপাতের কোন ভেদাভেদ নেই। আর এ ঘটনাটা নিয়মিত ঘটছে গত ৬মাস ধরে ব্রঙ্কসে। পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টার (পিআইসি)-এর উদ্যোগে প্রতি শুক্রবার এভাবেই নিয়মিত ১৫০০ লোকের কাছে খাদ্য বিতরণ করা হচ্ছে। গত শুক্রবার ২৮ জানুয়ারী দুপুর ১২ টায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেলো (বাকি অংশ ৪ পাতায়)

জালালাবাদ এসোসিয়েশনের নির্বাচন-২০২২

আগামী সপ্তাহে ভোটার তালিকা হস্তান্তর ঃ সভাপতি প্রার্থী লিটন

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বৃহত্তর সিলেটবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার আসন্ন নির্বাচন (বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সাধারণ সভা ২০ আগষ্ট নির্বাচন ১৬ অক্টোবর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ’র কার্যকরি কমিটি,ট্রাষ্টি বোর্ড ও উপদেষ্টা পরিষদের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতি সম্প্রতি (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

এনওয়াইপিডি’র দুই অফিসারের মৃত্যুতে

জ্যামাইকা জ্যাকসন হাইটস ও ব্রঙ্কসে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে এনওয়াইপিডি’র দুই অফিসারের দূর্ভাগ্যজনক অকাল মৃত্যুতে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস এবং ব্রঙ্কসে প্রতিবাদ ও স্মরণ সভা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত পৃথক পৃথক পথসভায় মোমবাতি জালিয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটির ব্রঙ্কসের হারলেমে গত ২১ জানুয়ারী শুক্রবার একটি(বাকি অংশ ২ পাতায়)

ডেডলাইন ১৫ ফেব্রুয়ারী

এসবিএ লোন আপদ না সম্পদ

এমদাদ চৌধুরী দীপু: কেউ কিনছেন বাড়ি। কেউ কিনছেন নতুন গাড়ি। টাকা দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছেন কেউ কেউ। আবার নতুন ব্যবসা খোলে স্বপ্ন পুরণ করছেন অনেকে। লোন প্রদানের শর্ত লঙ্ঘন করছেন তারা। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এসবিএ লোন নিয়ে এই ‘বিস্ময়কর অবস্থা’ বাংলাদেশী কমিউনিটির মাঝে। ৩০ বছর (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান ইকবাল আহমেদকে অন্তিম সেলাম

ইব্রাহীম চৌধুরী: ষাটের দশক বাংলাদেশের রজনীতিতে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। আজও ষাটের (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

স্বপ্নের নিউইয়র্ক

সুখেরা ছুঁই ছুঁই করে অতৃপ্তির বেড়াজালে

বোরহান খান: শুক্রবার (২৮ জানুয়ারী) মধ্যরাত থেকে তুষারপাতের শুরু। আজ ছুটির দিন। তুষার পড়ে রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। আগামী সাত দিনেও মনে হয়না (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের নতুন কমিটি গঠিত

ড. নুরুন নবী সভাপতি রানা হাসান সম্পাদক

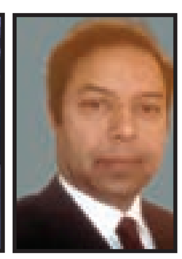

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. নুরুন নবীকে পুনরায় সভাপতি এবং ক্যালিফোর্নিয়া বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার (বাকি অংশ ২২ পাতায়)

সারোগেসি পদ্ধতিতে সন্তান গ্রহণ : ইসলাম কী বলে?

মুফতি মুহাম্মদ মর্তুজা

বর্তমানে সন্তান গ্রহণের একটি নতুন প্রযুক্তির নাম ‘সারোগেসি’। সারোগেসিকে অনেকে গর্ভ ভাড়া দেওয়ার সঙ্গে তুলনা করে। (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

খেলার খবর

২১তম গ্র্যান্ড স্লাম জিতে ইতিহাস গড়লেন নাদাল

স্পোর্টস ডেস্ক: দানিল মেদভেদেভকে হারিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতলেন রাফায়েল নাদাল। এর মাধ্যমে ২১তম ট্রফি জিতে পুরুষ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

হেলথ টিপস

এলাচ-পানিতে সারবে অসুখ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ওজন কমানো থেকে রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ানো বহু উপকার করে এলাচ। রান্নায় এলাচ দিলে নানা ধরনের পুষ্টিগুণ শরীরে যায়। কিন্তু এলাচের গুণ আরো বেশি মাত্রায় পাওয়া সম্ভব। রোজ সকালে খালি (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

বিনোদন

কান্নায় ভেঙে পড়লেন সালমান

বিনোদন ডেস্ক: বলিউডের ‘টাইগার’। পর্দার ‘দাবাং’ বলে পরিচিত তিনি। সেই সালমান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services

929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

ASHIF CHAWDHURY
Cell: 917-741-5308
e-mail: ashif.choudhury@gmail.com
169-24 Hillside Ave. 2FI
Jamaica, NY 11432
www.EXITPrimeNY.com
Fax : 718-262-0254
Office : 718-262-0254
Each office is independently owned and operated

গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
গ্লোবাল এয়ার
WALL STREET FINANCE LLC

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোন: 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩৮ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত দেখুন ৩১ পাতায়

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com